ব্রহ্মা, বিষ্ণু
মহাদেব

ব্রহ্মা *

ব্রহ্মার উৎপত্তি, পূজা ও মূর্ত্তি

১। প্রাচীনতম সংস্কৃত-সাহিত্যে ব্রহ্মার বিভিন্নপ্রকার রূপ ও অবস্থা

ব্রহ্মন্ শব্দ, এমন কি, ব্রহ্মা শব্দও ঋগ্বেদের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ স্থলেই তাঁহাকে দেবতাদিগের স্তুতি করিতে দেখা যায়। এই ব্রহ্মন্ বা ব্রহ্মা শব্দের সচরাচর অর্থ "যাজক" বা পুরোহিত। সায়নাচার্য্য এই অর্থে যে সকল শব্দ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। † কেহ কেহ বলেন, এই ব্রহ্মন্ পুরোহিতেরাই ব্রাহ্মণাচ্ছংশিন্ নামে অভিহিত হইতেন। আবার কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা হোতা-বিশেষ ছিলেন। ঋগ্বেদে তত স্পষ্ট দেখা যাউক আর না যাউক, পরে অর্থাৎ যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদে ব্রহ্মন্ বা ব্রহ্মা শব্দ একপ্রকার যাজকশ্রেণীবিশেষের উপর প্রযুক্ত হইত। ‡ ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ঋগ্বেদে বা যজুর্ব্বেদে কিম্বা অথর্ব্ববেদে ব্রহ্মন্ শব্দে সৃষ্টিকর্ত্তা বুঝাইত না; বুঝাইত এক প্রকার ঋত্বিগ্‌বিশেষ,—হোম করাই তাঁহার কাজ। অথর্ব্ববেদের ব্রহ্মাই যজ্ঞের পরিদর্শনকারী ও নিয়ন্ত্রক। §

আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা দেবতা ব্রহ্মার আর এক নাম প্রজাপতি। এই শব্দও ঋগ্বেদে কয়েকবার পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাও সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি অর্থে প্রয়োগ করা যায় না। যেহেতু, ঐ শব্দ সাবিত্রী ও সোমের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ¶ উহার অর্থ—প্রজাদিগের পতি বা অধীশ্বর। তবে দশম মণ্ডলের দুইটি ঋক্—

* ১৩২৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

† Vedic Index, Vol. II, p. 77.

‡ ঐ p. 78.

§ "ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং
যজ্ঞস্য মাত্রাং বি মিমীত উত্বঃ॥"
—সায়নাচার্য্য, ঋগ্বেদের উপোদ্ঘাত।

¶ Muir's Sanskrit Texts, Vol. V, p. 390.

"আ নঃ প্রজাম্ জনয়ন্তু প্রজাপতিঃ" *

"আ সিঞ্চতু প্রজাপতিঃ" †

দেখিয়া বোধ হয়, প্রজাপতি পরে অর্থাৎ দশম মণ্ডলে ভিন্ন দেবতারূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

তাঁহার আর এক নাম বিশ্বকর্ম্মা। ঋগ্বেদের পুরাতন মণ্ডলগুলিতে "বিশ্বকর্ম্মা" শব্দ ইন্দ্রের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছিল ‡ কিন্তু দশম মণ্ডলে দেখা যাইতেছে যে, তিনি এক বিভিন্ন এবং নূতন দেবতারূপে বৈদিক দেবমণ্ডলের ভিতর স্থান পাইয়াছেন। দশম মণ্ডলে দেখা যায়, তিনি সর্ব্বদর্শী, তাঁহার চারি দিকে চক্ষু, মুখ, হস্তপদাদি আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই মণ্ডলের ঋষিগণ বিশ্বকর্ম্মার ডানা পর্য্যন্ত কল্পনা করিয়াছিলেন। স্বর্গ-মর্ত্তাদি নির্ম্মাণ করিবার পর, তিনি হাত ও ডানার সাহায্যে তাহা ঠেলিয়া দিতেন §। তিনিই সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন, তিনি দেবতাদের নামকরণ করিয়াছেন। তাঁহাকে কোন মনুষ্য কল্পনা করিতে পারে না।

ব্রহ্মার আর এক নাম হিরণ্যগর্ভ। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনিই স্বর্গ-মর্ত্তের রক্ষাকর্ত্তা। তিনি জীবগণকে প্রাণ ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাস দিয়াছেন। তাঁহার আদেশ দেবতারাও অমান্য করেন না। তিনি দেবতাদিগের দেবতা। ¶

ঋগ্বেদে ব্রহ্মা, প্রজাপতি, বিশ্বকর্ম্মা ও হিরণ্যগর্ভ সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায়, বলিলাম। যজুর্ব্বেদের সময় হইতে তাঁহাদের যে একীকরণের চেষ্টা হইতে লাগিল, তাহাই বলিব। প্রজাপতির নাম যজুর্ব্বেদে পাওয়া যায়। তাহাতে দেখা যায়, প্রজাপতি গর্ভে বিচরণ করেন; তিনি যদিও জন্মান না, তবুও তিনি নানাপ্রকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। উঁহার পূর্ব্বে কোন কিছুই জন্মায় নাই। তিনি সর্ব্বজগৎ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। *

তারপর অথর্ববেদে প্রজাপতি সম্বন্ধে নানা কথা আছে। উক্ত বেদে তাঁহাকে যজুর্ব্বেদের ন্যায় দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থান দেওয়া হয় নাই, কিম্বা সৃষ্টির আদিতে রাখা হয় নাই। তবে তিনি যে ভাত (ওদন) হইতে তেত্রিশ লোক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা বলা

---

* Rig Veda, Vol. X, 85, 43.

† ঐ Vol. X, 169, 4.

‡ Muir's Sanskrit Texts, Vol. V, p. 354.

§ Rig Veda, Vol. X, 81 and 82.

¶ Rig Veda, Vol. X, 121.

* প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তরজায়মানো বহুধা বিজায়তে।
তস্য যোনিম্ পরিপশ্যন্তি ধীরা তস্মিন্ তস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা॥

—বাজসনেয় সংহিতা—৩১।১৯

হইয়াছে *। কোথাও বা তাঁহাকে প্রাণ বলা হইয়াছে †। তাঁহার জন্ম ব্রহ্মচারী হইতে। যজ্ঞাবশিষ্ট উচ্ছিষ্টই তাঁহার নিবাসস্থল; কালকর্তৃক তিনি নির্ম্মিত হইয়াছেন ‡।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ লইয়া বেদ §। মন্ত্রযুগের কথা সংক্ষেপে বলিলাম। এইবার ব্রাহ্মণযুগের দুই একটি কথা বলিব। তৈত্তিরীয় ও শতপথাদি ব্রাহ্মণেও প্রজাপতির কথা ভূরি ভূরি পাওয়া যায় ¶। প্রজাপতিই সৃষ্টির আদিতে ছিলেন, তিনি মানুষাদি জীবজন্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা। পুরুষকে যেহেতু তিনি মন হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই জন্য সমস্ত পশু অপেক্ষা মানব বীর্য্যবত্তম। প্রজাপতিই বাক্ ইত্যাদি।

উপনিষদ্গুলিতেও ব্রহ্মা ও প্রজাপতি সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। তাহার মধ্যে অতি সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিব। এই সকলে দেখা যায়, ব্রহ্মা ইতিমধ্যেই একজন বড় দেবতা বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনিই পৃথিবী ও দ্যুলোক নির্ম্মাণ করিয়াছেন—দেবতাদিগের ভিতর তিনিই অগ্রজন্মা। শ্বেতাশ্বতর ও মহানারায়ণোপনিষদে ব্রহ্মাকেই হিরণ্যগর্ভ বলা হইয়াছে ‡। হিরণ্যগর্ভ জল হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন §। তাঁহাকে ব্রহ্মন্ (নারায়ণ) সর্ব্বাগ্রে জন্ম দিয়াছিলেন। নারায়ণোপনিষদেও দেখা যায়, নারায়ণ হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে, অতএব ব্রহ্মাই নারায়ণ। ¶ মৈত্রায়ণী উপনিষদে প্রজাপতিকেই হিরণ্যগর্ভ ও বিশ্বস্রষ্টা বলা হইয়াছে। * কৌষীতকীতে আছে, প্রজাপতি পঞ্চমুখবিশিষ্ট †।

২। ব্রহ্মার উৎপত্তি

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল, বাকী নয় মণ্ডল অপেক্ষা নূতন, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিৎ সকলেই স্বীকার করেন। ঋগ্বেদের ঋষিরা যে দার্শনিক ও অত্যন্ত চিন্তাশীল ছিলেন, সেরূপ প্রমাণ বড় একটা পাওয়া যায় না। তাঁহারা নৈসর্গিক শোভা, প্রাকৃতিক ব্যাপার দেখিয়া

---

* "এতস্মাদ্বৈ ওদনাৎ ত্রয়স্ত্রিংশতম্ লোকান্ নিরমিমীত প্রজাপতিঃ।" A. V., XI. 3, 52.

† প্রাণম্ আহুঃ প্রজাপতিম্। A.V., XI. 4, 12.

‡ A. V., XIX. 53, 8, 20

§ "মন্ত্রশ্চ ব্রাহ্মণং চেতি দ্বৌ ভাগৌ।"
—সায়নাচার্য্য, ঋগ্বেদের উপোদ্ঘাত।

¶ E.g., Satapatha Brahmana, VII. 5, 2, 6.
Taittiriya Brahmana, II. 2, 7, 1.

‡ Svetasvatara Upanishad, 4, 12. Mahanarayana Upanishad, 1, 12; 24, 2.

§ "অদ্ভ্যঃ সম্ভূতো হিরণ্যগর্ভঃ"।—Mahanarayan. U. 1, 12.

¶ "নারায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে"।—Nar. U., I. "ব্রহ্মা চ নারায়ণঃ", I.

* প্রজাপতির্ব্বিশ্বসৃক্ হিরণ্যগর্ভঃ।—Maitra. U., 6, 8.

† Kausitaki U., 2, 4.—"পঞ্চমুখোঽসীতি প্রজাপতিঃ"।

আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন ও বিস্ময়াভিভূত হইতেন এবং প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জকেই দেবতারূপে কল্পনা করিয়া, তাঁহাদের উদ্দেশে স্তুতিপাঠ করিতেন। এই স্তুতিগুলিই ঋক্ বা সূক্ত বলিয়া পরিচিত। তাঁহারা মেঘ, বজ্র, আকাশ, ভূমি, নদ, নদী, সমুদ্র, এমন কি গাছ-পালাতে পর্য্যন্ত দেবত্বারোপ করিতে ছাড়িতেন না *। ঋগ্বেদের প্রথম নয় মণ্ডলের সূক্তগুলিতে বৈদিক ঋষিদিগের চিন্তাশীলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহারা যখন যে দেবতার গুণগান বা স্তুতি করিতে বসিতেন, তখন তাঁহাকেই দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিতেন। ইহাকেই ম্যাক্স্‌মুলার "হেনোথীস্‌ম্" বা "কাট্‌হেনো-থীস্‌ম্" নামে অভিহিত করিয়াছেন †। কিন্তু দশম মণ্ডলে দেখা যাইতেছে যে, ঋগ্বেদের ঋষিদের মধ্যে চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইঁহারা মানবের সৃষ্টি, দেবতার সৃষ্টি, পৃথিবীর সৃষ্টি কি করিয়া হইল, তাহার কারণ স্থির করিতে গিয়া নূতন কাল্পনিক দেবতাদি গড়িতে লাগিলেন। এই সকল দেবতাদিগকে প্রকৃতিতে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না—ইঁহারা মনের কল্পনা, বহুত্বের একত্ব সন্নিবেশ, মনুষ্যত্বের, দেবত্বের, পৃথিবীর ও জগতের সাকার হইতে নিরাকার কারণ খুঁজিয়া বাহির করিবার দুর্দ্দমনীয় মানব-প্রবৃত্তি। ইহারই ফলে বিশ্বকর্ম্মা, ব্রহ্মন্, স্কম্ভ, ব্রাহ্মণস্পতি, প্রজাপতি, পুরুষ প্রভৃতি দেবতার সৃষ্টি। কিন্তু সকলের আদি কারণ অনেক দেবতা, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; সেই জন্য প্রজাপতি, বিশ্বকর্ম্মা ইত্যাদি দেবতাদিগের গুণগ্রাম একত্রীকৃত করিয়া বিভিন্নমতে মনোমত বিভিন্ন দেবতা বাছিয়া লইয়া, আদি কারণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা হয়। ফলে, উপনিষদে ব্রহ্মন্ (অর্থাৎ পরমাত্মা) সৃষ্টির আদি কারণ হইয়া দাঁড়াইলেন। আমাদের সে সব লইয়া কাজ নাই। এখন ব্রহ্মার কথাই বলি।

ব্রহ্মন্ ঋগ্বেদে ঋত্বিক্-বিশেষ। সেই ব্রহ্মন্ হইতেই ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি শব্দের উৎপত্তি। পরে ব্রহ্মন্ হইতেই ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল, সে কথা উপনিষদে আছে। ব্রহ্মন্ হইতেই প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদিরও উৎপত্তি। হিরণ্যগর্ভই প্রজাপতি ও ব্রহ্মা। বিশ্বকর্ম্মার যাহা কাজ—যাহা গুণ, ব্রহ্মারও সেই গুণ—সেই কাজ। অতএব ব্রহ্মা ও বিশ্বকর্ম্মা এক। অন্ততঃ বৈদিক যুগে একই ছিলেন, এ কথা সাহস করিয়া বলা যায়। পরে বিশ্বকর্ম্মা ও ব্রহ্মা ভিন্ন হইয়া যান।

মনুপ্রোক্ত বিবরণ

মনুসংহিতায় ব্রহ্মার উৎপত্তির বিষয় যাহা বর্ণনা করা আছে, তাহা এই,—

আসীদিদং তমোভূতং অপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥ ‡

---

* Macdonell, History of Sanskrit Literature, p. 67 ff.

† Ibid, p. 71,

‡ Manu-Sanhita, Chap. I.

ব্রহ্মৈবৈক ঋত্বিক্ *

"ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্" †

ইহাতে স্পষ্ট তাঁহার ঋত্বিক্‌রূপ পাওয়া যাইতেছে। পরযুগে সেই জন্যই বোধ হয়, তাঁহার হস্তে স্রুক্ ও স্রুব্ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঋগ্বেদী ব্রহ্মন্ ঋত্বিক্‌বিশেষ ছিলেন।

পূর্ব্বে আরও বলা হইয়াছে, বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মার আর এক রূপ। বিশ্বকর্ম্মার রূপও ঋগ্বেদে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বদর্শী ও নির্ম্মাণদক্ষ ছিলেন। ঋগ্বেদের ঋষিরা যেমন বুঝিয়াছিলেন, তাহাই সরল বিশ্বাসে লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা যতই তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিই না কেন! যিনি সর্ব্বদর্শী হইবেন, তিনি মানুষের মত দুই চক্ষু লইয়া কি করিবেন? যতক্ষণ সম্মুখে দেখিবেন, ততক্ষণ পশ্চাতে বা পার্শ্বের কিছুই দেখিতে পাইবেন না। সেই জন্য তাঁহারা বিশ্বকর্ম্মার পশ্চাতে ও পার্শ্বে ও ঊর্দ্ধে আরও মুখ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ হস্তপদাদি, এমন কি, ডানা পর্য্যন্ত কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। আমার বোধ হয়, এই ডানাই প্রজাপতির বাহন হংসরূপে পরে কল্পিত হইয়াছিল। ‡

এই সকল হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বৈদিক যুগেই ব্রহ্মার মূর্ত্তি প্রায় সম্পূর্ণভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল।

৪। ব্রহ্মার পূজা ও তাহার লোপ

বৈদিক যুগে—বিশেষতঃ উপনিষদের সময় ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদিগের দেবতামণ্ডলে বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তখন হইতেই তাঁহার পূজা ও মন্দির গড়া আরম্ভ হয় বলিয়া আমাদের বিবেচনা হয়। অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মা দেবতাদিগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছিলেন। গৃহ্যসূত্রে শ্রৌতসূত্রেও তাঁহার স্থান দেবতাদিগের মধ্যে প্রথম ও প্রধান ছিল। মহাভারতের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন অংশাদিতে ব্রহ্মারই আধিপত্য দেখা যায়। §

ঋগ্বেদে যজুর্বেদে শিবের নামগন্ধও নাই। অথর্ববেদে তিনি একজন মস্ত বড় দেবতা। তিনি ব্রাত্যদিগের একমাত্র দেবতা ব্রাহ্মণদিগের দেবমণ্ডলে তিনি অনেক

---

* Chhandogya U., 4. 17. 9.

† Bhagavat Gita, 4. 24.

‡ বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমি জনয়ন্ দেব একঃ॥
—Rig Veda, X. 81. 3.

§ Macdonell, History of Sanskrit Literature, 285.

কষ্টে অর্থাৎ দক্ষযজ্ঞের পর স্থান পান। * বিষ্ণু ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা। দেখিতে দেখিতে শিব সকলকে ছাড়াইয়া উঠিবার জো করিলেন। তাঁহাদের তিনজনেরই স্থান প্রায় এক হইয়া দাঁড়াইল। তিন জনের বিভিন্ন কাজ হইল। ব্রহ্মা শুধু সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, বিষ্ণু তাহা রক্ষা করিতে লাগিলেন, আর শিব শুধু সংহার করিতে থাকিলেন। ত্রিমূর্ত্তির কল্পনা ও পূজা প্রভৃতি বোধ হয়, এই সময়েই আরম্ভ হয়। মেগাস্থিনিসের পুস্তকে আছে, তিনি যখন চন্দ্রগুপ্ত রাজার রাজধানীতে ছিলেন, তখন দেখিয়াছিলেন, মোটামুটি ভারতবর্ষীয়েরা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। † যাহারা শিবের উপাসনা করে, তাহারা শৈব ও যাহারা বিষ্ণুভক্ত, তাহারা বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত। শৈবেরা বলে, ত্রিমূর্ত্তির ভিতর শিবই সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং বৈষ্ণবেরা বলে, বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ। সে প্রশ্নের মীমাংসা এখনও হয় নাই ; আর কখনও হইবে কি না, সন্দেহ। ব্রহ্মার সম্বন্ধে কেহ কিছুই বলে না। চেলার অভাবে ক্রমশঃ ব্রহ্মার পূজা বন্ধ হইল, মন্দির গড়াও বন্ধ হইল। তিনি নামেই সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া রহিলেন।

মানুষের অবস্থা যেমন সব সময়ে ঠিক থাকে না—কখনও উঠে, কখনও পড়ে, আমাদের দেবতাদিগেরও তাই। কত দেবতা বৈদিক যুগে বড় হইয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের নামও শুনা যায় না। কত দেবতার বৈদিক ঋষিরা নামও শুনেন নাই, তাঁহারাই আবার পরবর্ত্তী যুগে অপ্রতিহতক্ষমতাশালী দেবতা হইয়াছেন ; কত যে—তাহার আর ইয়ত্তা নাই। শিব নূতন দেবতা, হঠাৎ আসিয়া অতিরিক্ত লোকপ্রিয় হইয়া পড়াতেই ব্রহ্মার অন্ন মারা গেল। তিনি দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিলেন। এখন তাঁহার স্থান আর মন্দিরের মধ্যস্থলে থাকে না—হয় কার্ণিসে, নয় দেওয়ালে, নয় দরজার মাথায়, এইরূপ আনাচে-কানাচেই তিনি বিরাজ করেন।

সূর্য্যের উপাসনা বহু প্রাচীন কাল হইতেই আর্য্যদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এমন কি, যখন তাঁহারা ইরানিয়ান্‌দিগের সহিত একসঙ্গে বসবাস করিতেন, তখন হইতেই সূর্য্যের উপাসনা তাঁহাদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছিল। সূর্য্যের উপাসনা প্রাচীন ঋষিদিগের মধ্যে বহুলপরিমাণে বিদ্যমান ছিল। সেই সূর্য্যই বিষ্ণুরূপে ঋগ্বেদের ঋষিদের দ্বারা উপাসিত হইতেন। শিবের আগমনে সেই জন্য বিষ্ণুর স্থান বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইল না। শিব ব্রাত্যদিগের একমাত্র দেবতা। ব্রাত্যও ভারতবর্ষে বহুলপরিমাণে ছিল, তাহারা শিবকে লইয়া রহিল। কিন্তু ব্রহ্মাকে লইয়া কে থাকিবে? ব্রহ্মার অবস্থা সেরূপ নহে। কোনরূপে ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী যুগে তিনি মাথা খাড়া দিয়া উঠিয়াছিলেন—তাঁহার উপাসকও বোধ হয়, সেই জন্য বেশী ছিল না। অথর্ব্ববেদ প্রথম তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ-

---

* Asiatic Society of Bengal, Annual Address, 2nd February 1921. (yet unpublished.)

† Macdonell's History of Sanskrit Literature, p. 286.

স্থান-চ্যুত করিল। তিনি কিছুদিন প্রথম স্থান অধিকার করিবার পরই শিবের অভ্যুদয় হইল। সে অভ্যুদয়ের সম্মুখে দাঁড়াইবার ক্ষমতা কেবল বিষ্ণুর ছিল। তিনি বেশ টিকিয়া রহিলেন। ব্রহ্মার সে ক্ষমতা না থাকায়, তাঁহার পতন হইল। তাহার পর, বৌদ্ধদের আবির্ভাবে তাঁহার উঠিবার আর কোন আশাই রহিল না।

৫। পৌরাণিক বিবরণ

ব্রহ্মার পূজা হঠাৎ লোপ হইয়া গেল কেন, ইতিহাসের দিক্ দিয়া তাহার কারণ দিবার চেষ্টা করিয়াছি। পুরাণকারগণও এ বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে সাধারণ লোককে বুঝাইবার জন্য "মোহিনীর শাপ", "শিবের শাপ" ইত্যাদি নানা পুরাণে নানা গাল-গল্পের অবতারণা করা হইয়াছিল। তাহারই দুই একটির নমুনা দিই।—

"মোহিনীর শাপ"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, মোহিনী নামক জনৈক স্বর্বেশ্যা কামাতুরা হইয়া নির্জ্জনে ব্রহ্মাকে দেখিয়া তাঁহাকে রত্যভিলাষ জ্ঞাপন করেন *।

ইত্যুক্ত্বা মোহিনী সখ্যো জগৎস্রষ্টুশ্চ ব্রহ্মণঃ।
বিচকর্ষ করং বস্ত্রং সস্মিতা কামবিহ্বলা॥ †

ব্রহ্মা, শাস্ত্রীয় যুক্তি ও নীতি অনুসারে মোহিনীকে অশেষপ্রকারে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। মোহিনী কিছুতেই নিরস্ত হইল না। অবশেষে প্রত্যাখ্যাতা হইয়া সে ব্রহ্মাকে তীব্র তিরস্কার করিয়া শাপ দিল,—

তবৈব বচনং স্তোত্রং মন্ত্রং গৃহ্লাতি যো নরঃ।
ভবিতা তস্য বিঘ্নশ্চ স যাস্যত্যুপহাস্যতাম্॥
ভবিতা বা যকী পূজা দেবতানাং যুগে যুগে।
তব মাঘ্যাঞ্চ সংক্রান্ত্যাং ন ভবিষ্যতি সা পুনঃ॥
কল্পান্তরেঽত্র কল্পে বা দেহে দেহান্তরেঽত্র তে।
পুনঃ পূজা ন ভবিতা যা গতা সা গতৈব চ॥ ‡

শাপ দিয়া মোহিনী ক্ষিপ্র মদনালয় চলিয়া গেল। অভিসম্পাত ঠিক লাগিয়া গেল। বৃদ্ধ ব্রহ্মার পূজাও লোপ হইয়া গেল।

---

* অতীবনির্জ্জনস্থানে সর্ব্বজন্তুবিবর্জ্জিতে।
সুগন্ধিবায়ুনা রম্যে পুংস্কোকিলরুতশ্রুতে॥ ৯॥
সন্ততং ত্বন্মনস্কামাং দাসীং জন্মনি জন্মনি।
ক্রীণীহি রতিপণ্যেনামূল্যরত্নেন সত্বরং॥ ১০॥
—শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৩৩ অধ্যায়।

† ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পু°—শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৩৩ অধ্যায়—১১ শ্লোক।

‡ ঐ ঐ, শ্লোক ৩৯—৪১।

"শিবের শাপ"

লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে, একদিবস ব্রহ্মা ও বিষ্ণু আপনাদের মধ্যে কে বড়, এই লইয়া খুব তর্কাতর্কি করিতেছেন, এমন সময় শিব আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন, তোমাদের দুই জনের মধ্যে যে আমার এই জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গের আগা কিম্বা শেষ বাহির করিবে, সেই তোমাদের মধ্যে বড় হইবে। এই বলিয়া লিঙ্গ আনয়ন করিয়া, স্বয়ং তাহাতে প্রবেশ করিলেন। শিবের এই মূর্ত্তি লিঙ্গোদ্ভবমূর্ত্তি বলিয়া পরিচিত।* ব্রহ্মা হাঁসের উপর চড়িয়া আগা দেখিতে গেলেন। বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া দাঁত দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে নীচে নামিতে লাগিলেন। কত কাল ধরিয়া এইরূপ চলিতে লাগিল। লিঙ্গ অনাদি ও অনন্ত; তাহার আদি অন্ত বাহির করিবে কে? বিষ্ণু দেখিলেন, অসম্ভব। তিনি আসিয়া হাতযোড় করিয়া লিঙ্গোদ্ভবের স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছেন—বৃথা পরিশ্রমে বিরক্তও খুব হইয়াছেন। কিন্তু সহজে তিনি হারিবার পাত্র নন। মধ্যরাস্তায় দেখিলেন, ভক্তার্পিত একটি কেতকীপুষ্প শিবলিঙ্গের মস্তকচ্যুত হইয়া পড়িতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন, লিঙ্গের আগা পাওয়া অসম্ভব। কেতকীকে সাক্ষী মানিয়া শিবের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আপনার লিঙ্গের মাথা দেখিয়া আসিয়াছি, এই কেতকী আমার সাক্ষী। শিব সর্ব্বজ্ঞ—তিনি জানেন, তাঁহার লিঙ্গ অনাদি ও অনন্ত—বুঝিলেন, ব্রহ্মা মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া, তাঁহার পাঁচ মুখের মধ্যে যে মুখ মিথ্যা উচ্চারণ করিয়াছিল, সেই মাথাটি কাটিয়া ফেলিলেন এবং শাপ দিলেন,—"যেহেতু, তুমি বুদ্ধিহীনতাবশতঃ বালকের ন্যায় আমার কাছে মিথ্যা কথা বলিলে, সেই জন্য অতঃপর মন্দিরে তোমার পূজা আর কেহ করিবে না।"

পুরাণকারেরা ব্রহ্মার পূজা লোপ হইবার এইরূপ কারণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

৬। ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ হইলেন কেন?

ব্রহ্মার এতগুলি মুখ কেন হইল, বিশ্বকর্ম্মার কথা বলিবার সময় পূর্ব্বে তাহার কারণ দিবার চেষ্টা করিয়াছি। পুরাণে নানারূপ কারণ দেওয়া আছে। মৎস্যপুরাণে বলে, বেদ তিনি প্রথম আহ্বান করিয়াছিলেন, বেদ চারিটি বলিয়া, তাঁহার মুখ চারিটি †।

এই পুরাণেই আবার দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বে ব্রহ্মার একটিমাত্র মুখ ছিল। তিনি সৃষ্টির উদ্দেশে প্রথমে দশ জন মানস ও দশ জন অঙ্গজ প্রজাপতি সৃষ্টি করেন। দশম অঙ্গজ প্রজাপতি তাঁহার কন্যা গায়ত্রী। এই কন্যা সৃষ্টি করিয়া, তিনি তাঁহার

* ছবি—Krishna Sastri—South Indian Images of Gods and Goddesses, fig., 58. এবং Gopinath Rao—Elements of Hindu Iconography, Vol. II, Part I, Plates—XIII, XIV.

† মৎস্যপুরাণম্, ৩ অধ্যায়, শ্লোক—২,৩,৪।

ভুবনমোহিনী রূপ নিরীক্ষণ করিয়া, "অহো রূপম্" "অহো রূপম্" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কন্যা সে তীব্র কামবিহ্বল দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া সলজ্জভাবে পিতার দৃষ্টি এড়াইবার উদ্দেশে তাঁহার পশ্চাদ্দিকে আসিল। ব্রহ্মার কন্যাকে দেখিবার জন্য দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা থাকায়, পশ্চাদ্দিকে হঠাৎ আর একটি মুখ ফুটিয়া বাহির হইল। কন্যা তখন তাঁহার এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন, সে দিকে আর একটি মুখ ফুটিয়া বাহির হইল। কন্যা অপর পার্শ্বে আসিলে, সে দিকেও আর একটি মুখ হইল। গায়ত্রী উপায়ান্তর না দেখিয়া আকাশে উড়িতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর আকাশের দিকে মস্তকের মধ্যস্থল হইতে আর একটি মুখ বাহির হইল। এই পাপে ব্রহ্মার সৃষ্ট্যর্থ সঞ্চিত সমস্ত তপঃ বিনষ্ট হইল। ব্রহ্মাও লজ্জিত হইয়া, জটাদ্বারা পঞ্চম মুখটি আবৃত করিয়া ফেলিলেন *। সেই জন্য ব্রহ্মার মুখ চারিটি।

লিঙ্গোদ্ভব শিবের কাছে মিথ্যা বলিবার জন্য কিরূপে তিনি একটি মুখ হারাইয়াছিলেন, লিঙ্গপুরাণোক্ত সে বিবরণ পূর্ব্বেই দিয়াছি।

বামন, মৎস্য, স্কন্দপুরাণাদিতে লিখিত আছে, নারায়ণ সৃষ্টির আদিতে নিদ্রাবসানে পঞ্চবদন ব্রহ্মা ও পঞ্চবদন শিবকে সৃষ্টি করিলেন। উৎপন্ন হইবামাত্র তাঁহারা ভীষণ যোগপ্রভাব বিস্তার করিলেন। নারায়ণ দেখিলেন, এরূপ লোক লইয়া সৃষ্টিকার্য্য অসম্ভব। তখন তিনি অহঙ্কারের সৃষ্টি করিলেন। শিব ও ব্রহ্মা অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া কলহ আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা শিবের প্রতি অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিলেন।

"স এবমব্রবীদ্দেব! জন্ম জানামি তে হ্যহম্।"

তাহাতে শঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া, বামাঙ্গুষ্ঠনখাগ্রদ্বারা ব্রহ্মার একটি মাথা ছিঁড়িয়া লইলেন। † মাথা চারিটি হইয়া গেল। যন্ত্রণায় কাতর ও ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা শাপ দিলেন,—

যস্মাদনপরাধেন শিরশ্ছিন্নং ত্বয়া মম।
তস্মাচ্ছাপসমাযুক্তঃ কপালী ত্বং ভবিষ্যসি॥

ব্রহ্মার শাপ ফলিয়া গেল। শঙ্কর এই সময়ে কপালী হইলেন। হাতে ব্রহ্মার কাটা মাথা লাগিয়া রহিল। কিছুতেই মড়ার মাথা হাত হইতে খসে না। তাঁহার শরীরে ব্রহ্মহত্যা পাপ প্রবেশ করায়, তাহা ক্ষালন করিবার জন্য তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু তথাপি নরকপাল হস্ত হইতে স্খলিত হইল না। অবশেষে তিনি নারায়ণের তপস্যা করিতে লাগিলেন। নারায়ণ তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিবকে বারাণসীধামে অসি ও বরুণার জলে স্নান করিতে উপদেশ দিলেন। সেখানে স্নান করাতে তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে

* Matsya Purana, Ch. III, Sl. 32—40.

† অতঃ ক্রোধপরীতেন সংরক্তনয়নেন চ।
বামাঙ্গুষ্ঠনখাগ্রেণ ছিন্নং তস্য শিরো ময়া॥
—Matsya P., Adh., 158.

বিমুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তবুও শাপহেতুক নরকপাল তাঁহার হাতে লাগিয়াই রহিল। তৎপরে তিনি ভগবান্ কেশবকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহার আদেশমত একটি হ্রদে স্নান করিতেই নরকপাল হাত হইতে খসিয়া পড়িল *। সেই স্থান এখনও "কপালমোচন" তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত। †

৭। ব্রহ্মার ধ্যান ও মূর্ত্তি

ঋগ্বেদী ও সামবেদী সন্ধ্যার প্রাণায়ামে পূরক করিবার সময় নাভিদেশে ব্রহ্মার ধ্যান করিতে হয়।

হংসস্থং দ্বিভুজং রক্তং সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুম্।
চতুর্ম্মুখমহং বন্দে ব্রহ্মাণং নাভিমণ্ডলে॥

—ঋগ্বেদী সন্ধ্যা।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ, দ্বিভুজ ও হংসবাহন। তাঁহার দুই হস্তের এক হস্তে অক্ষসূত্র ও আর এক হস্তে কমণ্ডলু।

কালিকাপুরাণে যে ধ্যান আছে, তাহাতে তাঁহার মূর্ত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়,—

ব্রহ্মা কমণ্ডলুধরশ্চতুর্ব্বক্ত্রশ্চতুর্ভুজঃ।
কদাচিৎ রক্তকমলে হংসারূঢ়ঃ কদাচন॥
বর্ণেন রক্তগৌরাঙ্গঃ প্রাংশুস্তুঙ্গাঙ্গ উন্নতঃ।
কমণ্ডলুর্ব্বামকরে স্রুবো হস্তে তু দক্ষিণে॥
দক্ষিণাধস্তথা মালা বামাধশ্চ তথা স্রুচঃ।
আজ্যস্থালী বামপার্শ্বে বেদাঃ সর্ব্বেঽগ্রতঃ স্থিতাঃ॥
সাবিত্রী বামপার্শ্বস্থা দক্ষিণস্থা সরস্বতী।
সর্ব্বে চ ঋষয়ো হ্যগ্রে কুর্য্যাদেভিশ্চ চিন্তনম্॥ ‡

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, তাঁহার চারি মুখ; চারি হাত, দুই দক্ষিণ হস্তের উপরটিতে অক্ষমালা এবং নীচেরটিতে স্রুব্ এবং দুই বামহস্তের উপরটিতে কমণ্ডলু এবং নীচেরটিতে স্রুক্ ধারণ করেন। তিনি কখনও পদ্মাসীন, কখনও বা হংসারূঢ় হইয়া থাকেন। তাঁহার গায়ের রঙ্ রক্তাভ গৌরবর্ণ। বাম পার্শ্বে আজ্যস্থালী ও চারি বেদ তাঁহার সম্মুখে

* E.g. Matsya Purana—Adh. 183, sl. 84—100.

† Matsya Purana, Adh. 183, sl. 101.

"ব্রহ্মহত্যাপহং তীর্থং ক্ষেত্রমেতন্ময়া কৃতম্।
কপালমোচনং দেবি দেবানাং প্রথিতং ভুবি॥"

‡ Kalika Purana, Adhyaya—82.

অবস্থিত। সাবিত্রী তাঁহার বামে ও সরস্বতী তাঁহার দক্ষিণে এবং সমস্ত ঋষিরা সম্মুখে—এই ভাবে, ব্রহ্মার ধ্যান করিতে হয়।

ব্রহ্মার চারি হাত, চারি মুখ কেন হইল, কেন তাঁহার হাতে স্রুক্ স্রুব দেওয়া হইল, কেনই বা তাঁহার হংস বাহন হইল, তাহার উত্তর পূর্ব্বে দিবার চেষ্টা করিয়াছি। পুরাণে বর্ণিত আছে, নারায়ণ যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হইলে, তাঁহার নাভিদেশ হইতে রক্তকমল উত্থিত হয় এবং সেই পদ্মই ব্রহ্মার উৎপত্তি-স্থল। ব্রহ্মা এই পদ্মের উপর বসিয়া সৃষ্টির পূর্ব্বে যোগ করেন। এই জন্য ব্রহ্মার আর একটি নাম "পদ্মযোনি" এবং যোগে বসিয়া আছেন জানাইবার জন্য অক্ষমালাই তাহার জ্ঞাপক। যেহেতু, চারি বেদ তিনি প্রথম স্মরণ করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহার সম্মুখে বেদ রক্ষিত হয়। যে কারণে তাঁহার হাতে স্রুক্ ও স্রুব আসিয়াছে, সেই কারণেই কমণ্ডলু ও আজ্যস্থালী তাঁহার পার্শ্বে আসিয়াছে। এই দুইই তাঁহার ঋত্বিক্‌রূপের জ্ঞাপক চিহ্ন।

৮। এই ব্রহ্মা কে?

অনেকে মনে করেন, এই ব্রহ্মা অগ্নিরই রূপান্তর মাত্র। তাহার কারণ এই, এখন কদাচিৎ ব্রহ্মার পূজা হয়। গৃহদাহাদি হইলে পুনরায় গৃহনির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মার পূজা করিতে হয়। বারোয়ারীতে, বাজারে আগুন লাগা নিবারণ করিবার জন্য তাঁহার পূজা করিতে হয়। ভিয়ান করিবার পূর্ব্বে হালুইকর ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মার পূজা করিয়া, তবে কার্য্য আরম্ভ করে। উনানে খোলা চড়াইয়া, প্রথম তৈয়ারী জিনিষ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। রক্তবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র তাঁহার পরম প্রীতিকর। আজ্য, পায়স ও তিলযুক্ত ঘৃতই ব্রহ্মার প্রধান ভোজ্য *। এখন বাঙ্গালায় ব্রহ্মার মাটির মূর্ত্তি গড়া হয়। তাঁহার গায়ের রং টক্‌টকে লাল। পূজা হইয়া গেলে মূর্ত্তি জলে বিসর্জ্জন করিতে হয়।

উপরিউক্ত কারণে পুরাণের ব্রহ্মমূর্ত্তি অগ্নিরই যে মূর্ত্তিভেদ মাত্র বলিয়া এককালে বিবেচিত হইতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৯। শিল্পশাস্ত্রে ব্রহ্মার মূর্ত্তি

ধ্যান হইতেই শিল্পকারগণ মূর্ত্তি গড়িতেন; এখনও নেপাল, সিকিম্ ও তিব্বতের চিত্রশিল্পীরা ধ্যান কিম্বা সাধনা হইতে মূর্ত্তি গড়িয়া থাকে। শিল্পশাস্ত্র নিয়ম বাঁধিয়া দেয় ও শিল্পীরা তদনুসারে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। এখন দেখা যাউক, শিল্পশাস্ত্রাদি ও আগম হইতে ব্রহ্মার মূর্ত্তি সম্বন্ধে নূতন খবর কি পাওয়া যায় †।

অংশুমদ্ভেদাগমে ব্রহ্মার রং হরিতালের ন্যায়, কৃষ্ণাজিনের উত্তরীয়; তিনি যজ্ঞোপ-

* বিশ্বকোষ, ত্রয়োদশ ভাগ, পত্র—১৫৪।

† Gopinath Rao—Elements of Hindu Iconography, Appendix, pp., 243,246—49

বীতধারী, শুক্লবস্ত্রপরিহিত, শুক্লমাল্যধর ও তাঁহার কর্ণ কুণ্ডলবিমণ্ডিত। দক্ষিণ হস্তে তাঁহার হয় অক্ষমালা থাকিবে, নহিলে কুশ থাকিবে। বামহস্তদ্বয়ে কুশ ও আজ্যস্থালী ধারণ করিবেন, কিম্বা অভয়মুদ্রা ও বরদমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন। সরস্বতী এবং সাবিত্রী হয় বসিয়া থাকিবেন, না হয় দাঁড়াইয়া থাকিবেন, নহিলে পদ্মাসীনা হইবেন।

সুপ্রভেদাগমে নুতনের মধ্যে এই দেখা যাইতেছে, তাঁহার জটা রক্তবর্ণ হইবে। শুধু বামপার্শ্বে সাবিত্রী থাকিবেন এবং তিনি সর্ব্বাভরণে ভূষিতা হইবেন।

শিল্পরত্নে দেখা যায়, তিনি লম্বকুর্চ্চের আসনের উপর আসীন হইবেন। "লম্বকুর্চ্চাসন" আর কিছুই নয়, কুশাসন। তাঁহার রং গৌর হইবে এবং আজ্যস্থালী সম্মুখে থাকিবে। তিনি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইবেন। তিনি কখনও হংসারূঢ় হইবেন, কখনও বা কমলাসনাসীন হইবেন। আঁকিতে হইলেও এই ব্যবস্থা। বাস্তবেও তাই।

বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়, তিনি কৃষ্ণাজিন-পরিহিত হইবেন এবং সপ্তহংসদ্বারা চালিত রথে সমাসীন হইবেন। হাত তাঁহার দুইটি মাত্র থাকিবে; দক্ষিণে অক্ষমালা এবং বামে কমণ্ডলু থাকিবে। আদিত্যপুরাণে লিখিত আছে, সাবিত্রী তাঁহার বাম উৎসঙ্গে বর্ত্তমান থাকিবেন।

রূপমণ্ডনে নুতনের মধ্যে এই আছে যে, ব্রহ্মা দক্ষিণহস্তদ্বয়ে অক্ষমালা ও স্রুক্ ধারণ করিবেন এবং বামহস্তদ্বয়ে পুস্তক ও কমণ্ডলু ধারণ করিবেন, কিম্বা দক্ষিণহস্তদ্বয়ে অক্ষসূত্র ও পুস্তক এবং বামহস্তদ্বয়ে পদ্ম ও কমণ্ডলু ধারণ করিবেন।

এই স্থানে ব্রহ্মাকে "সকূর্চ্চঃ" বা শ্মশ্রুযুক্ত বলা হইয়াছে। ব্রহ্মার দাড়ি ছিল, এ কথা পূর্ব্বে কোথাও বলা হয় নাই। দাড়ির দরকারও খুব। কারণ, তাঁহাকে পুরাণাদি গ্রন্থে "বৃদ্ধ", "প্রপিতামহ" ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা হইয়াছে এবং সেই জন্যই বোধ হয়, রূপমণ্ডনে তাঁহাকে প্রথম দাড়ি দেওয়া হইল। কিম্বা অগ্নির দাড়ি আছে বলিয়া, ব্রহ্মাকেও দাড়ি দেওয়া হইয়াছে। কারণ, অগ্নির একটি বিশেষণ "পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ"।

১০। ব্রহ্মার বিগ্রহাদি—শ্রেণীবিভাগ

পাথরে খোদাই ব্রহ্মার মূর্ত্তি ভারতবর্ষে ও যবদ্বীপে * প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। সবগুলিই যে শিল্পশাস্ত্র অনুসারে গঠিত হইয়াছে, এমত আমাদের বোধ হয় না। শিল্পশাস্ত্র নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছে, তারপর বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন সময়ের শিল্পকারগণ তাঁহাদের ইচ্ছামত মোট জিনিষ বজায় রাখিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে, আবার ভক্তের ইচ্ছানুসারেও মূর্ত্তি বিভিন্নপ্রকারে গঠিত হইয়াছে।

আমরা কখনও দেখিতেছি, ব্রহ্মা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, কখনও বসিয়া রহিয়াছেন, কখনও শুধু দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, কখনও পদ্মের উপর বসিয়া রহিয়াছেন—কখনও বা রথের উপর, কখনও বা শুধু হাঁসের উপর। কখনও সাবিত্রী সঙ্গে আছেন, কখনও সরস্বতী

* যবদ্বীপ হইতে আনীত ব্রহ্মার মূর্ত্তি কয়েকটি কলিকাতার নূতন যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

—কখনও ঋষিরা কখনও বা সকলেই আছেন। কখনও হাঁস পার্শ্বে রহিয়াছে, কখনও নাই, কখনও দুই পার্শ্বে দুইটি, কখনও বা সাতটা হাঁস। কখনও হাঁস নাই—তাহার বদলে হয় শিবের বাহন নন্দী, নয় বিষ্ণুর বাহন গরুড়, কখনও বা সূর্য্যের বাহন ঘোড়া রহিয়াছে। কখনও হাঁস ও তাহার সহিত নন্দী, গরুড় ও ঘোড়ার মধ্যে একটি রহিয়াছে। কখনও তিনি মন্দিরের গর্ভাগারে বর্ত্তমান, কখনও বা দরজার পার্শ্বে, কখনও বা দরজার উপর, কখনও আনাচে-কানাচেই বর্ত্তমান। কখনও তাঁহার মুখ একটি, কখনও তিনটি, কখনও চারিটি। কখনও একমুখে দাড়ি, কখনও সবকটা মুখে দাড়ি, কখনও বা ছেলে ছোকরা-দের মত দাড়ি একেবারেই নাই। এই যে সকল মূর্ত্তির বিভিন্নতা, ইহার সমস্তটাই ভক্ত ও শিল্পকারের হাতে পূরামাত্রায় নির্ভর করে।

যে সকল মূর্ত্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় এবং শিল্পশাস্ত্রে যে সকল মূর্ত্তির বিবরণ পাওয়া যায়, সে সকল নিম্নলিখিত নয় শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে।

প্রথম শ্রেণী

ব্রহ্মা দাঁড়াইয়া থাকিবেন। তিনি একক হইবেন। সরস্বতী, সাবিত্রী, হাঁস বা ঋষিরা কেহ উপস্থিত থাকিবেন না। তবে তিনি হয় শুধু দাঁড়াইয়া থাকিবেন, নহিলে পদ্মের উপর দাঁড়াইবেন।

দ্বিতীয় শ্রেণী

তিনি দাঁড়াইয়া থাকিবেন। এবারে একা নয়—সাবিত্রী বা সরস্বতী বা ঋষিরা বা হাঁস, অথবা ইঁহাদের মধ্যে দুই বা ততোধিক উপস্থিত থাকিবেন।

তৃতীয় শ্রেণী

তিনি একা বসিয়া থাকিবেন এবং বসিয়া থাকিবেন—পদ্মের উপর। সাবিত্রী ইত্যাদি মায় হাঁস—কেহ উপস্থিত থাকিবেন না।

চতুর্থ শ্রেণী

তিনি পদ্মাসীন হইবেন। তাঁহার সঙ্গে সাবিত্রী প্রভৃতি পরিবারদেবতাগণের এক দুই বা ততোধিক উপস্থিত থাকিবেন।

পঞ্চম শ্রেণী

তিনি হাঁসের উপর বসিয়া থাকিবেন। সঙ্গে অন্যান্য পরিবার-দেবতাগণ ও ঋষিরা উপস্থিত থাকিতেও পারেন, নাও থাকিতে পারেন।

ষষ্ঠ শ্রেণী

তিনি রথে বসিয়া থাকিবেন এবং সেই রথ সাতটি হংস কর্ত্তৃক চালিত হইবে। পরিবার-দেবতারা, বাহন ও ঋষিরা উপস্থিত থাকিতেও পারেন, নাও থাকিতে পারেন। এই মূর্ত্তি অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই।

সপ্তম শ্রেণী

ব্রহ্মার মুখ একটি হইবে, বামে সাবিত্রী থাকিবেন ; হাঁস একেবারেই থাকিবে না। এই মূর্ত্তি প্রজাপতি ব্রহ্মা নামে পরিচিত।

অষ্টম শ্রেণী

তিনি শুধু ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইবেন এবং কমলাসনে আসীন হইবেন। *

নবম শ্রেণী

তাঁহার সঙ্গে হয় নন্দী থাকিবে, না হয় গরুড় থাকিবে, নহিলে ঘোড়া থাকিবে। হাঁস থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে। অন্যান্য পরিবারদেবতাগণ বা ঋষিরা থাকিতেও পারেন ; নাও থাকিতে পারেন। †

১১। মূর্ত্তির সময় নিরূপণের উপায়

মূর্ত্তির সময় নিরূপণ করা খুব শক্ত,—অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে মূর্ত্তি যত সাদাসিধা হইবে, সে মূর্ত্তি ততই পুরাতন। অবশ্য এ নিয়ম সমস্ত মূর্ত্তি বিষয়ে প্রযোজ্য হইতে পারে না—ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। মূর্ত্তির হাবভাব, গঠনপ্রণালী, ভাস্কর্য্য, কারুকার্য্য, দেখিয়া তাহার উপর যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করিয়া তবে সময় নিরূপণ করিতে হয়। ‡

ব্রহ্মার যে মূর্ত্তিতে এক মুখ দুই হাত থাকিবে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। যাহাতে চারি মুখ দুই হাত থাকিবে, তাহা নবীনতর। যাহার চারি মুখ দুই হাত থাকিবে, তাহা আরও নূতন। যাহার একমুখে দাড়ি থাকিবে, অন্যমুখে থাকিবে না, তাহা আরও নূতন। যাহার আবার তিন মুখেই দাড়ি, তাহা আরও নূতন। বাস্তবিক খৃষ্টীয় ১০ম ও একাদশ শতাব্দীর পর হইতে ব্রহ্মার যত মূর্ত্তি দেখা যায়, সকলেরই প্রায় সব মুখেই দাড়ি আছে। § আবার বেশভূষা ও কারুকার্য্য যাহার যত কম সে মূর্ত্তি ততই পুরাতন।

১২। ব্রহ্মার মন্দির ও তাহার পূজারী

সচরাচর লোকের বিশ্বাস, পুষ্করের সাবিত্রীপাহাড়ের মন্দির ছাড়া আর কোথাও

---

* Gopinath Rao.—Elements of Hindu Iconography, Vol. II, Part II, p. CXLIV.

† A. S. I., Annual Report, 1906-7, p. 177. fig. 7.

‡ পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আমার কথাটি বুঝিতে একটু ভুল করিয়াছেন। আমরা জানি, গান্ধার ভাস্কর্য্য খুব পুরাতন। যদি গান্ধারের কোন মূর্ত্তিতে ব্রহ্মার দাড়ি থাকে, শুধু দাড়ি হইতে তাই বলিয়া তাহাকে দশম শতাব্দীতে ফেলা যাইতে পারে না। এই সকল স্থলেই "যুক্তিতর্কের" প্রয়োজন। সময় নিরূপণ করা সম্বন্ধে কোনরূপ বাঁধাধরা নিয়ম করা সকলেরই ক্ষমতাতীত।

§ A. S. I. Annual Report, p. 173.

খাঁটি ব্রহ্মার মন্দির নাই। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কানিংহাম সাহেব বুন্দেলখণ্ডে দুভাহি নামক গ্রামে অশেষ কারুকার্য্যখচিত একটী মন্দির আবিষ্কার করিয়াছিলেন। * রাজপুতানায় বসন্তগড় নামক স্থানে আর একটী মন্দির পাওয়া গিয়াছে। এই মন্দিরের ব্রহ্মার হাত মাত্র দুইটি। ধারওয়ার জেলায় উন্কল নামক গ্রামে আর একটি মন্দির আছে। † এরূপ খাঁটি ব্রহ্মার মন্দির ভারতবর্ষে যে এখনও অনেক পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ধারওয়ার জেলায় যে সকল মন্দিরে ইংরাজ সরকার বাৎসরিক টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অন্ততঃ আটটি খাঁটি ব্রহ্মার। ‡ যতগুলির কথা বলা হইল। ইহা ছাড়া ইদরের ষোল মাইল উত্তরে খেড়্-ব্রহ্ম নামক স্থানে যে মন্দির পাওয়া গিয়াছে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও উত্তম কারুকার্য্যখচিত বলিয়া মনে হয়। §

ব্রহ্মার পূজারী

খেড়্-ব্রহ্মগ্রামে শুক্লবেদাধ্যায়ী উদীচ্য ব্রাহ্মণ কয়েক ঘর বাস করে। তাহারা পুরুষানুক্রমে ব্রহ্মারই পূজা করিয়া আসিতেছে, অন্য কোন দেবতার পূজা করে না। তাহারা কতকাল ধরিয়া যে শুধু ব্রহ্মার পূজা করিয়া আসিতেছে, তাহা কেহই জানে না।

ব্রহ্মার পরিবারদেবতাগণ

রূপমণ্ডনগ্রন্থে ¶ ব্রহ্মার মন্দির গঠন করিবার প্রণালী দেওয়া আছে। মন্দিরের গর্ভাগারে বিশ্বকর্ম্মারূপে ব্রহ্মার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাঁহার চারি মুখ, চারি হাত থাকিবে এবং তাঁহার হাতে অক্ষমালা, বই, কুশগুচ্ছ ও কমণ্ডলু থাকিবে। এবং তিনি হংসারূঢ় হইবেন। আদিশেষ, গণেশ, নবমাতৃকা, ইন্দ্র, জলশয়ী নারায়ণ, পার্ব্বতী এবং রুদ্র, নবগ্রহ ও লক্ষ্মীর মূর্ত্তিসকল পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া থাকিবে। মন্দিরের আটটি দ্বারপালক থাকিবে। তাহাদের নাম সত্য, সধর্ম্ম, প্রিয়োদ্ভব, যজ্ঞ, বিজয়, যজ্ঞভদ্র, সর্ব্বকামিক ও বিভব। ইহা ছাড়া তাঁহার পার্শ্বে, সাবিত্রী, সরস্বতী, মুনিগণ, আজ্যস্থালী ও পুস্তকাদি সমস্তই থাকিবে।

১৩। ব্রহ্মার চরিত্র

"দেবতার বেলা লীলাখেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা"—মানুষ যাহা করিলে পাপী হয়, ব্রহ্মা সেইরূপ কতকগুলি দোষ করিয়াছিলেন। শিবের সম্মুখে মিথ্যা কথা বলায় তাঁহার মাথা কাটা পড়িয়াছিল। আর একবার শিবের সহিত ঝগড়া করিবার সময় প্রাকৃত জনের ন্যায় অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি আত্মজ

* Cunningham. A. S. R., Vol. X, p. 93.
† A. S. I., Annual Report, 1906-7, p. 175.
‡ Ibid.
§ See "Temple of Brahma at Khed Brahama" in A. S. I., Annual Report 1906-7, p. 171 ff.
¶ Gopinatha Rao—Elements of Hindu Iconography, Vol. II, Part II, App., pp. 246-47.

কন্যা গায়ত্রীর প্রতি কামাসক্ত হইয়াছিলেন। শিবের সহিত তাঁহার শত্রুতা ছিল, কিন্তু শিবের তিনি বিশেষ কোন ক্ষতিই করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহাকে একবার শাপ দিয়া কপালী করিয়াছিলেন। শিব ত্রিপুরাসুরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার সময় ব্রহ্মাকে সারথি করিয়াছিলেন। দক্ষযজ্ঞের সময় ব্রহ্মা পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছিলেন এবং তাহা বোধ হয়, শিবের প্রতি জাতক্রোধবশতঃই করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মার চরিত্রের ভাল গুণও দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ধর্ম্মভীরু ছিলেন। মোহিনীকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ও শেষে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। শিবের বিবাহে, এমন কি, কার্ত্তিকেয়ের বিবাহেও তিনি পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। তিনি দেবতাদিগের ভরসাস্থল ছিলেন। যখনই কোন গোলমাল হইত, তখনই ব্রহ্মাকে মধ্যস্থ হইতে হইত। তিনি যখন মিটাইতে পারিতেন না, তখন শিব কিম্বা বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তিনি দেবতাদিগের "ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলো" গোছের ছিলেন। যখনই মর্ত্তের কোন লোক ভীষণ তপস্যা করিয়া দেবতাদের মনে ত্রাস জন্মাইয়া দিত, তখনই ব্রহ্মাকে বর দিতে ছুটিতে হইত।

শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য

'ব্রহ্মা' প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা

(১)

প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় ব্রহ্মার উৎপত্তি, পূজা প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু তথ্যের একত্র সমাবেশ করিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন; তাঁহার অধ্যবসায় প্রশংসার্হ; তিনি বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ-যুগ পর্য্যন্ত, এমন কি, তৎপরবর্ত্তী সময়েরও শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া ব্রহ্মা সম্বন্ধে একটি ধারাবাহিক, সুসংলগ্ন গবেষণার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন; এই হিসাবে আমি সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস-শাখার পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বৈদিক যুগে ব্রহ্মা দেবতা ছিলেন কি না?

বৈদিক যুগে যে ব্রহ্মা দেবতা-স্বরূপ গণ্য হইতেন না, এ কথা আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। আমাদিগকে সন্ধ্যাহ্নিক করিবার সময় নিম্নলিখিত মন্ত্রটী উচ্চারণ করিতে হয়,—"প্রজাপতি-ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মবায়্বগ্নিসূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ"।—এই মন্ত্রে ব্রহ্মাকে চারিজন দেবতার অন্যতম হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

বৈদিক যুগে ব্রহ্মা যে ঋত্বিক্-হিসাবেও গণ্য হইতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। অনেকের মনে সন্দেহ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিয়া রাখি যে, ঋত্বিক্ হইলে দেবতা হইতে কোন বাধা যে থাকিবে, এরূপ আশঙ্কার কোন ভিত্তি নাই। ঋগ্বেদ-সংহিতার অগ্নি একজন সুপ্রসিদ্ধ দেবতা বলিয়া খ্যাত হইলেও, ঋত্বিক্ বলিয়া ইঁহার বিশেষ খ্যাতি কাহারও অবিদিত নহে। অগ্নিকে পুরোহিত, দেবতা, ঋত্বিক্ প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তেই অগ্নিকে পুরোহিত, ঋত্বিক্ প্রভৃতি বিশেষণে আহ্বান করা হইয়াছে, এবং তৎসঙ্গে অগ্নির স্তুতিও করা হইয়াছে। এই সূক্তের অগ্নি দেবতা। সেই কার বেদের ব্রহ্মা ঋত্বিক্ও ছিলেন, দেবতাও ছিলেন।

ব্রহ্মা ঋত্বিক্ও ছিলেন।

ব্রহ্মা অনেক মন্ত্রের ঋষি ছিলেন। আমরা সন্ধ্যাহ্নিক করিবার সময় নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ করি,—"ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ"। সন্ধ্যোক্ত প্রাতরাচমন-মন্ত্রেও আছে,—"সূর্য্যশ্চ মেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ।"

ব্রহ্মা মন্ত্রের ঋষিও ছিলেন।

এ স্থলে একটি কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। প্রবন্ধলেখক দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ব্রহ্মন্ অর্থে সর্ব্বপ্রথমে ঋত্বিক্ বুঝাইত, এবং ক্রমে ক্রমে ইঁহাতে দেবত্বের আরোপ হইয়াছে; কিন্তু যাস্ক দেবগণের কথা বলিতে গিয়া, প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মা এক শ্রেণীর হোতা বা পুরোহিত। নিরুক্ত হইতে নিম্নলিখিত বচনটি উদ্ধৃত করিতেছি,—"অপি বা কর্ম্মপৃথক্ত্বাৎ যথা—হোতাঽধ্বর্য্যুঃ ব্রহ্মা উদ্গাতা ইত্যপি একস্য-শতাঃ" ইত্যাদি। যাস্ক খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তাঁহার সময় ব্রহ্মা অর্থে এক শ্রেণীর পুরোহিত বুঝাইত; কিন্তু ইহাও আমাদের জানা আছে যে, এই সময়ের বহুপূর্ব্বে তিনি দেবতাশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। সুতরাং আমি এইরূপ অনুমান করিতেছি যে, বহু প্রাচীন কাল হইতে খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মা অর্থে ঋত্বিক্ বুঝাইত, এবং প্রাচীন কালে ইহাতে একাধারে দেবতা, ঋষি ও ঋত্বিক্ বুঝাইত। বহু পরে বেদাচার্য্য সায়নও যে সাত জন হোতার উল্লেখ করিয়াছেন, ব্রহ্মা তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল, যজ্ঞ সম্বন্ধীয় সমুদয় বিষয়ের তত্ত্বাবধান করা। কোন কোন স্থলে ব্রহ্মাকে অথর্ব্ববেদান্তর্গত পুরোহিতদিগের অন্যতম হিসাবে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। আর একটি কথা বলিয়া রাখি; ঋক্, উক্থ, স্তোম, অর্ক, বাচ্ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে বেদমন্ত্র-গুলি কথিত হইত। এই সকল বিভিন্ন নামের মধ্যে ব্রহ্ম নাম দৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম তাহা হইলে দাঁড়াইল—বেদমন্ত্র-বিশেষ। ইহা হইতে নিরুক্ত-কথিত ব্রহ্মা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

নিরুক্তের মতে ব্রহ্মা হোতৃগণের একজন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ব্রহ্মার বর্ণনায় ঋষিত্ব, ঋত্বিক্ত্ব ও দেবত্ব, এই ত্রিভাবই বর্ত্তমান। এই ত্রিভাব পৌরাণিক যুগেও বলবান্ দেখা যায়; এবং তাহা হইতে শিল্পেও পৌঁছিয়াছে। ব্রহ্মার ধ্যান ও প্রণাম-সময়ে যে স্তোত্রটি উচ্চারিত হয়, তাহাতে তাঁহাকে এই তিন ভাবেই দেখা হইয়াছে। ঋত্বিকের চিহ্ন-স্বরূপ তাঁহার হস্তে স্রুক্ স্রুব রহিয়াছে; উক্ত হয়—"স্রুক্-স্রুবহস্তায় তে নমঃ।"

ব্রহ্মা—ঋষি, ঋত্বিক্ ও দেবতা, এই তিনই।

ব্রহ্মা ঋষিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ না হইলে, ওঁকার মন্ত্রের ঋষি বা রচয়িতা বলিয়া কথিত হইতেন না। বহুপরবর্ত্তী যুগের পুরাণেও তাঁহাকে বেদাধার, বেদ্য, জ্ঞানগম্য ও সূরি প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে—"বেদাধারায় বেদ্যায় জ্ঞানগম্যায় সূরয়ে"। তাঁহার ধ্যানে তাঁহাকে পুস্তকযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শিল্পেও জ্ঞান-পিতামহ ব্রহ্মার হস্তে পুস্তক রাখা হইয়াছে।

ব্রহ্মজ্ঞানের আকর ও আধার।

ব্রহ্মা সর্ব্বজ্ঞানের আকর বলিয়াছি; তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রেরও একজন প্রবর্ত্তক। যে আঠার জন ঋষি জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক, ব্রহ্মা তাঁহাদের অন্যতম। ব্রহ্মা ঋষি যে জ্যোতিষ-শাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তাহার নাম ব্রহ্মসিদ্ধান্ত; ইহা পঞ্চসিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত।

ব্রহ্মা জ্যোতিষের একজন প্রবর্ত্তক।

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মসিদ্ধান্তের মতে দিনমানের পরমবৃদ্ধি ৩৬ দণ্ড ও পরমহ্রাস ২৪ দণ্ড। লগধ ঋষি-প্রণীত বেদাঙ্গ-জ্যোতিষেও এই বচনের উল্লেখ আছে। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ৩৪°৪৮ অক্ষাংশযুক্ত দেশে ঐ ব্রহ্মসিদ্ধান্তোক্ত বচন প্রযোজ্য। তিব্বত, কাশ্মীর, পারস্য, আসিরিয়া প্রভৃতি প্রদেশ এই অক্ষাংশে অবস্থিত। কাশ্মীর-রাজ্যের রাজধানী শ্রীনগরের কিছু উত্তর দিয়া ইহা গিয়াছে। এখন ঐতিহাসিকেরা বিচার করিয়া দেখুন যে, ঐ সকল প্রদেশের কোথায় ব্রহ্মার বাসস্থান কল্পিত হইতে পারে।

জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে ব্রহ্মা ঋষির বাসস্থান নির্ণয়।

উপনিষৎ বা পুরাণোক্ত ব্রহ্মার বাসস্থান নির্ণয় বুঝিতে হইলে, এতদুক্ত ভৌগোলিক পরিচয় থাকা কর্ত্তব্য। দেবতাদের বাসস্থান মেরু পর্ব্বতের উত্তরে ও দক্ষিণে তিনটি করিয়া বর্ষ বা দেশ; মেরুর নাম, ইলাবৃত বর্ষ। এ মেরু জ্যোতিষের সুমেরু নহে; ইহা তাহা হইতে একেবারে স্বতন্ত্র। সর্ব্বদক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া এবং মেরু বা ইলাবৃতবর্ষকে লইয়া সাতটি বর্ষের উল্লেখ করা যাইতেছে—ভারতবর্ষ, কিন্নরবর্ষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ, কুরুবর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ ও রম্যকবর্ষ। ইহাদের পঞ্চম, অর্থাৎ কুরুবর্ষেই ব্রহ্মার বাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লেখ আছে যে, পঞ্চম অমৃতে বা কুরুবর্ষে ব্রহ্মার বসতি—"অথ যৎ পঞ্চমমমৃতং তৎ সাধ্যা উপজীবন্তি ব্রহ্মণা মুখেন।" উপনিষদুক্ত কুরুবর্ষ আমার বোধ হয়, মধ্য-এসিয়া বা তাহার কিঞ্চিৎ উত্তরস্থ সাইবিরিয়া প্রদেশের নিকটে

ব্রহ্মার বাসস্থান সম্বন্ধে উপনিষৎ ও পুরাণের মত।

অবস্থিত ছিল। কিন্তু রামায়ণ বা পুরাণোক্ত বর্ণনা হইতে বোধ হয় যে, কুরুবর্ষ উপনিষদুক্ত সংস্থানের বহু উত্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছে। রামায়ণে উল্লেখ আছে যে, কুরুবর্ষে ব্রহ্মার বসতি, এবং সেখানে সূর্য্য নয়নগোচর হয় না, এবং ইহার উত্তর প্রদেশে যাওয়া যায় না। এই বর্ণনা হইতে বোধ হয় যে, রামায়ণের সময় কুরুবর্ষ সুমেরুর দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। এখানে ছয় মাস রাত্রি ও ছয় মাস দিন। রামায়ণ-রচয়িতা কুরুবর্ষের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বৎসরের যে সময় ছয় মাস রাত্রি, সেই সময়েই প্রযোজ্য। পুরাণোক্ত বর্ণনাও রামায়ণের অনুযায়ী।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, আমাদের ব্রহ্মার সহিত অন্যদেশীয় কোন প্রাচীন দেবতার সাদৃশ্য আছে কি না। প্রাচীন মিসর দেশের দেবতাগণ সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, ব্রহ্মার অনুযায়ী কোন দেবতাই এ দেশে ছিল না। তবে মিসরবাসীদিগের সবিতৃ-দেবতা "রে" (Re)র অনেকগুলি লক্ষণ ব্রহ্মাতে প্রযোজ্য হইতে পারে। Aegypten-প্রণেতা পণ্ডিত আর্‌মান্ (Herr Erman) দেখাইয়াছেন যে, স্থাবর, জঙ্গম, দেবতা প্রভৃতি সমস্তই "রে"র শরীর হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল, এবং তাঁহার কন্যা আইসিস্ (Isis) জ্ঞানে সমস্ত দেবদেবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ছিলেন। আইসিস্ অনেকটা আমাদের সরস্বতীর ন্যায়; "রে"কে ব্রহ্মার ন্যায় কন্যার প্রতি আসক্ত হইতে শুনা যায় নাই। মনুসংহিতায় ব্রহ্মার উৎপত্তি-বিষয়ে কথিত আছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে স্বয়ম্ভু ভগবান্ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জল সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করেন, কালক্রমে বীজ অণ্ডে পরিণত হইলে, তাহাতে পিতামহ ব্রহ্মা জন্মপরিগ্রহ করিলেন। স্থূলতঃ ব্রহ্মা মহাসমুদ্র বা জল হইতে জাত হইয়াছেন, ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রাচীন মিসরবাসিদিগের দেবতা "রে"ও নান্ নামক দেবতাধিষ্ঠিত মহাসমুদ্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। এ স্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে, "রে" ও ব্রহ্মার লক্ষণ প্রভৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এক্ষণে গ্রীক্‌দিগের কোন দেবতার সহিত ব্রহ্মার সাদৃশ্য আছে কি না, দেখা যাউক। প্রবন্ধকার বলিয়াছেন যে, অন্ততঃ বৈদিক যুগে ব্রহ্মা ও বিশ্বকর্ম্মা একই ছিলেন। হেমাদ্রিও ব্রহ্মার যে চারিটি শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, বিশ্বকর্ম্মা তাহার অন্তর্গত। তাঁহার শ্রেণীবিভাগ এই—প্রজাপতি, বিশ্বকর্ম্মা, লোকপাল এবং ধর্ম্ম। গ্রীক্‌দিগের বিশ্বকর্ম্মা Hephaistos (হিফেষ্টস্)। এই হিফেষ্টস্, আমার বিশ্বাস, অগ্নিদেবতা বা ল্যাটিনদিগের ভল্‌ক্যান (Vulcan)। কক্স্ (Cox) তাঁহার Mythology of the Aryan Nations পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, হিফেষ্টস্ ও বৈদিক যবিষ্ঠ বা অগ্নির সহিত বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১২ সূক্ত, ষষ্ঠ ঋকে অগ্নিকে যুবা বলা হইয়াছে। পুনশ্চ এথেন্স নগরে হিফেষ্টিয়া নামে যে উৎসব হইত, তাহা অগ্নির উৎসব এবং ইহাতে প্রজ্বলিত মশাল লইয়া দৌড়াইতে হইত। আমার যত দূর গ্রীক্-দেবতত্ত্ব পাঠ করা আছে, তাহাতে

ব্রহ্মার সহিত অন্য দেশের প্রাচীন দেবতার সাদৃশ্য।

ব্রহ্মার অনুযায়ী দেবতা প্রাচীন গ্রীসদেশে ছিল না বলিয়া বিশ্বাস। তাহা হইলে ব্রহ্মা ও বৈদিক বিশ্বকর্ম্মা এক হইলেও, গ্রীক্‌ বিশ্বকর্ম্মা বা হিফেষ্টস্‌ নহেন, বুঝা গেল। অনেকে মনে করেন যে, আমাদের সরস্বতীর সহিত ল্যাটিনদিগের মিনার্ভার সাদৃশ্য আছে। ব্রহ্মার শরীর হইতে যেমন সরস্বতীর উদ্ভব হইয়াছিল, তেমনি জুপিটারের মস্তিষ্ক হইতে মিনার্ভার জন্ম হইয়াছিল। উভয়েই জ্ঞান ও ললিতকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী; কিন্তু মিনার্ভা যুদ্ধেরও অধিষ্ঠাত্রী। পদ্মপুরাণে সরস্বতীর যে ধ্যান আছে, তাহাতে যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী হওয়ার কথা নাই; তবে তিনি "বরদা" এবং "বন্দিতাসুরদানবৈঃ"। মহীশূরের অন্তর্গত বেলুড় ও হালেবিড্‌ গ্রামস্থ হৈসল নরপতিদিগের মন্দিরগাত্রে সরস্বতীর মূর্ত্তির হস্তে অঙ্কুশ ও পাশ দেখিয়াছি; এই দুইটিকে যুদ্ধের প্রহরণ মনে করা যাইতে পারে।

বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় ও ব্রহ্মার সাদৃশ্য।

এই উপলক্ষে বলিয়া রাখা উচিত মনে করি যে, উত্তর-বর্ণিয়োর বৌদ্ধেরা বোধিসত্ত্ব কল্পনায় ব্রহ্মার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় ও ব্রহ্মার মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

প্রবন্ধলেখক ব্রহ্মা সম্বন্ধে যথেষ্ট পৌরাণিক বিবরণ দিয়াছেন; আমি সে সম্বন্ধে কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না। ব্রহ্মার মূর্ত্তি ও মন্দির সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশদ করিবার চেষ্টা করিব, এবং যাহা বলেন নাই, তাহাও বলিব।

শিবের প্রাধান্যে ব্রহ্মার পূজা লোপ।

প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন যে, নূতন দেবতা "শিব হঠাৎ আসিয়া অতিরিক্ত লোকপ্রিয় হইয়া পড়াতেই ব্রহ্মার অন্ন মারা গেল"—অর্থাৎ ব্রহ্মার পূজার লোপ হইল। ইহার তিনি কোন ঐতিহাসিক বা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেন নাই, প্রমাণাভাবে ইহা অবশ্যই অগ্রাহ্য। শিবের প্রাধান্যের জন্য "তাঁহার (অর্থাৎ ব্রহ্মার) স্থান আর মন্দিরের মধ্যস্থলে থাকে না, হয় কার্ণিসে, নয় দেওয়ালে, নয় দরজার মাথায়—এইরূপ আনাচে-কানাচেই তিনি বিরাজ করেন।" ইহাও পূর্ব্বের ন্যায় অগ্রাহ্য। আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি কোথায় ব্রহ্মার মূর্ত্তি মন্দিরের কার্ণিসে দেখিয়াছেন?

ঋগ্বেদে ব্রহ্মার তেমন বহুল উল্লেখ নাই, কিন্তু অগ্নির যথেষ্ট উল্লেখ আছে। ব্রহ্মার তেমন লোকপ্রিয়তা বা প্রচার কোন কালেই ছিল না বলিয়া বোধ হয়। এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যাহাতে মনে হইতে পারে যে, কোন কালে ব্রহ্মার বহু মন্দির ও মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং ক্রমশঃ তাহার লোপ হইয়াছে। ব্রহ্মা ত দূরের কথা, যে সকল দেবতা বৈদিক যুগে বিশেষভাবে স্তুত হইতেন, অর্থাৎ যেমন—অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ,—তাঁহাদেরই মূর্ত্তি তেমন দেখা যায় না। অগ্নি এখন মন্দিরের পার্শ্বদেবতা-স্বরূপ হইয়াছেন। ব্রহ্মার মূর্ত্তি কচিৎ দৃষ্ট হয়; তাহা বলিয়া ইঁহার পূজা বা স্তব-স্তুতির লোপ হয় নাই।

এখনও ব্রাহ্মণ দৈনিক সন্ধ্যা-বন্দনার সময় ব্রহ্মার ধ্যান করিয়া থাকেন। এমন কি, বাস্তু-পূজার সময়ও ব্রহ্মার পূজা হইয়া থাকে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন 'মঠপ্রতিষ্ঠাদিতত্ত্বম্' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে প্রাচীন হয়শীর্ষ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন দেখিয়াছি। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন কাল হইতে ব্রহ্মাপূজার একটা পারম্পর্য্য রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাণ হিসাবে ব্রহ্মার বহুল প্রচার থাকিলেও, শিল্প হিসাবে ইঁহার তেমন প্রতিপত্তি দেখা যায় না। ভারতের যেখানে সেখানে বিষ্ণু, শিব, দুর্গা বা গণেশের বহু প্রকার মূর্ত্তি মিলিবে, কিন্তু ব্রহ্মার মূর্ত্তি নিতান্ত বিরল। ভারতের কয়েকটি স্থান ভিন্ন ইঁহার মন্দিরও তেমন দৃষ্ট হয় না। প্রবন্ধলেখক মহাশয় Archaeological Survey of India হইতে অনেকগুলি মন্দিরের সন্ধান দিয়াছেন; কিন্তু আমাদের দেশের নিকটে যে একটি মন্দির রহিয়াছে, তাহার সংবাদ দেন নাই। সহস্রে একজনও এই মন্দিরের সংবাদ রাখেন না। আমিও রাখিতাম না। মন্দিরটি সামান্য বলিয়া সকলেই ইহাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখেন ও এই জন্য ইহার বিষয় অবগত নহেন।

ব্রহ্মার মূর্ত্তি ও মন্দির।

ভুবনেশ্বরস্থ ব্রহ্মার মন্দির।

মন্দিরটি ভুবনেশ্বরস্থ বিন্দুসরোবরের পূর্ব্বপার্শ্বস্থ ঘাটের ধারে অবস্থিত। দক্ষিণমুখী ব্রহ্মার মূর্ত্তিটি চতুর্হস্ত, চতুর্মুখ এবং পদ্মোপরি দণ্ডায়মান; ইঁহার বাহন হংস। দক্ষিণপার্শ্বস্থ উপরকার ও নিম্নহস্তে যথাক্রমে পুস্তক ও জপমালা রহিয়াছে, এবং বামদিকের উপরকার ও নিম্নহস্তে যথাক্রমে স্রুক্ ও গাড়ুর আকারের কমণ্ডলু বর্ত্তমান। ব্রহ্মার উভয় পার্শ্বে দুইটি দ্বারপাল রহিয়াছে।

এই মন্দিরের পার্শ্বদেবতাগুলি উল্লেখযোগ্য। পিছনের দেওয়ালের বহির্দ্দেশে অর্থাৎ উত্তর দিক্‌স্থ ভিত্তিগাত্রে একমুখ ব্রহ্মার মূর্ত্তি ক্ষোদিত, পশ্চিম দিকের দেওয়ালে দেবর্ষি নারদের মূর্ত্তি রহিয়াছে, এবং পূর্ব্বদিকের ভিত্তিগাত্রে পার্ব্বতীমূর্ত্তি বর্ত্তমান।

ব্রহ্মার মন্দিরের পার্শ্বদেবতা।

পিছনের ভিত্তিগাত্রে যে একমুখ ব্রহ্মার মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে বলিলাম, তিনি পদ্মোপরি দণ্ডায়মান; তাঁহার দুই হাত, এবং মুখ শ্মশ্রুযুক্ত; দক্ষিণ হস্তে জপমালা রহিয়াছে এবং বাম হস্তটি ভগ্ন।

একমুখ ব্রহ্মা।

মন্দির-মধ্যস্থ চতুর্মুখ ব্রহ্মামূর্ত্তির অঙ্গের মাপগুলি আমি গজকাঠির দ্বারা মাপিয়া লইয়াছিলাম; যদি ইহা জানিবার জন্য কাহারও কৌতূহল হইয়া থাকে, তজ্জন্য তাহা নিম্নে দেওয়া গেল:—

ব্রহ্মার মূর্ত্তির পরিমাণ।

মস্তকশীর্ষ হইতে পাদদেশ	৩'—৩"
মস্তক	৬"
স্কন্ধদ্বয়ের ব্যবধান	১'—২"
স্তনান্তর	৫"

স্তন ও নাভির ব্যবধান	...	...	৫½"
নাভি হইতে পাদদেশ	...	...	১'—১০½"
পাদদেশ হইতে জানুদেশের মধ্য	...	...	০'—১০"
পদ-দৈর্ঘ্য	...	...	০'—৭¾"
পদ-প্রস্থ	...	...	০'—৩"

এই পরিমাণ হইতে অনেক কথার অবতারণা করা যাইতে পারে; বাহুল্যভয়ে তাহা হইতে বিরত হইলাম।

মূর্ত্তির ধ্যান ও সাধনা।

প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন, "ধ্যান হইতেই শিল্পকারগণ মূর্ত্তি গড়িতেন। .. ... শিল্প-শাস্ত্র নিয়ম বাঁধিয়া দেয় ও শিল্পীরা তদনুসারে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।" আমার বোধ হয়, শিল্পীরা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবার সময় ধ্যান ও সাধনার বিশেষ ধারই ধারিতেন না। ভুবনেশ্বরের যে ব্রহ্মামূর্ত্তির কথা বলিয়াছি, তাহার সহিত প্রবন্ধোক্ত কোনও শিল্পশাস্ত্রের বর্ণনার সাদৃশ্য নাই। শতকরা ৯৯টি মূর্ত্তিতেই দেখা যায় যে, ইহার বৈচিত্র্য ধ্যান ও সাধনা হইতে বিভিন্ন ধরণের। তবে মোটামুটি যাহা সাধারণে বিশ্বাস করে, শিল্পকারেরা তাহাই রক্ষা করিতেন। প্রবন্ধলেখক ব্রহ্মার বিগ্রহের শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করিবার সময় নিজেই এই কথা বলিয়াছেন; উহাতে একটু অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে।

শ্মশ্রুযুক্ত মূর্ত্তি।

হিন্দু-বিগ্রহের সাধারণতঃ শ্মশ্রু দৃষ্ট হয় না; ব্রহ্মা, যম, শনি ও অগ্নি ভিন্ন দেবতাগুলি শ্মশ্রুবিহীন। ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, ব্রহ্মার সকল মূর্ত্তিতেই শ্মশ্রু থাকিবে। আমাদের পরিষৎ-চিত্রশালায় ব্রহ্মার যে মূর্ত্তিটি (২১৯ সংখ্যক) রহিয়াছে, তাহার কোন মুখেই শ্মশ্রু নাই। কলিকাতার সরকারি চিত্রশালাস্থ ব্রহ্মার মূর্ত্তিগুলির মধ্যে ৩৯০২ ও ৩৯০৪ সংখ্যক মূর্ত্তিদ্বয়ের শ্মশ্রু আদৌ নাই। কোন কোন মূর্ত্তির তিনটি মস্তকের মধ্যে কেবলমাত্র মধ্যেরই শ্মশ্রু আছে, পার্শ্বস্থিত দুইটি মুখে শ্মশ্রু নাই।

বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যে ব্রহ্মামূর্ত্তি —বুদ্ধের জন্মদৃশ্য।

এই শ্মশ্রুর সঙ্গে একটা কথা মনে পড়িয়া গেল; প্রবন্ধলেখক এ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। বৌদ্ধযুগে ব্রহ্মার প্রতিপত্তি অল্প ছিল না। ললিতবিস্তরে উল্লেখ আছে যে, শিশু সিদ্ধার্থকে শিব, স্কন্দ, ব্রহ্মা প্রভৃতির মূর্ত্তি দেখান হইয়াছিল। বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যেও ব্রহ্মার মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। যে দৃশ্যে লুম্বিনি উদ্যানে বুদ্ধের জন্ম প্রদর্শিত হয়, তাহাতে মাতৃ-কুক্ষি হইতে আগত বুদ্ধকে বস্ত্রখণ্ড-হস্তে গ্রহণোদ্যত ব্রহ্মার মূর্ত্তিও প্রদর্শিত হয়। এ মূর্ত্তি শ্মশ্রুবিহীন, একমুখ ও দুই হস্তযুক্ত। ব্রহ্মা যে বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক বিশেষ সম্মানের পাত্র ছিলেন, তাহা ব্রহ্মার মস্তকের চতুষ্পার্শ্বস্থ আভামণ্ডল দেখিয়া প্রতীয়মান হয়। ব্রহ্মার মূর্ত্তি এ স্থলে ঋষির মত নহে; ইনি অলঙ্কারযুক্ত—মণিবন্ধে বলয়, প্রকোষ্ঠে কেয়ুর, কর্ণে কুণ্ডল,

মস্তকে জটাবন্ধ ও শিরোভূষণ, কণ্ঠে হার ও বক্ষে মালা। গান্ধার-ভাস্কর্য্যে ব্রহ্মার অলঙ্কার-প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়; মধ্যযুগের ভাস্কর্য্যে ব্রহ্মার অলঙ্কার-প্রাচুর্য্য একটু অল্প। আমাদের পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত মধ্যযুগের বুদ্ধের জন্ম-চিত্রে ব্রহ্মা দেখিলে ইহা প্রতীয়মান হইবে।

উপযুক্ত কথাগুলি হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, বৌদ্ধ-ভাস্কর্য্যে ব্রহ্মা সর্ব্বত্রই শ্মশ্রুবিহীনভাবে ক্ষোদিত হইতেন। বুদ্ধের জন্ম-দৃশ্যে ব্রহ্মা শ্মশ্রুবিহীন।

বুদ্ধের সপ্তপদী ভ্রমণ ও ব্রহ্মা।

জন্মের পর বুদ্ধ "সপ্তপদী" ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই দৃশ্যে বুদ্ধকে দেবতাদের মধ্যে দৃষ্ট হয়—বামে শক্র, দক্ষিণে ব্রহ্মা ও চতুর্দ্দিকে দেবগণ। ডাঃ গ্রূন্‌ওয়েডেল্ (Grunoedel) তাঁহার পুস্তকে (Buddhist Art in India) গান্ধারস্থ সোয়াট উপত্যকায় প্রাপ্ত প্রস্তরে ক্ষোদিত এই দৃশ্যের একটি চিত্র দিয়াছেন। তাহাতে ব্রহ্মা বুদ্ধের দক্ষিণে অবস্থিত; ইঁহার মুখ একটি; বাম হস্তে কমণ্ডলু ও দক্ষিণ হস্ত বক্ষোপরি স্থাপিত। ইঁহার মুখে শ্মশ্রু ও মস্তকে জটা; গাত্রে কোন অলঙ্কার নাই।

বৌদ্ধ-ভাস্কর্য্যে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের সাহচর্য্য দৃষ্ট হয়। বুদ্ধের জন্মসময়ে তাঁহাকে গ্রহণোদ্যত ব্রহ্মা, ও তাঁহার পার্শ্বে ইন্দ্র বা শক্র; সপ্তপদী ভ্রমণের সময়ও বুদ্ধের

বৌদ্ধযুগে ইন্দ্র ও ব্রহ্মার সাহচর্য্য।

একধারে ব্রহ্মা ও অপরধারে ইন্দ্র। বুদ্ধের মহাভিনিষ্ক্রমণের চিত্রেও ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের সাহচর্য্য দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মা সাধারণতঃ সিদ্ধার্থের মস্তকে ছত্র ধরিয়া আছেন। যখন বুদ্ধদেব সম্বোধিলাভের পর আপন জননী ও দেবগণকে লব্ধ জ্ঞানের বিষয় বলিয়া, একত্রিংশৎ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন—ব্রহ্মা ও ইন্দ্র। বারহুত স্তূপের অন্তর্গত অজাতশত্রু স্তম্ভগাত্রে এই চিত্রটি ক্ষোদিত আছে; ইহাতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের সাহচর্য্য দৃষ্ট হয়। তিনটি সিঁড়ি দিয়া এই তিনজন স্বর্গ হইতে সান্‌কিসা বা কপিথ নগরে অবরোহণ করেন। ফাহিয়ান্ ও হিওয়েনসাং যখন সান্‌কিসা দেখিতে যান, তাঁহারা এখানে বুদ্ধ, ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের মূর্ত্তি স্থাপিত দেখিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ্য ভাস্কর্য্যে ব্রহ্মার সহচর হয় বিষ্ণু, নয় শিব। ব্রহ্মার পার্শ্বে সময় সময় দেবর্ষি নারদের মূর্ত্তি লক্ষিত হয়। বাদামী গুহাস্থ (Badami cave) এক বরাহমূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে ব্রহ্মা ও বাম পার্শ্বে শিব; এখানকার নরসিংহ-মূর্ত্তির উপরদেশেও শিব ও ব্রহ্মার চিত্র লক্ষিত হয়। এলোরাস্থ ডুমা গুহায় বিবাহের পর ক্রীড়ারত শিব-পার্ব্বতীর নিকট বিষ্ণু ও ব্রহ্মা রহিয়াছেন, দেখা যায়। মহামণিপুর বা মামল্লপুরে বরাহমূর্ত্তির বামপার্শ্বে ব্রহ্মামূর্ত্তি ও তাঁহার পার্শ্বে দেবর্ষি নারদের মূর্ত্তি দেখিয়াছি। ভুবনেশ্বরে ব্রহ্মার যে মন্দির দেখিয়াছি, তাহাতেও বহির্ভিত্তি-গাত্রে দেবর্ষি নারদের চিত্র ক্ষোদিত রহিয়াছে।

আধুনিক কালে বৌদ্ধধর্ম্মেও ব্রহ্মার স্থান আছে। ডাঃ গ্রূন্‌ওয়েডেল

তাঁহার পুস্তকে শ্যামদেশাধিপতির জন্য চিত্রিত ও ত্রৈ-পুম্ (Trai-Pum) নামক পুস্তক হইতে গৃহীত ১৪১ বৎসরের যে প্রাচীন চিত্রের অনুকৃতি দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, মহাভিনিষ্ক্রমণের সময় যে চতুর্ম্মুখ ও চতুর্হস্ত ব্রহ্মা অশ্বোপরি অবস্থিত বুদ্ধের মস্তকে ছত্র ধরিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার অপর দুই হস্তে কমণ্ডলু ও চতুর্ব্বেদ রহিয়াছে। নিও (Ni-o) নামে কথিত জাপানের মন্দিরের দ্বারদেশে অবস্থিত দেবদ্বয় ব্রহ্মা ও শক্র বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। কলিকাতাস্থ মহাবোধি সোসাইটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধর্ম্মপাল মহাশয় বলেন যে, বিষ্ণু তাঁহাদের মন্দির ও বিহারের রক্ষক-স্বরূপ। এই হিসাবে আমি তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত চৈত্যের এক কোণে বিষ্ণুর এক চিত্র স্থাপিত করিয়াছি; তিনি আমাকে এই জন্য বিষ্ণুর এক প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তির ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

ব্রহ্মার পুরোহিত মূর্ত্তি।

ব্রহ্মাকে পূর্ব্বে ঋষি, ঋত্বিক্ বা পুরোহিতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এতক্ষণ আমি তাঁহার দেবমূর্ত্তি সম্বন্ধেই আলোচনা করিলাম। দেবমূর্ত্তিতেও ব্রহ্মার ঋত্বিকৃত্ব বা পুরোহিতত্বের চিহ্ন-স্বরূপ স্রুক্, স্রুব, কমণ্ডলু প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়; কিন্তু ব্রহ্মার শুদ্ধ পুরোহিতভাবের মূর্ত্তিও দৃষ্ট হয়। এলোরার ডুমার লেনা বা গুহার সম্মুখস্থ বারান্দার পূর্ব্বদিকস্থ ভিত্তিগাত্রে শিব-পার্ব্বতীর বিবাহের যে দৃশ্য ক্ষোদিত রহিয়াছে, তাহাতে ব্রহ্মার পুরোহিত-মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এ বিবাহ দেখিতে বিষ্ণু, যম, বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র, নির্ঋতি প্রভৃতি দেবতারা স্ব স্ব যানে চড়িয়া আসিয়াছেন; গন্ধর্ব্বেরাও আসিয়াছেন। পিতামহ ব্রহ্মার উপর পৌরোহিত্যের ভার পড়িয়াছে। তিনি শিবের বাম পার্শ্বে হোমাগ্নির সম্মুখে নতজানু হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মা ত্রিশীর্ষ, জটামুকুটধারী ও শ্মশ্রুবিহীন; ইঁহার প্রকোষ্ঠে ও মণিবন্ধে অলঙ্কার এবং গলদেশে হার শোভমান। ফাগুসন্ ও বার্গেসের মতে ডুমার লেনা খ্রীষ্টীয় ৬৫০ অব্দ ও ৭২৫ অব্দের মধ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এই ত্রিমূর্ত্তির মুখযুক্ত মূর্ত্তি।

সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব একত্রে ত্রিমূর্ত্তি সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেও এই তিন দেবতার একত্র সমাবেশ এক মূর্ত্তিতে সচরাচর দৃষ্ট হয় না; আমি অদ্যাবধি এই প্রকারের একটি মাত্র মূর্ত্তি দেখিয়াছি। এলোরাস্থ কৈলাসের অন্তর্গত ও উত্তর পার্শ্বস্থ লঙ্কেশ্বর; উহার গাত্রে এই ত্রিমূর্ত্তির একটি low relief চিত্র পাওয়া যায়। কৈলাস খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

ব্রহ্মার শিবপূজা।

প্রবন্ধলেখক লিঙ্গপুরাণ হইতে ব্রহ্মাপূজার লোপ সম্বন্ধে যে উপাখ্যানটি বিবৃত করিয়াছেন, আমি এলোরাস্থ দশাবতার গুহায় তাহার চিত্র দেখিয়াছি, শিবমূর্ত্তি লিঙ্গমধ্যে অবস্থিত; মূলদেশে পৌঁছিবার জন্য বরাহমূর্ত্তিতে বিষ্ণু, লিঙ্গের পাদদেশ খনন করিতেছেন; ব্রহ্মা, লিঙ্গের শীর্ষে পৌঁছাইতে অসমর্থ হইয়া শিবের বন্দনা করিতেছেন।

দশাবতার গুহার আর এক স্থলে দেখা যায়, শিব সূর্য্যের রথে চড়িয়া তারকাসুর বধ করিতে যাইতেছেন; ব্রহ্মা তাঁহার সারথী হইয়াছেন, এবং চতুর্ব্বেদ রথের অশ্বরূপে সংযোজিত হইয়াছে।

শিবের সারথিরূপে ব্রহ্মা।

এই দশাবতার গুহার অন্য এক স্থলে ব্রহ্মা উৎকীর্ণ রহিয়াছেন, এ চিত্রটিতে ব্রহ্মা, শেষশায়ী বিষ্ণুর নাভিদেশ হইতে উত্থিত কমলের উপর আসীন।

প্রবন্ধলেখক মহাশয় ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণীর উল্লেখ করেন নাই। পরিকল্পনা হিসাবে ব্রহ্মার গুণগুলি তাঁহার শক্তিতেও আরোপিত। ব্রহ্মার মুখ হইতে বেদের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া, তিনি সর্ব্ববিধ জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা বলিয়া বিখ্যাত; তাঁহার শক্তি ব্রহ্মাণী বা সরস্বতী—সর্ব্ববিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী-স্বরূপিণী। মনুসংহিতায় উল্লেখ আছে যে, গৃহস্থকে ব্রাহ্মী বা ব্রহ্মাণীর প্রিয় মুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া, বেদগর্ভ জ্ঞানের বিষয় ধ্যান করিতে হইবে। অতএব দেখা গেল যে, ব্রহ্মাণীর সহিতও বেদের সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে। শিল্প-হিসাবে পুরুষ দেবতা-গুলির যে যে বাহন, প্রহরণ, লাঞ্ছন প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তাঁহাদের শক্তিমূর্ত্তিতেও প্রায়শঃ সেইগুলিই দেখা যায়। মহীশূর রাজ্যে ভ্রমণকালে বাঙ্গালোরের উপকণ্ঠে একটি গুহার মধ্যে সপ্তমাতৃকামূর্ত্তিসজ্ঘ পরীক্ষা করিবার সময় ব্রহ্মাণীর যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, তাহার সহিত ব্রহ্মার মূর্ত্তির বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মাণীর মূর্ত্তি চতুর্হস্তা ও ব্রহ্মার ন্যায় আননযুক্তা, অর্থাৎ তিনটি মুখ; চতুর্থ মুখটি দেওয়ালের দিকে বলিয়া দেখা যায় না। যে আসনে উপবিষ্টা, তাহার নিম্নে হংসমূর্ত্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। উপরকার দক্ষিণ ও বাম হস্তে পাশ ও কমণ্ডলু রহিয়াছে এবং নিম্ন হস্তদ্বয় যথাক্রমে বরাভয়-ব্যঞ্জক। এলোরাস্থ কৈলাসে ব্রাহ্মী বা ব্রহ্মাণীর সুন্দর মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়।

ব্রহ্মাণী বা ব্রাহ্মী মূর্ত্তি।

এবার মূর্ত্তির সময়-নিরূপণ সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখক যাহা বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথার অবতারণা করিব। য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মত এই যে, যে মূর্ত্তি যত সাদাসিধা, তাহা ততই প্রাচীন। এ মতটি একেবারেই অগ্রাহ্য। একই যুগে সাদাসিধা ও বহু আভরণযুক্ত মূর্ত্তি দেখা যায়। গান্ধার-যুগেই সাদাসিধা ব্রহ্মার মূর্ত্তি ও বহু অলঙ্কারযুক্ত ব্রহ্মার মূর্ত্তি—দুইই দেখা যায়; এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভুবনেশ্বরে ব্রহ্মার মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে একমুখ ও দ্বিহস্তযুক্ত সাদাসিধা মূর্ত্তি দেখিয়াছি; কিন্তু মন্দিরাভ্যন্তরস্থ ব্রহ্মার মূর্ত্তিটি তত সাদাসিধা নহে। প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন, "ব্রহ্মার যে মূর্ত্তিতে এক মুখ দুই হাত থাকিবে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন।" এই মতটি ভ্রমাত্মক। ভুবনেশ্বরের বহির্ভিত্তিগাত্রে ব্রহ্মার মূর্ত্তিটি ইহার অসত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে। প্রবন্ধলেখক মহাশয় ১৯০৬—৭ অব্দের আর্কিয়লজিকাল সার্ভের এন্যুয়েল রিপোর্টে প্রকাশিত কুজেন্স্ (H. Cousens) সাহেবের মতে সায় দিয়া বলিয়াছেন যে, খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীর পর হইতে ব্রহ্মার যত মূর্ত্তি দেখা যায়,

মূর্ত্তির সময় নিরূপণ।

প্রায় সব মুখেই দাড়ি আছে।" এ মতের সাহায্যে কেহ যেন মূর্ত্তির সময় নিরূপণ করিতে প্রয়াস না পান। কেন না, অনেক নব্য মূর্ত্তিতেও শ্মশ্রু দেখা যায় না, এবং অনেক প্রাচীন মূর্ত্তিতেও শ্মশ্রু দেখা যায়। সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত ব্রহ্মার মূর্ত্তিটি (২৭৯ সংখ্যক) শ্মশ্রুবিহীন; কিন্তু মূর্ত্তিটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, ইহা দশম বা একাদশ শতাব্দী অপেক্ষা আধুনিক। আমি পূর্ব্বে গান্ধারান্তর্গত সোয়াট উপত্যকা হইতে প্রাপ্ত বুদ্ধের "সপ্তপদী ভ্রমণ" চিত্রের যে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে উৎকীর্ণ ব্রহ্মা শ্মশ্রুযুক্ত। কুজেন্‌স্ সাহেব আইহোল্ হইতে যে পদ্মাসনে আসীন চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার চিত্র দিয়াছেন, তাহার শ্মশ্রু নাই। ফার্গুসন ও বার্গেসের মতে আইহোলের স্থাপত্য খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে। আবার কলিকাতাস্থ সরকারি চিত্রশালায় রক্ষিত এবং বিহার হইতে আনীত ৩৯০২ ও ৩৯০৪ সংখ্যার যে দুইটি মধ্যযুগের ব্রহ্মার মূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহাদের শ্মশ্রু নাই; এবং তাহাদের পার্শ্বস্থিত একই সময়ের ও একই স্থান হইতে আনীত ব্রহ্মামূর্ত্তি শ্মশ্রুযুক্ত।

ব্রহ্মা সম্বন্ধে আর দুই একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। কুজেন্‌স্ সাহেব বলিয়াছেন যে, কখন কখন জৈন-মন্দিরে ব্রহ্মার মূর্ত্তি দেখা যায়। আমি ত কোথায়ও এরূপ দেখি নাই; তবে জৈন-মন্দিরের সম্মুখে ব্রহ্মস্তম্ভ দেখিয়াছি; ইহার সহিত ব্রহ্মার কি সম্বন্ধ, তাহা অবগত নহি। দিগম্বর জৈনদিগের মতে তীর্থঙ্কর শীতলনাথের যক্ষের নাম ব্রহ্মদেব, ও তাঁহার শক্তি বা যক্ষিণীর নাম মানবী। মহীশূর প্রদেশান্তর্গত শ্রবণবেলগোলা ভ্রমণ করিবার সময় গোমতেশ্বরের মন্দিরে উঠিবার পথে অতি সুন্দর কারুকার্য্যযুক্ত ব্রহ্মস্তম্ভ বা "ত্যাগদ ব্রহ্মস্তম্ভ" দেখিয়াছিলাম, আর দেখিয়াছিলাম—হালেবিডে শীতলনাথ-মন্দিরের সম্মুখে; এই স্তম্ভের উপর ব্রহ্মদেবের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে গদা ও বাম হস্তে ফলবিশেষ রহিয়াছে।

জৈন মন্দিরে ব্রহ্মার মূর্ত্তি।

উপসংহারের পূর্ব্বে প্রবন্ধ-লেখকের দুই একটি মন্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত মনে করি। দক্ষযজ্ঞে যে ব্রহ্মা পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন, তাহার কারণ তিনি স্থির করিয়াছেন, "বোধ হয় শিবের প্রতি জাতক্রোধ।" এরূপ মনে করিবার কোন কারণই দেখা যায় না। শিবের ও কার্ত্তিকেয়ের বিবাহেও ব্রহ্মা পৌরোহিত্য করেন; পৌরোহিত্যই ইঁহার ব্যবসা।

ব্রহ্মার চরিত্রের উত্তম গুণ বর্ণনা করিবার সময় প্রবন্ধকার বলিয়াছেন যে, শিবের বিবাহে, এমন কি, কার্ত্তিকেয়ের বিবাহেও তিনি পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। ইহাতে যে কি ভাল গুণ ফুটিয়া উঠিল, বুঝিতে পারা গেল না।

ব্রহ্মার পরিবারদেবতাগণ সম্বন্ধে প্রবন্ধকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা কোন মন্দিরে দর্শন করি নাই বা কোন মন্দিরে তাহা যে আছে, এরূপ শ্রবণও করি নাই।

ব্রহ্মার পরিবারদেবতাগণ।

মূর্ত্তির সময়-নিরূপণ-প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার বলিয়াছেন, "যাহাতে চারি মুখ, দুই হাত থাকিবে, তাহা নবীনতর। যাহার চারিমুখ দুই হাত থাকিবে, তাহা আরও নূতন" ইত্যাদি। এই দুইটি একার্থবাচী—বোধ হয়, অনবধানতাপ্রযুক্ত প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

প্রবন্ধলেখক মহাশয় ব্রহ্মার পূজারী ব্রাহ্মণ-প্রসঙ্গে ইহাদের নিকটবর্ত্তী খেড়্‌ব্রহ্ম গ্রামস্থ শুক্লযজুর্ব্বেদানুযায়ী উদীচ্য ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

ব্রহ্মার পূজারী ও সূর্য্যপূজা।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার Archaeological Survey of Mayurbhanj পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, ময়ূরভঞ্জে শাকদ্বীপী সৌর ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মারও পূজা করিতেন এবং সূর্য্যের মন্দিরেই ব্রহ্মার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইত। তিনি ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত অযোধ্যা গ্রামে একই স্থানে মিত্র বা সূর্য্য ও ব্রহ্মার মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে পদ্মের উপর ব্রহ্মার মূর্ত্তিটি অবস্থিত, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটি হংসের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ; এই হিসাবে মূর্ত্তিটির বৈচিত্র্য আছে বলিতে হইবে।

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

(২)

প্রবন্ধলেখক শ্রীমান্ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য আমার পুত্র, সুতরাং এ প্রবন্ধ-সম্বন্ধে আমার কিছু না বলাই ভাল। কিন্তু যখন সভাপতি হইয়া বসিয়াছি, তখন ভালই হোক, মন্দই হোক, দু'কথা বলিতেই হইবে। প্রবন্ধ লিখিতে বিনয় খুব খাটিয়াছে, ফাঁকি দেয় নাই। সে শুধু বই পড়িয়াই নিশ্চিন্ত হয় নাই। নিজের চক্ষে অনেক জিনিস দেখিয়াছে—অনেক ঘুরিয়া মালমসলা সংগ্রহ করিয়াছে। নবিশী লেখার মধ্যে ভালই হইয়াছে। ব্রহ্মার পূজা কখন্ আরম্ভ হয়, সে সম্বন্ধেও অনেক কথা বলা আছে। বেদে ব্রহ্ম মানে অন্ন, মন্ত্র, পরব্রহ্ম, ব্রহ্মা মানে ঋত্বিজ পুরোহিত। কিন্তু মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা কখন্ আরম্ভ হয়, ঠিক বলা যায় না। বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে ব্রহ্মার পূজা আরম্ভ হইয়াছে—একথা ঠিক বলা যায়। কারণ, বুদ্ধদেব যখন বোধি লাভ করেন, তখন তিনি একেবারেই নির্ব্বাণ নগরীতে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, তখন ব্রহ্মা ও ইন্দ্র দুইজনে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, —না, তাহা হইবে না; মগধের লোক সব খারাপ হইয়া গিয়াছে, আপনি তাহাদের উদ্ধার করিয়া তবে নির্ব্বাণ প্রবেশ করিবেন। বুদ্ধদেব তাঁহাদের কথা শুনিলেন, এবং মগধে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

বৌদ্ধদের মতে সুমেরুশিখর হইতে নরক পর্য্যন্ত এক একটি লোকধাতু। এখন ত্রিসাহস্র মহাসাহস্র লোকধাতু জগতে আছে। আমাদের যে লোকধাতু—ইহার নাম সহলোক; আর ব্রহ্মা ইহার পতি, সেই জন্য তাঁহার নাম ব্রহ্মাসহম্পতি। আমাদের লোকধাতু

তিন ভাগে বিভক্ত,—কামলোক, রূপলোক, আর অরূপলোক। রূপলোকে ষোলটি স্বর্গ আছে। তাহার মধ্যে আটটী ব্রহ্মার, কতকগুলি ব্রহ্মপার্ষদ্য দেবতাদের; আর কতকগুলি ব্রহ্মপুরোহিতগণের। সুতরাং ব্রহ্মার দলই রূপলোকের প্রায় অর্দ্ধেক দখল করিয়া আছেন।

ব্রহ্মার চারি মুখ কেন হইল? ইহার কোনও জবাব বিনয় দেয় নাই। আমার মনে হয়, শব্দের চারিটী বৃত্তি আছে—

"বৈখরী শব্দনিষ্পত্তির্মধ্যমা শ্রুতিগোচরা।
দ্যোতিতার্থা চ পশ্যন্তী সূক্ষ্মা বাগনপায়িনী॥"

১। সূক্ষ্ম নিত্য শব্দ। ২। বৈখরী, শব্দনিষ্পত্তি মাত্র। ৩। মধ্যমা শ্রুতিগোচরা, লোকের কাণে পঁহুছিলে মধ্যমা। ৪। অর্থ বোধ হইল দ্যোতিতার্থা। ব্রহ্মার চারি মুখ দিয়া এই চারি বৃত্তির উদয় হয়, তাই তাঁহার চারি মুখের দরকার। তাই কালিদাস বলিয়াছেন,—

চতুর্ম্মুখসমীরিতা।
প্রবৃত্তিরাসীচ্ছব্দানাং চরিতার্থা চতুষ্টয়ী॥

নহিলে চারি মুখ দিয়া একেবারে কথা বাহির হইলে যাত্রাদলের জুড়ীদের গানের মত কেবল গোলই হইত; কথা শুনা যাইত না।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বিষ্ণু *

ব্রাহ্মণ ও ইরাণজাতি প্রত্নওকসের পুরাতন অধিবাসী। এ প্রত্নওকঃ কোথায়, তাহা লইয়া অনেক বিচার আছে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সে-সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। এই পুরাতন অধিবাসীদের কোন ইতিহাস ছিল না। ব্রাহ্মণদের রস-ভাণ্ডার বেদ আছে, আর ইরাণজাতির আছে—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লিপি। আর আছে অবেস্তা। আমাদের বেদ এবং ইরাণদের অবেস্তা ও লিপি পড়িলে একটা বিষয় জানিতে পারা যায়। সেটী হইতেছে ইহাদের সৌখ্য। পূর্ব্বে যখন ইহারা এক জায়গায় ছিল—তাহারা পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃব্য বলিয়া বুঝিত। সহোদর ভ্রাতা না হইলে, আগে 'ভ্রাতৃব্য' বলিয়াই পরিচয় হইত। এখন যেমন 'পিতৃব্য' বলিলে বাপ না বুঝাইয়া খুড়া, জ্যাঠা বোঝায়, তখনও এইরূপ বুঝাইত। কিন্তু যখন ইহাদের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল, তখন ক্রমশঃ উভয়ের প্রতি আকর্ষণ উভয়ে ভুলিয়া গেল। বৈদিকগণ 'ভ্রাতৃব্য' বলিয়া ইরাণজাতিকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। তাই তাণ্ড্য-মহাব্রাহ্মণে দেখিতে পাই—

"এতয়া বৈ দেবা অসুরানতৎক্রামন্নতিপাপ্মানং ভ্রাতৃব্যং ক্রামতি য এতয়া স্তুতে।"

—ভাষ্যকার বলেন, ভ্রাতৃব্য শব্দের মানে শত্রু।

পরে যে কারণেই হউক, এমন হইল যে, দুই দলে কোন সম্পর্কই রহিল না। কি জন্য যে তাহাদের এ রকম মনোমালিন্য হইল, তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। দুঃখের বিষয়, কোন Thucydides তাহাদের এই বিবাদের ইতিহাস লিখিয়া যান নাই। এখন আসিয়ার দুইটি প্রধান বংশের পূজ্য গ্রন্থ বেদ ও জেন্দ অবেস্তা বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়া, ইহাদের বিষয় কিছু জানিতে হইবে। বেদ ও অবেস্তা মিলাইয়া আমরা পাই যে, পূর্ব্বে দুই জনেরাই সূর্য্য, অগ্নি ও প্রকৃতির মহাপূজক ছিল। যদিও তাহাদের এইরূপ উপাসনার কি উদ্দেশ্য ঠিক বুঝিতে পারা যায় না, তবুও সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় যে, উভয়েরই পূজানুষ্ঠান ছিল। উভয়েরই যজ্ঞানুষ্ঠান ছিল—তবে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি স্বতন্ত্র ছিল। অরমজ্দ্ বা অহুরমজ্দা এবং অঙ্গ্র্মৈন্যুস্ ঋগ্বেদে স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল ২৪ সূক্তে বরুণকে বিচক্ষণ 'অসুর' বলা হইয়াছে। আর সেই একই সূক্তে নির্ঋতি বা পাপ দেবতার নাম করা হইয়াছে। নির্ঋতি ও অঙ্গ্র্মৈন্যুস্ একার্থবাচক। বরুণের সৃষ্টিশক্তিও যেরূপ, অরমজ্দেরও সেইরূপ। এত মিল থাকা সত্ত্বেও ইহাদের যজ্ঞপদ্ধতি অন্যরূপ। যাহারা ভারতে প্রবেশ করে, তাহারা Zoroasterএর উপদেশের ঘোর বিরুদ্ধাচারী বলিয়াই বোধ হয়। উভয়েই অগ্নির পূজক; ঋগ্বেদে আছে—

* ১৩২৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ত্রয়োদশ বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

অগ্নিঃ পূর্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত (১।১।২)।

সায়ণ অর্থ করিয়াছেন—"অয়মগ্নিঃ পুরাতনৈর্ভৃগ্বঙ্গিরঃপ্রভৃতিভিরীড্যো স্তুত্যঃ।" বৈদিকগণ অগ্নিকে "অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্" বলিয়া সম্মান দেখাইয়াছেন, আর ইরাণগণ অগ্নিকে অহুরমজ্দের পুত্র বলিয়া সম্পূজিত করিয়াছেন (Vendidad, Farg. XIX., 112)। দেব ও অসুরগণ উভয়েই সূর্য্যকে উপাসনা বিষয়ে একচেটিয়া করিবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ তাই বোধ হয় উপদেশ করিতেছেন—"দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্। ত আদিত্যে ব্যাযচ্ছন্ত। তং দেবা সমজয়ন্।"

আদিত্য-ব্যাপার লইয়া দেবাসুরে যুদ্ধ বাধিল। দেবগণ জয়লাভ করিলেন।

ইন্দ্র-সম্পর্কেও এইরূপ বিবাদ হয়। ঋগ্বেদ (১।৭।১০) বলিয়াছেন—"অস্মাকমস্তু কেবলঃ।" ইরাণদেরও বেরেথ্রঘ্ন অতি মান্য দেব। বৈদিকগণ ইরাণদের গুরুকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তবে কয়েকজন অসুরগুরুর প্রাধান্য তাঁহারা অঙ্গীকার করেন। ইঁহারাই পুরাতন ঋষি। ইঁহারা সম্ভবতঃ প্রত্নওকসের ঋষি। অসুরগুরু শুক্রের পিতা ভৃগু। শুক্রের অপর নাম উশনা, ভার্গব, কবি। জেন্দের 'উস' (Yasna. 19.) ও উসনা বোধ হয় অভিন্ন। 'বহ্রম্-ইয়স্ত্'এ 'উস'কে 'কবি উস' নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। খোর্দ অবেস্তায়ও বোধ হয় 'উশিনেমো' ও 'উশনাক' ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

বেদ ও অবেস্তা সূর্য্য-পূজার অনেক উদাহরণ দিয়াছে। শতপথব্রাহ্মণ, তৃতীয়কাণ্ডে (১.৩ ১৭; ২.২.৪) উপদেশ করিয়াছেন যে, যজ্ঞ, বৎসরের পরিমাণের সমান, আর সেই বৎসরই প্রজাপতি, সেই বৎসরই বিষ্ণু। প্রজাপতি প্রাগ্-বৈদিক যুগে সোম-দেব ছিলেন—প্রাচীন চান্দ্র বর্ষের দেবতা ছিলেন এবং বিষ্ণু প্রথমে যিনি বাসুকি ছিলেন, তিনি সৌরচান্দ্র বৎসরের অধিদেব হইলেন। প্রতীচ্য পণ্ডিত Hewitt (J.R.A.S.1890 p 319), বিষ্ণুকে Snake Sungod বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আর্য্যগণ ভারতে আসিবার পূর্ব্বেও ভারতের তদানীন্তন অধিবাসীদের সৌর দেবতা ছিল, তাহার মাথার চারিদিকে সর্প বিরাজ করিত, এ কথা দ্রাবিড়-সভ্যতার প্রাচীনতম যুগের আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। আর্য্যগণ যখন ভারতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহারা কূট রাজনীতির অনুসরণ করিয়া ভারতের আদিম জাতির সহিত বিবাহ সম্বন্ধ করিয়া, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের দেবতাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়া বেমালুম আপনাদের ধর্ম্মের সঙ্গে মিশাইয়া লইয়াছিলেন। অন্যান্য দেশেও প্রাচীনকালে এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। কোন বিশিষ্ট জাতি কোন নূতন দেশ বা জাতিকে জয় করিয়া সেই দেশবাসীর দেবতার প্রতি ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য প্রদর্শন না করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে সেই দেশের দেবতার প্রতি সম্মান দেখাইয়াছেন।

এখন দেখা যাইতেছে, যে আকারেই হউক, সূর্য্যপূজা প্রাগ্-বৈদিক যুগে ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রচলিত ছিল। বিষ্ণু সেই সূর্য্য-দেবতা।

আর এক জাতির সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতার সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয়। হিটাইটদিগের ধর্ম্ম কতকটা বাবিরুষ ধর্ম্মের মত। হিটাইটদিগের দেবতার তালিকায় প্রথমে সূর্য্যদেবের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিবার মত উপাদান এখনও সংগৃহীত হয় নাই। তবে Boghas Keui Tabletগুলির উপর চারিটী মিতান্নি দেবতার নাম পাওয়া যায়। "Mitteilungen der deutschen Orient-Geselschaft"-নামক জর্ম্মাণ প্রাচ্য-ইতিহাসের ভূমিকা গ্রন্থের ৩৫শ অধ্যায়, ৫১ পৃষ্ঠায় এই চারিটী নাম আছে। সেই চারিটী নাম এই,—

১। mi-it-ra-as´-si-il.

২। u-ru-w-ra-as´-si-el.

৩। in-da-ra.

৪। na-s´a-at-ti-ia-an-na.

এই চারিটী নাম যে মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্য, তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। এইগুলি দেখিয়া কে না স্বীকার করিবে যে, হিটাইটদের সহিত খৃষ্টপূর্ব্ব দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও এখানকার আর্য্যের কোন না কোন সম্পর্ক ছিল? ইহাদের কত ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়াছে এবং হইতেছে। হয় ত কোন দিন বিষ্ণুরও সন্ধান বাহির হইয়া পড়াও অসম্ভব নয়।

বিষ্ণু বৈদিক যুগের এক পুরাতন দেবতা। ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব, চারি বেদেই বিষ্ণুর কথা আছে। আর সকল বেদেই এরূপ উক্তি আছে, যাহা দ্বারা বলিতে পারা যায় যে, বিষ্ণুর স্থান দেবতাদিগের মধ্যে উচ্চই ছিল। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে, বিষ্ণু ছোট দেবতা ছিলেন। এ কথা নিতান্তই অগ্রাহ্য। ঋগ্বেদে ১০৫ বার, সামবেদে ২৪ বার, যজুর্ব্বেদে ৫৯ বার এবং অথর্ব্ববেদে ৬৬ বার বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। সপ্তম মণ্ডলের ৩৫শ, ৩৬শ, ৩৯শ, ৪০শ, ও ৯৩ সূক্তে আরও দশজন দেবতার সঙ্গে বিষ্ণুকে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সেই সমস্ত সূক্তে তাঁহার গুণক্রিয়ার কোন পরিচয়ই নাই। অবশ্য এ কথা অস্বীকার্য্য নয় যে, সেই সমস্ত দেবতা সম্মানে ইন্দ্রের অপেক্ষা ছোট। ঋগ্বেদ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিষ্ণু বেশ জমকাল দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ৫ম মণ্ডলের ৩য়, ৪৬শ, ৫১শ ও ৮৭ সূক্তে অন্যান্য দেবতাদের নিকট 'রিকৃথ' প্রার্থনা করিতে দেখা যায়। কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি বা সোমের মত বিষ্ণু তেমন নাম করিতে পারেন নাই। এই মত ভ্রান্ত বলিয়াই মনে হয়; কেন না, প্রথম মণ্ডলের ১৫৬ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিষ্ণু মরুদ্গণসেবিত এবং রাজা বরুণ ও অশ্বিগণ তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিতেছেন।

"তমস্য রাজা বরুণস্তমশ্বিনা
ক্রতুং সচন্ত মারুতস্য বেধসঃ॥" ৪।

বিষ্ণু পূর্ব্বে অন্যান্য দেবতার ন্যায় একজন দেবতামাত্র থাকিলেও পরে তিনি বড় হইয়া

ইন্দ্রের সখ্যলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। আর পরে তিনি ইন্দ্রকে উপযুক্ত সখা রূপেও পাইয়াছিলেন।

ঋগ্বেদ বলিতেছেন—দৈব বিষ্ণু, যিনি নিজে সুকৃত্তর হইয়াও, সুকৃৎ ইন্দ্রের সঙ্গে সখিত্ব লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন,—

আ যো বিবায় সচথায় দৈবঃ
ইন্দ্রায় বিষ্ণুঃ সুকৃতে সুকৃত্তরঃ॥ ১।১৫৬।০

এই বিষ্ণু যে ইন্দ্রের সখা ও সহায়ক, তাহা ঋগ্বেদ ঈরিত করিতেছে,—

'বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে।
ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা। ১।২২।১৯

ঋগ্বেদে আছে, ইন্দ্র বৃত্রকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন, সখে বিষ্ণু, বেশ ভাল করিয়া লাগিয়া যাও,—

"অথ অব্রবীদ্ বৃত্রমিন্দ্রো হবিষ্যন্
সখে বিষ্ণো বিতরং বিক্রমস্ব॥" ৪।১৮।১১

৮।৬৬।১০ ঋকে ইন্দ্রপ্রার্থিত হইয়া বিষ্ণু তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন। বেদে বিষ্ণু প্রাচীন বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন,—"যঃ পূর্ব্বায় বেধসে" (১।১৫৬।২)—"যিনি পূর্ব্ব প্রাচীন যে বিষ্ণু, তাঁহার পূজা করেন।" আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি, ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা এবং প্রলয়ের অধীশ্বর ছিলেন মহাদেব। আমাদের উক্তিতে বিষ্ণুর একটী গুণ "জগৎপালন"। এই বিশেষণের সার্থকতা আমরা বেদ অনুসন্ধান করিলেও দেখিতে পাই,—

"বিষ্ণুর্গোপাঃ পরমং পাতি" (৩।৫৫।১০)—বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, পরম স্বর্গকে রক্ষা করিয়া থাকেন। 'বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্য' ১।২২।১৮।

বিষ্ণু, দুর্গত মানুষের জন্যই পার্থিব ধামে বিচরণ করিয়াছিলেন—'যো রজাংসি বিমমে পার্থিবানি ত্রিশ্চিদ্বিষ্ণুর্মনবে বাধিতায়।" (৬।৪৯।১৩)

বিষ্ণু পরমলোক অবগত আছেন। (বিষ্ণো দেব ত্বং পরমস্য বিৎসে ৭।৯৯।১); বিষ্ণুর শক্তিতে দ্যুলোক উর্দ্ধে অবস্থিত, তাঁহারই প্রভাবে তাহা নিপতিত হইতেছে না (৭।৯৯।২), ঋগ্বেদের কয়েকটী ঋকে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। বৈদিক যুগে লোকে প্রার্থনা করিত—যাহাতে আমরা যথেষ্ট অন্ন ও প্রচুর ধনলাভ করিতে পারি, তাহার উপায় করিয়া দাও। বিষ্ণুর নিকট লোকে পার্থিব ভোগ-বস্তুর জন্য প্রার্থনা করিত।

বিষ্ণু শুধু বিশ্বকে ধারণ ও পালন করিয়া ক্ষান্ত নহেন। তিনি এই পৃথিবীকে মনুষ্যের বাসের উপযোগী করিয়া বিশেষ করিয়া নির্ম্মাণ করেন। তিনি প্রবৃদ্ধ। তিনি রজোলোকের পরপারে বাস করেন।

বিষ্ণু শতসংখ্যক কিরণবিশিষ্ট। বিষ্ণুর রূপ কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তবে তিনি 'শিপিবিষ্ট'—অর্থাৎ কিরণবিশিষ্ট ছিলেন, বেদে ইহারই উল্লেখ

আছে। বৈদিক বিষ্ণু একবার নিজের রূপ পরিত্যাগ করিয়া, অন্য রূপ ধরিয়া সংগ্রামে বশিষ্ঠের সাহায্য করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া স্তুতি করিতে করিতে বলিলেন,—তুমি সংগ্রামে অন্যরূপ ধারণ করিয়াছ—আমাদের নিকট হইতে তোমার রূপ লুকাইও না।

বিষ্ণু বৈদিক যুগে সাধারণের পূজা পাইতেন। সূর্য্যের নানা গুণাবলী তাঁহাতে দ্যোতিত হইয়াছে। যে কয়েকটী ঋকে শুধু তাঁহারই গুণগাথা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা পাঁচের বেশী নয়। বেদের যে কয়টী স্থানে বিষ্ণু পৃথক্‌ভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন, সেই ঋক্‌গুলি আলোচনা করিলে বোঝা যায় যে, বিষ্ণু ও সূর্য্য অভিন্ন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের একটী ঋকে দেখা যায়, বিষ্ণু তিন পদ বাড়াইয়াছিলেন—

১। ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। ১।২২।১৮

২। বিষ্ণু তাঁহার সুদীর্ঘ বিচক্রমণে ত্রিপদ দ্বারা সমস্ত জগৎকে পরিমাণ করিয়াছিলেন,—

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং
সমূঢ়মস্য পাংসুরে॥ ঋক্—১।২২।১৭

তাঁহার প্রথম দুই পদ মনুষ্য লাভ করিতে পারে ও জানিতে পারে—কিন্তু তাঁহার তৃতীয় পদ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। পক্ষিগণও তত দূর গমন করিতে পারে না। এই কথাই ঋগ্বেদ এইরূপভাবে উপদেশ করিয়াছেন,—

দ্বে ইদস্য ক্রমণেস্বর্দৃশোঽভিখ্যায় মর্ত্ত্যোভুরণ্যতি।
তৃতীয়মস্য নকিরা দধর্ষতি বয়শ্চ ন পতয়ন্ত পতত্রিণঃ॥ ১।১৫৫।৫

যাঁহারা সূরি অর্থাৎ জ্ঞানী, তাঁহারাই স্বর্গে সন্নিবিষ্ট চক্ষুর ন্যায় "পরমপদ" দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন,—

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ১।২২।২০

এই বিষ্ণুর পরমপদে মধুর উৎস বিদ্যমান, ইহাতে দেবগণ আনন্দ উপলব্ধি করিয়া থাকেন,—

তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবযবো মদন্তি।
উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ॥ ১।১৫৪।৫

৩। বিষ্ণু সমস্ত পৃথিবী পরিক্রমণ করিয়াছিলেন, তিন বার পদনিক্ষেপ করিবার সময় ঊর্দ্ধমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন।

বিষ্ণোর্নু বীর্য্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি।
যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়॥ ১।১৫৪।১

৪। তিন পদবিক্ষেপে সমস্ত পৃথিবী অতিক্রম করিয়াছিলেন,—

যঃ পার্থিবানি ত্রিভি বিদ্বিগামভিরুরুক্রমিষ্টো রুগায়ায় জীবাম॥ ১।১৫৫।৪

তিনবার ভূলোক পরিক্রম করিয়াছিলেন,—

যো রজাংসি বিমমে পার্থিবানি ত্রিশ্চদ্বিষ্ণু মনবে বাধিতায়।

৫। এই পৃথিবী তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন,—

বিচক্রমে পৃথিবীমেষ এতাং···ইত্যাদি। ৭।১০০।৪

ত্রির্দেবঃ পৃথিবীমেষ এতাং

ইত্যাদি। ৭।১০০।৩

৬। দেবতারা যেখানে আনন্দ করেন, বিষ্ণু তিন পদবিক্ষেপে তথায় উপনীত হইলেন।

ত্রীণ্যেক উরুগায়ো বিচক্রমে যত্র দেবাসো মদন্তি। ৮।২৯।৭

এই সমস্ত ঋকে বিষ্ণুর পদবিক্ষেপের স্থান সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে, বিষ্ণু ভূলোক, পৃথিবী, অথবা জগৎ প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন।

এই বিবরণের দ্বিতীয় প্রকরণের ঋকে পৃথিবী বুঝাইতে পারে, তৃতীয় প্রকরণের ঋকে তাহার সহিত স্বর্গও বুঝায়। শেষের (৬) নির্দ্দিষ্ট ঋকে বিষ্ণু পদবিক্ষেপ দ্বারা কোথায় পৌঁছিলেন, তাহাও বিবৃত হইল। কোন একটী ঋকে এক এক বিশেষ দেবতা সূচিত হইতেছে, নাম অপ্রকাশ, তবে বিশেষত্বে মনে হয়, বিভিন্ন প্রকৃতির দুই দেবতার কথা বলা হইয়াছে। তিনবার পরিক্রম করাই বিষ্ণুর বিশেষত্বসূচক, তাহা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু যেখানে দেবতারা ও পুণ্যাত্মারা থাকেন, যেখানে সোম বিদ্যমান, সে স্থান বিষ্ণুর সর্ব্বোচ্চ পদের বিশেষত্বজ্ঞাপক বলা যাইতে পারে। স্বর্গের যে স্থানে দেবতারা আনন্দ করেন, সে স্থান নিশ্চয়ই স্বর্গের সর্ব্বোচ্চ ধাম। এই ত্রিপদ সম্বন্ধে নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের প্রাচীন ভাষ্যকার শাকপুণি বলেন, তিনটী পদ পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে ও আকাশে স্থাপিত হইয়াছিল (পৃথিব্যাং অন্তরীক্ষে দিবীতি শাকপুণিঃ)। দুর্গাচার্য্য বলেন, ত্রিপদের অর্থ, পার্থিব অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্য্য।—পার্থিবোঽগ্নির্ভূত্বা পৃথিব্যাং যৎকিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে, তদধিতিষ্ঠতি; অন্তরীক্ষে বিদ্যুতাত্মনা; দিবি সূর্য্যাত্মনা।" বাজসনেয়ী সংহিতার ভাষ্যকার কার্য্যতঃ এই মতই মানিয়া লইয়াছেন। তিনি অর্থ করেন—অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য। বাজসনেয়ী সংহিতা, তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং শতপথব্রাহ্মণে বরাবরই এই অর্থই গৃহীত হইয়াছে। Max Muller ও Oldenburg এই মতের অনুবর্ত্তী। কিন্তু ঔর্ণবাভ এই মত স্বীকার করেন না। তিনি বলেন,—"সমারোহণে, বিষ্ণুপদে গয়াশিরসি।" সমারোহণে অর্থাৎ উদয়গিরিতে সমুত্থানপূর্ব্বক একপদ নিধান করেন। [নিরুক্ত, ১২শ অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ, ১৯] রামায়ণের চতুর্থ কাণ্ডেও এই অর্থের সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়,—

তত্র পূর্ব্বপদং কৃত্বা পুরা বিষ্ণুস্ত্রিবিক্রমঃ।
দ্বিতীয়ং শিখরে মেরোশ্চকার পুরুষোত্তমঃ॥ ৪০।৫৭

কাশীপ্রসাদ জয়স্বাল (Ind. Ant. 1918. p. 84.) মনে করেন যে, বিষ্ণু সত্য সত্যই গয়াপর্ব্বতোপরি বিষ্ণুপাদে সমুত্থিত হইয়া বিচক্রমণ করেন।

বেদে উক্ত আছে যে, অদিতিনন্দন বা আদিত্য সংখ্যায় সাত বা আট। শতপথ-ব্রাহ্মণে এক বার অষ্ট আদিত্যের কথা বলা হইয়াছে, আর একবার বলা হইয়াছে যে, আদিত্যগণ সংখ্যায় দ্বাদশটী। আর বিষ্ণু আদিত্যদিগের মধ্যে একজন। মহাভারতেও অদিতি-পুত্র ১২জন আদিত্যের উল্লেখ আছে এবং বিষ্ণুই দ্বাদশ আদিত্য; বিষ্ণু গুণে ও গরিমায় অন্যান্য আদিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুর গৌরব প্রমাণ করিতে বিশেষ আয়াস পাইতে হয় না। বিষ্ণুকে যে অনেক করিয়া বড় হইতে হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। শতপথব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে যে, বিষ্ণু দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিলেন। অন্যান্য দেবেরা তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইলেন এবং নানা কৌশলে তাঁহার মস্তককে দেহচ্যুত করাইলেন। কিন্তু এমন ঘটনা হইল, যাহাতে তাঁহারা শীঘ্র আপনাদের ভুল বুঝিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন এবং বিষ্ণুকে পুনঃ প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা স্বর্বৈদ্য অশ্বিদ্বয়ের আরাধনা করিতে লাগিলেন। ফলে বিষ্ণু পুনর্জীবিত হইয়া দেবতাদের মধ্যে আসিলেন। এই বিষ্ণু আদিত্য—সূর্য্যনারায়ণ। বেদে বিষ্ণুর আর এক মূর্ত্তির কল্পনা আছে। এটী তাঁহার যজ্ঞমূর্ত্তি। শতপথব্রাহ্মণেও বিষ্ণুর যজ্ঞমূর্ত্তির কথা কয়েকবার উল্লিখিত আছে। যজ্ঞনারায়ণরূপে আজও বিষ্ণু পূজিত হইয়া থাকেন।

ঋগ্বেদের সংহিতাভাগে বিষ্ণুর স্থান যেরূপ ছিল, তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। ব্রাহ্মণ ভাগে বিষ্ণুর বিশেষ সমাদরের উপক্রম হইতে আরম্ভ হয়, ইহা ব্রাহ্মণ আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক যুগে বিষ্ণু পরম-পুরুষের স্থান অধিকার করেন। বিষ্ণু কেন এই শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইলেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, জনগণ তাঁহার তৃতীয় পদ অর্থাৎ মানবজ্ঞানের অতীত পরমপদের প্রতি এতই শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, পরিশেষে বিষ্ণুকে এই শ্রেষ্ঠতম পদ প্রদান করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ উপদেশ করিয়াছেন,—

"অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরেণ সর্ব্বা অন্যা দেবাঃ"। ১।১

ঐ যে অগ্নি, তিনি দেবগণের অবম (প্রথম), আর বিষ্ণু দেবগণের পরম (অন্তিম); অন্য দেব ইঁহাদের মধ্যে অবস্থিত।

শ্রুতিতে অগ্নিকে দেবতাগণের মুখ-স্বরূপ ও প্রথম এবং বিষ্ণুকে উত্তম অর্থাৎ অন্তিম বলা হইয়াছে।

"অগ্নির্মুখং প্রথমো দেবতানাং সঙ্গতানামুত্তমো বিষ্ণুরাসীৎ।"

অন্য দেবগণ অর্থে অগ্নিষ্টোমের অঙ্গীভূত শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য (শাস্ত্র-গীতিরহিত ঋক্‌স্তুতিবিশেষ—আনন্দগিরি, তৈত্তি., উপ., ১।৮) ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি প্রধান দেবতা

কয়েকজনকে বুঝাইতেছে। অগ্নি ও বিষ্ণু তাঁহাদের আদিতে ও অন্তে রক্ষকবৎ বর্ত্তমান।

শতপথব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে একটী কাহিনীর উল্লেখ আছে। দেবতাগণ শ্রী, শৌর্য্য ও অন্নলাভের জন্য এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দেবগণ প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে যিনি তাঁহার নিজ ক্রিয়া দ্বারা অন্যান্য দেবের পূর্ব্বে যজ্ঞের চরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন, তিনিই দেবগণের মধ্যে প্রথম ও প্রধান স্থান লাভ করিবেন। বিষ্ণু অন্য সকলের পূর্ব্বেই তাহা লাভ করেন; সুতরাং তিনি দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হন এবং এই জন্যই বিষ্ণুকে দেবগণের শ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে।

এই কাহিনীটী নিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই কিন্তু বিষ্ণু "পরমপদ" লাভ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার পরমপদ-প্রাপ্তির কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্যই এই কাহিনীর সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

আবার এই একই ব্রাহ্মণে বামনরূপী বিষ্ণুর কাহিনী আছে। এই কাহিনী উপদেশ করে যে, এক সময়ে সুর ও অসুরগণের মধ্যে যজ্ঞের স্থান লইয়া বিবাদ হয়। অসুরগণ বলেন যে, তাঁহারা সুরদিগকে শয়ান বামনদেহের পরিমিত স্থান প্রদান করিতে স্বীকৃত আছেন। কাজেই বিষ্ণুকে শয়ন করিতে হইল। কিন্তু তিনি এরূপভাবে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলেন যে, তিনি সমস্ত পৃথিবী নিজ শরীর দ্বারা ব্যাপিয়া ফেলিলেন; সুতরাং দেবতারা সমস্ত পৃথিবীই প্রাপ্ত হইলেন। সুরগণের যজ্ঞানুষ্ঠানও সুসিদ্ধ হইল।

এই কাহিনীতে বিষ্ণুর প্রতি অপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাতে যে তাঁহাকে পরমপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে, এরূপ বুঝায় না।

মৈত্রেয়ানী উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে বিশ্বভৃৎ অন্নকে ভগবদ্‌বিষ্ণুর তনু বলা হইয়াছে।

"বিশ্বভৃৎ বৈ নামৈষা তনুর্ভগবতো বিষ্ণোর্যদিদমন্নম্"।

কঠোপনিষদে কিন্তু বিষ্ণুকে পরমপুরুষ বা ব্রহ্ম বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি বিজ্ঞানসারথি ও মনঃপ্রগ্রহবান্, তিনিই পন্থার অপর পারে গমন করেন, তিনিই বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন।

"বিজ্ঞানসারথির্যস্ত মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥—৩য় বল্লী। ৯।

ইহাতে মানবাত্মার গতি পর্য্যটনরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মানব এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে পথের শেষে উপনীত হইলে, পরমপদ প্রাপ্ত হয়। এই পরমপদই জীবের চরম লক্ষ্য—ইহাই তাহার অনন্ত সুখ-নিকেতন।

অতঃপর বিষ্ণুকে গৃহদেবতারূপেও পূজিত হইতে দেখা যায়। বিবাহের সপ্তপদী

রীতিতে আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশী ও পারস্করের গৃহ্যসূত্রমতে কন্যা যখন চতুর্থ পদ প্রক্ষেপ করে, তখন বরকে বলিতে হয়, "বিষ্ণু তোমাকে নয়ন করুন", "বিষ্ণু তোমার সহিত অবস্থান করুন।"

রামায়ণ ও মহাভারত যুগে বিষ্ণু সর্ব্বথা ব্রহ্মপদবাচী হইয়াছিলেন। ভীষ্মপর্ব্বের ৬৫ ও ৬৬ অধ্যায়ে ব্রহ্মকে নারায়ণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু ও বাসুদেব যে অভিন্ন, তাহা বলা হইয়াছে।

বৈদিক যুগে অবতারের ইঙ্গিত

মৎস্য, ভাগবত ও অগ্নিপুরাণে বর্ণিত আছে যে, বিষ্ণুর অবতার একটি মৎস্যের দ্বারা মানবের আদিপুরুষ মনু রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই পুরাণগুলির বর্ণনা ও মহাভারতের বর্ণনা একই রকমের। তবে মহাভারতে বিষ্ণুর পরিবর্ত্তে ব্রহ্মা প্রজাপতিই মৎস্যাবতার হইয়াছিলেন। শতপথব্রাহ্মণে (১।৮।১।১) কাহারও অবতারের কথা কিছু নাই। আছে শুধু একটী মৎস্য মনুকে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করেন। মৎস্য ও কূর্ম্মের অবতার পরে বিষ্ণুর সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয়।

বরাহ ও বামন অবতারের মূল ঋগ্বেদ হইতে বাহির করিতে পারা যায়। আর সেই দুইটী অবতারের সঙ্গে বিষ্ণুর সম্পর্ক আছে।

বামন অবতার

অসুররাজ বলির হস্ত হইতে লোক-রক্ষার জন্য বিষ্ণুর ত্রিপদগমন অবলম্বন করিয়া বামন অবতারের কথা রচিত। রামায়ণে এই অবতারের কথা এইরূপ,—

বিরোচনপুত্র বলি দেবেন্দ্র ইন্দ্রকে জয় করিয়া ত্রিলোক শাসন করেন। তখন ইন্দ্র অন্যান্য দেবতাদের সহিত বিষ্ণুর নিকট গিয়া বলেন, বলি যজ্ঞ করিতেছেন। যজ্ঞান্তে তিনি দানে সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন। বামনরূপ ধরিয়া বলির নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিবার জন্য তাঁহারা বিষ্ণুকে অনুরোধ করিলেন। বিষ্ণুও তাঁহাদের অনুরোধক্রমে বামনরূপ ধরিয়া, বলির নিকট ত্রিপদপরিমিত স্থান প্রার্থনা করিলেন। বলি তাহা দান করিতে স্বীকার করিলে, তিনি আশ্চর্য্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, প্রথম পদে সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিলেন। দ্বিতীয় পদে অন্তরীক্ষ ও তৃতীয় পদে আকাশ অধিকার করিলেন। তার পর, বলিকে পাতালে পাঠাইয়া তিনি ইন্দ্রকে পুনরায় ত্রিলোকের অধীশ্বর করিলেন। মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণের আখ্যান-বস্ত একই রকমের।

শতপথব্রাহ্মণে (১।২।৫) আখ্যায়িকাটী এইরূপ,—অসুরগণ দেবতাদের জয় করিয়া পৃথিবী ভাগ করিতে লাগিলেন। দেবতাগণ যজ্ঞরূপী বিষ্ণুকে অগ্রে করিয়া তাহাদের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন,—আমাদেরও পৃথিবীর কিছু ভাগ দাও। তাহারা দেবগণকে বলিল, বিষ্ণু শয়ন করিয়া যতটুকু অধিকার করিতে পারিবেন,

তাহারা দেবতাদের তত কু স্থান দিবে বিষ্ণু বামন হইলেন। দেবতারা অসুরদের প্রস্তাবে রাজি হইল। তাহারা ভাবিল, তাহারা যখন যজ্ঞ-পরিমিত ভূমি পাইয়াছে, তখন তাহারা যথেষ্টই পাইয়াছে। তারপর বিষ্ণুর সহিত যজ্ঞ করিয়া তাহারা সমগ্র পৃথিবী পাইল। এই আখ্যায়িকায় বিষ্ণুর ত্রিপদ সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। কিন্তু শতপথব্রাহ্মণের অন্যত্র (১।৯।৩।৯) দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিষ্ণু তিন পদবিক্ষেপ দ্বারা দেবতাদের জন্য সর্ব্বব্যাপক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৬।২।৪) এ সম্বন্ধে একটী কাহিনী আছে। পূর্ব্বে পৃথিবী অসুরদিগেরই ছিল। কেবল একজন মানুষ বসিয়া যত দূর দেখিতে পায়, তৎপরিমিত ভূমি দেবতাদের ছিল। যখন দেবতারা পৃথিবীর ভাগ চাহিল, তখন অসুরগণ বলিল, তোমাদিগকে কতটুকু স্থান দেওয়া হইবে ? দেবতারা উত্তর দিল, "এই শৃগালী তিন পদচারণে যত দূর যাইতে পারে, তত দূর।" অসুরেরা স্বীকার করিল। তখন ইন্দ্র শৃগালীর বেশ ধরিয়া, তিন পদবিক্ষেপে সমস্ত পৃথিবী গমন করিল। ইহাতে দেবতারা পৃথিবীর অধিকার লাভ করিল। এখানে ত্রিপদ আছে বটে, কিন্তু বিষ্ণুর পরিবর্ত্তে ইন্দ্রের। ঋগ্বেদে এই দুই দেবতার স্তব বহু স্থলে একত্র নিবদ্ধ থাকায় বোধ হয়, বিষ্ণুর স্থানে ইন্দ্রের আদেশ হইয়া থাকিবে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৬।১৫) আছে যে, ইন্দ্র ও বিষ্ণু অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। তিন পদক্ষেপে বিষ্ণু যত দূর যাইতে পারিবেন, তাহা ইন্দ্র ও বিষ্ণুর প্রাপ্য হইবে—এই সর্ত্তে অসুরেরা সম্মত হয়। বিষ্ণু তদনুসারে লোকসমুদয়, বেদ ও বাক্য অতিক্রম করেন। তারপর ঋগ্বেদে বহুবার বিষ্ণুর ত্রিপদ বিক্রমণের কথা পাওয়া যায়। তৎসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।

কূর্ম্ম ও মৎস্য অবতারের প্রাচীনতম আখ্যায়িকা শতপথব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবত-পুরাণকার বলেন, জলপ্লাবনে নষ্ট বস্তু উদ্ধারের জন্য ক্ষীরোদসাগরে বিষ্ণু কূর্ম্মাকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন। দেবাসুরগণ সেই সাগর মন্থনে যোগ দিয়াছিল (ভাগবত, ১।৩।১৬)। এই বিবরণের সঙ্গে ব্রাহ্মণযুগের বিবরণের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির পূর্ব্বে কূর্ম্মাকার ধারণ করিয়াছিলেন (৭।৫।১।৫); তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও (১।২৩।৩) দেখা যায়, প্রজাপতির মেদাংশ কূর্ম্মাকার ধারণ করিয়া জলে বিচরণ করিয়াছিলেন। এখনও নষ্ট বস্তুর উদ্ধারের জন্য বিষ্ণুর মৎস্যাবতারের কথা বলা হয় নাই। প্রজাসৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রজাপতি কূর্ম্মাকার ধারণ করিয়াছিলেন।

নরসিংহ অবতারের সূত্র বা ইঙ্গিত বৈদিক সাহিত্যে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১।৬) একবার মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে বৈদিক সাহিত্যের আর কোথাও কিছু পাওয়া যায় না।

বেদে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর কথা আছে। ব্রাহ্মণ-যুগে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি জীবের আপৎকালে কয়েকটী রূপ ধারণ করিয়া কূর্ম্ম বরাহাদি রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তার পর নারায়ণের অস্তিত্ব আমরা উপনিষদে সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করি। বেদে নারায়ণের নাম-গন্ধ নাই। তবে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (৮২।৫।৬) দেখিতে পাই,—

পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা পরো দেবেভিরসুরৈর্যদস্তি।
কং স্বিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে।
তমিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে।
অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ॥

বেদের এই বাণী উপদেশ করিতেছে,—যখন আকাশ ছিল না, পৃথিবী ছিল না, দেবগণও ছিলেন না, তখন যাহা জলে ভাসিয়াছিল এবং দেবগণ যাহার মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই যে অণ্ড, তাহা কি? দেবগণ যে অণ্ডমধ্যে অবস্থিত, তাহা জলমধ্যে অবস্থিত ছিল। জন্মরহিত যিনি, তাঁহার নাভির উপর এমন কিছু অবস্থিত ছিল, যাহার মধ্যে সকল প্রাণীই ছিলেন। জন্মরহিত যিনি নারায়ণ-পদবাচ্য হইলেন, তাঁহার নাভির উপরিস্থিত যে অণ্ড, তাহা ব্রহ্মা হইলেন।

নারায়ণ জলমধ্যে অবস্থিত ছিলেন। মনু ও পুরাণের বচনে বিষয়টী বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনু বলেন, জলের নাম 'নারা'; কারণ, জলই বস্তুতঃ নরের পুত্র। জল ব্রহ্মার প্রথম আশ্রয় বা অয়ন ছিল বলিয়া, পরমপুরুষের নাম নারায়ণ। বৈদিক এই বাণীর সঙ্গে নারায়ণের অভিন্নতা ঘটাইয়া উপনিষদ্যুগে নারায়ণ পরমপুরুষ-পদবাচ্য হইলেন। কাজেই পরমপুরুষ-পদবাচ্য বিষ্ণুর সহিত তাঁহার অভিন্নতা প্রতিপাদিত হইয়া গেল। এইরূপে আবার বৈদিক যুগের শেষভাগে সকলের প্রিয় দেবতা বাসুদেব ও বিষ্ণুর একত্ব—অভিন্নতা সম্পাদিত হইল। এই নারায়ণ ও বাসুদেব সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

হিন্দু চিরদিনই নারায়ণ শব্দের সহিত পরিচিত। বেদ, উপনিষৎ, মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে হিন্দু যেমন নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিত, এখনও সে তেমনই করিয়া থাকে। ভক্তিতে হউক বা না হউক, আজও তাঁহার সেই নারায়ণ নাম তাঁহার ভিতর বাহিরে সাড়া দিয়া থাকে। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ও ভূতসমষ্টি যে পুরুষ হইতে জন্মিতেছে, সঞ্জীবিত হইয়া থাকিতেছে এবং পরিশেষে যে পুরুষেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে, তিনি পরব্রহ্ম নারায়ণ। বেদ ইঁহাকে প্রথম পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শতপথ-ব্রাহ্মণে সর্ব্বপ্রথম পুরুষ নারায়ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুরুষ নারায়ণ ও পরমতত্ত্ব নারায়ণ বোধ হয়, পূর্ব্বে একতত্ত্ব ছিলেন না; কেন না, শতপথব্রাহ্মণে (১২।৩।৪) দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরুষনারায়ণ যজ্ঞ করিতেছেন, যজ্ঞভূমি হইতে বসু, রুদ্র ও আদিত্য-সকলকে প্রেরণ করিতেছেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, প্রজাপতি তাঁহাকে পুনরায়

যজ্ঞ করিতে বলিলেন। যজ্ঞ করিয়া নারায়ণ সর্ব্বভূতে ওতপ্রোত হইয়া পরমাত্মায় ওতপ্রোত হইলেন এবং পরমাত্মায় পরিণত হইলেন। শতপথের আর এক স্থানে (১৩।৬।১) দেখিতে পাওয়া যায়, পুরুষ-নারায়ণ পঞ্চরাত্র সত্র করিবেন বলিয়া মনঃস্থ করিলেন। এই সত্রের উদ্দেশ্য এই যে, তিনি সকল জীবের শ্রেষ্ঠতম হইবেন এবং সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা হইবেন।

তিনি সত্র সম্পন্ন করিয়া অন্তরাত্মাই হইয়াছিলেন। গর্ভোপনিষৎ ও মহোপনিষৎ নারায়ণকে পরম ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আত্মপ্রবোধ উপনিষৎ ও সাকল্যোপনিষদে তিনি পরমতত্ত্ব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। মৈত্রেয়োপনিষৎ, বাসুদেবোপনিষৎ, স্কন্দোপনিষৎ, রামোপনিষৎ, রামতাপনীয়োপনিষৎ এবং মুক্তিকোপনিষদে নারায়ণের মাহাত্ম্য বিঘোষিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও উপনিষৎ আলোচনা করিলে বোঝা যায় যে, নারায়ণ বেদের পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণভাগে পরমপুরুষ পরতত্ত্ব বলিয়া পূজিত হইতেন। প্রামাণিক উপনিষদের মধ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকীপুত্র ও নারায়ণ একতত্ত্ব বলিয়া উক্ত আছে। তৎকালে বাসুদেবের অর্চ্চনার কথা বিশেষ জানা যায়। বাসুদেবের উপাসনা পরিজ্ঞাত থাকিলেও তাহা প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। রামায়ণ ও মহাভারত-যুগে বাসুদেবের উপাসনা প্রচলিত হয়। ইহার পূর্ব্বে সম্ভবতঃ নারায়ণোপাসনা প্রচলিত ছিল। পৌরাণিক যুগে যখন বাসুদেবের উপাসনা প্রচলিত হয়, তখন বাসুদেব নারায়ণের সহিত একত্ব লাভ করেন।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নারায়ণোপনিষদে নারায়ণ-উপাসনার একটী মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সেটী এই,—

"নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।" (১০।১।৬)

বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য্য চতুর্ব্যূহদের আলোচনা করিয়াছেন। বেদান্ত-ভাষ্যেও তিনি চতুর্ব্যূহবাদের কথা বলিয়াছেন। সেখানে তিনি নারায়ণের চতুর্ব্যূহবাদ ভাগবত-মত বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভাগবতমতের এই চতুর্ব্যূহ-বাদ অগ্রাহ্য। আনন্দগিরি, বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে চতুর্ব্যূহবাদকে দ্রবিড়াচার্য্যের মত বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য শাঙ্কর মত খণ্ডনচ্ছলে বলিয়াছেন যে, "সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ যখন নিশ্চয়ই পরব্রহ্মস্বরূপ, তখন তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য কখনই ব্যাহত হইতে পারে না। যাঁহারা ভাগবত শাস্ত্রের (পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের) প্রতি-পাদন-প্রণালী অবগত নহেন, তাঁহারাই এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন যে, উক্ত জীবোৎপত্তিবাদ শ্রুতিবিরুদ্ধ। কেন না, আশ্রিতবৎসল পরব্রহ্মই আশ্রিত ব্যক্তি-বর্গের আশ্রয় প্রদানার্থ স্বেচ্ছায় আপনাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন, ইহাই তাঁহাদের প্রতিপাদনপ্রণালী। যথা,—পৌষ্করসংহিতায়—"যাহাতে গুরু-শিষ্য-

ভাবাপন্ন ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া চতুর্ব্যূহের উপাসনা করেন, তাহাই আগম অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র।" সেই চাতুরাত্মোপাসনাই যে বাসুদেবসংজ্ঞক পরব্রহ্মের উপাসনা, তাহাও এই সাত্বতসংহিতায় উক্ত হইয়াছে। নিত্যসিদ্ধ ষড়্‌বিধগুণ-সম্পন্ন এবং সূক্ষ্মব্যূহরূপ বিশিষ্টসম্পত্তিশালী সেই বাসুদেবসংজ্ঞক পরব্রহ্মকে ভক্তগণ আপন আপন অধিকারানুসারে জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মদ্বারা অর্চনা করিয়া সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হন। তাঁহারা বলেন,—ভগবদ্বিভব অর্চনার প্রথমে ব্যূহপ্রাপ্তি হয়, তাহার পর ব্যূহের আরাধনায় আবার বাসুদেবাখ্য সূক্ষ্ম পরব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়। বিভব শব্দের অর্থ—রাম কৃষ্ণাদি অবতারসমূহ। ব্যূহ বলিলে বুঝিতে হইবে—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপ চতুর্ব্যূহ। আর সূক্ষ্ম তত্ত্ব হইতেছেন—কেবলই ষড় বিধ নিত্যসিদ্ধ-গুণময় দেহধারী বাসুদেব নামক পরব্রহ্ম। পৌষ্করসংহিতা বলিয়াছেন,—

"যস্মাৎ সম্যক্ পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্।
অস্মাদবাপ্যতে শাস্ত্রাৎ জ্ঞানপূর্ব্বেণ কর্ম্মণা॥"

অতএব যেহেতু সংকর্ষণাদি ব্যূহত্রয় এই পরব্রহ্মেরই স্বেচ্ছাকৃত শরীরস্বরূপ, সেই হেতুই "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে"—'যিনি জন্মরহিত হইয়াও বহুপ্রকারে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।' এই শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ যে, ভগবানের আশ্রিত-বাৎসল্য-নিবন্ধন, স্বীয় ইচ্ছাকৃত অথচ পাপপুণ্য-কর্ম্মাধীন নহে, এরূপ শরীর-ধারণরূপ জন্মপ্রতিপাদন করায়, তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য নিষিদ্ধ হইতে পারে না। এই শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই ব্যূহত্রয়ই জীব, মন ও অহঙ্কার নামক তত্ত্বত্রয়ের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক। মহাভারতের নারায়ণীয় পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, নারদ শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া পরমপুরুষের উপাসনায় নিরত হইলে, পরমপুরুষ নারায়ণ তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, ঐকান্তিকতা ব্যতীত কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না। নারদ তাঁহাতে একান্ত নিরত, তাই তিনি নারদকে দেখা দিলেন। তৎপরে তিনি নারদের নিকট বাসুদেবধর্ম্ম বিবৃত করিলেন। তিনি বলিলেন, বাসুদেব পরমাত্মা ও সকল জীবের অন্তরাত্মা। তিনি পরমস্রষ্টা। তিনি সঙ্কর্ষণ-মূর্ত্তিতে সকল জীবের অধিষ্ঠাতা। সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন বা মনের উৎপত্তি। প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ বা অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। পরমপুরুষ বলিলেন, যাহারা আমার উপরি-উক্ত বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই মূর্ত্তিচতুষ্টয়ে প্রবেশ করে, তাহারা বিমুক্ত হয়। এই চতুর্ব্যূহবাদ বহুদিন হইতেই চলিতেছে। বৌদ্ধদিগের আজীবক সম্প্রদায় বা মগ্‌গলী-পুত্ত-মতবাদে ব্যূহবাদের সামান্যরূপ ইঙ্গিত আছে বলিয়া বোধ হয়। মৌর্য্যদিগের সময় যে ব্যূহবাদ বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল, তাহা তৎকালে এবং কিয়ৎকাল পরে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি বিগ্রহপূজায় বেশ বুঝিতে পারা যায়। পাণিনি সূত্রে (৬।৩।৯৮) বাসুদেব শব্দ আছে। পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে এই শব্দটিকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া-

ছেন যে, ইহা কোন ক্ষত্রিয়ের নাম নহে, ইহা সেই পরম উপাস্যের নাম। উল্লিখিত নির্দ্দেশে "বাসুদেব" "বলদেব" শব্দ দৃষ্ট হয়। স্যর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ও গোপীনাথ রাও সংবাদ দিয়াছেন যে, নানাঘাটের বৃহৎ গুহায় একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ঐ শিলালিপিতে অন্যান্য দেবের নামের সহিত দ্বন্দ্বসমাসে 'সঙ্কর্ষণ', 'বাসুদেব' নামও দৃষ্ট হয়। এই শিলালিপির অক্ষর পরীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে, ইহা খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকে খোদিত। রাজপুতনায় ঘোষুণ্ডিতে যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার অক্ষর পরীক্ষায় বুঝা যায় যে, উহা অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব্ব দুই শত বৎসরের প্রাচীন।

দুঃখের বিষয়, শিলালিপিখানি বিকলাঙ্গ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। উহাতে সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের পূজার দালানের চারি দিকে একটী প্রাচীর নির্ম্মাণের বিষয় উল্লিখিত আছে। বেসনগরে সম্প্রতি একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে যাহা খোদিত আছে, তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, Diyaর পুত্র Heliodora একজন ভাগবত বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন, তিনি তক্ষশিলার অধিবাসী ছিলেন, কোন রাজনৈতিক কার্য্যের ভার লইয়া যবনের রাজদূতরূপে Antalikita হইতে পূর্ব্বমালোয়ায় ভগভদ্রের নিকট গমন করিয়াছিলেন। এই ভাগবত Heliodora দেবদেব বাসুদেবের সম্মানার্থ গরুড়ধ্বজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই লিপি খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভেই খোদিত হইয়াছিল। সুতরাং এই সময়ে দেবদেবরূপে বাসুদেবের উপাসনা প্রচলিত ছিল, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায়।

ক্ষত্রিয় বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেব ও বলদেবের কথা আমরা পুরাণাদিতে পাই; এই বলদেবের আর এক নাম সঙ্কর্ষণ। আমরা পাণিনি-সূত্রে বাসুদেবের সহিত বলদেবের এবং ঘোষুণ্ডি ও নানাঘাটের শিলালিপিদ্বয়ে বাসুদেবের সহিত সঙ্কর্ষণের নাম পাই। অধিকন্তু ঘোষুণ্ডি শিলালিপি পতঞ্জলি অপেক্ষাও প্রাচীন; সুতরাং পাণিনি-সূত্রোল্লিখিত বাসুদেব বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেব হইতে পৃথক্ নন।

শিলালিপি হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, অন্ততঃ খৃষ্টাব্দের ২০০ বৎসর পূর্ব্বে বাসুদেব উপাসনা প্রচলিত ছিল এবং ঐ উপাসকেরা ভাগবত বলিয়া অভিহিত হইতেন। গীতায় পুরুষ পরমেশ্বরের সঙ্কর্ষণ ও অন্যান্য ব্যূহ বা মূর্ত্তি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না; তবে এক স্থলে (৭।৪।৫) তাঁহার একাধিক অষ্ট প্রকৃতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

গীতোক্ত জীব—ভাগবত-পদ্ধতিতে সঙ্কর্ষণ, অহঙ্কার—অনিরুদ্ধ, এবং মন ও বুদ্ধি সম্ভবতঃ একত্র প্রদ্যুম্নে পরিণত হইয়াছে। ভাগবত একটী ধর্ম্মসম্প্রদায়রূপে পরিণত

হইবার পূর্ব্বে গীতা রচিত হয়; সুতরাং গীতোক্ত ভগবানের প্রকৃতিগুলির মধ্যে তিনটী ভাগবতমতে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া বাসুদেবের পরিবারভুক্ত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। ভগবদ্গীতার পরে রচিত অনুগীতার দশম অধ্যায়ে একটী প্রাচীন আখ্যানে নারায়ণের চাতুর্হোত্রের কথা আছে। এই চাতুর্হোত্র-তত্ত্বের সহিত চতুর্ব্যূহতত্ত্বের কি কোন সম্বন্ধ আছে? অনুগীতার চাতুর্হোত্রের হোতা—আত্মা; অধ্বর্য্যু—বলির জন্য উদ্গীতব্য আত্মা; প্রশস্তার শস্ত্র—সত্য; দক্ষিণা—মুক্তি। অনুগীতা বলেন, যাহারা নারায়ণকে বুঝেন, তাঁহাদের দ্বারা ও তাঁহাদের সম্পর্কে ঋঙ্মন্ত্র উদ্গীত হইয়া থাকে। ইনিই সেই নারায়ণ, যাঁহার নিকট তাঁহারা পূর্ব্বে জীব বলি দিতেন। নারায়ণ ও বাসুদেব যে অভিন্ন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহারা যে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিগণিত হইলেন, তৎসম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করিয়াছি। যাদবজাতি উত্তর ও পশ্চিম-ভারতের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছিল। যাদববীর দেবকীপুত্র কৃষ্ণ প্রকৃত ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া, তত্ত্বদর্শিরূপে যাদবদিগের মধ্যে যশোলাভ করিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। যাদবেরা তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে লাগিল। এই সময় সম্ভবতঃ বিষ্ণুর অবতাররূপে বাসুদেবের পূজা যাদবদিগের পরমধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা এ দিকে আবার স্বজাতিবীর শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত। এই উভয়বিধ আরাধনা পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া, কালে শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম বিষ্ণুর অবতাররূপে সকলের শ্রদ্ধা ও পূজা পাইয়াছিলেন।

ইহার কিছু পর হইতে বিষ্ণু, নারায়ণ, বাসুদেব, কৃষ্ণ, রাম, চতুর্ব্যূহ, মৎস্যাদি অবতার সম্বন্ধে নানা তত্ত্বের আলোচনা হইতে লাগিল। পুরাণ, তন্ত্র ও আগমে সেই সমস্ত নানা প্রকারে চিত্রিত হইয়া বিবিধ প্রকারে বর্ণিত হইতে লাগিল। ইঁহাদের নানা অবস্থায় ভক্তহৃদয়ে যেমন নানাভাবের স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল, পুরাণাদিতেও তাঁহাদের বহুরূপ কল্পনাও চলিতে লাগিল।

শুক্রনীতি, বৃহৎসংহিতা, অগ্নিপুরাণ, চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি, অংশুমৎতন্ত্র, পঞ্চরাত্রাগম, বৈখানসাগম প্রভৃতি গ্রন্থে বিষ্ণুমূর্ত্তির নির্ম্মাণ ও প্রকারভেদ বহুপ্রকার আলোচিত হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা সময়-সাপেক্ষ ও প্রবন্ধের কলেবর অপরিমিতভাবে বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। বারান্তরে ঐ সকল অতি প্রয়োজনীয় অংশের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

মহীশূরস্থ সোমনাথপুর ও বেলুড় গ্রামস্থ কেশব-মন্দিরের গাত্রে বিষ্ণুর নানা মূর্ত্তি চিত্রিত আছে। ইহাতে শিল্পের এত বৈচিত্র্য আছে যে, প্রত্যেক মূর্ত্তিকে পৃথক্‌ভাবে বর্ণনা করিলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লেখা যায়। আমার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য তাহা নয়। তবে দিগ্‌দর্শন হিসাবে দু'একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের আলোচনা করিলাম মাত্র। উল্লিখিত মন্দিরে বিষ্ণুর দশাবতারেরও মূর্ত্তি আছে।

দক্ষিণ-ভারতে বিষ্ণুবর্দ্ধন নৃপতি এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে জৈন ছিলেন, পরে রামানুজ কর্ত্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং ১১১৭ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুর বিজয়নারায়ণ নামক মূর্ত্তি স্থাপন করেন। ঐ বিষ্ণুবর্দ্ধন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত দক্ষিণ-ভারতে যে হয়সড়-স্থাপত্য সমস্ত ভারতবর্ষের স্থাপত্যকে নূতনভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, তাহার ভাস্কর্য্যের বিশেষত্ব বিষ্ণুমূর্ত্তি লইয়া।

বেলুড়ের কেশব-মন্দিরে একটি সুন্দর লক্ষ্মীনারায়ণ-মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তির এক পার্শ্বে হনুমান্ এবং অপর পার্শ্বে গরুড়। হনুমান্ রামের ভক্ত, তাহা সর্ব্বজনবিদিত, কিন্তু বিষ্ণুমূর্ত্তিতে হনুমান্ একটি নূতন ঘটনার সূচনা করিতেছে। প্রাচীন বৈষ্ণব মতানুসারে কোথাও সীতারামের আরাধনা, কোথাও বা অন্য নামে পূজা হইত। ক্রমশঃ ঐ উপাসনা সীতারামে আরম্ভ করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এই লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত হনুমান্ দেখিয়া নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় যে, শিল্প-হিসাবে বিষ্ণুমূর্ত্তির উপর রামের প্রভাব হইয়া, এই নূতন স্থাপত্যের সৃষ্টি করিয়াছে। লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা মহারাষ্ট্র ও গুর্জ্জর প্রদেশে হইয়া থাকে।

বদরীনারায়ণেও লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা আছে। প্রাচীনতর সত্যনারায়ণ—হরিদ্বার ও কেদারনাথ হইতে যে পথ গিয়াছে, তথায় শিবের সহিত পূজাধিকার লইয়া বিবাদ করেন। শেষে শ্রীনগর হইতে বদরী পর্য্যন্ত নূতন তরঙ্গেরই প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনেরও বড় একটা ব্যবস্থা হয়। ফলে কেদারনাথ ও বদরীনাথের জন্য মহান্ত বা রাউল দক্ষিণ-ভারত মান্দ্রাজ হইতে আনিবার ব্যবস্থা হয়। সেই ব্যবস্থা আজও সংরক্ষিত আছে। ইহাতে হিমাচল অঞ্চলে উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে একটা প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে।

দ্রাবিড়দেশে অথবা গয়াধামের বেদীতে নারায়ণ এক। ইহাতে লক্ষ্মী নাই। পুরুষমূর্ত্তির সহিত স্ত্রীমূর্ত্তির প্রচার দক্ষিণ-ভারত হইতেই উত্তর-ভারতে প্রথমে হইয়াছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস। দক্ষিণ-ভারতের পূর্ব্বে পুরুষমূর্ত্তির সহিত স্ত্রীমূর্ত্তি কোথাও ছিল না। এখনকার নারায়ণ নিশ্চয়ই বদরী বা মহারাষ্ট্রীয় নারায়ণের বহু পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণের বিষ্ণুপূজা গুপ্তযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। এখনকার বিষ্ণুপূজা বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মহাভারতের আখ্যান-বস্তুগুলিকেও বেশ রসান দেওয়া হইয়াছে।

একমাত্র দক্ষিণে মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে কৃষ্ণমূর্ত্তি পার্থসারথিরূপে পূজিত হইয়া থাকে। অদ্যাবধি গুপ্তদিগের প্রভাব দক্ষিণে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে দক্ষিণের নারায়ণমূর্ত্তিগুলি প্রাচীন মগধের সত্যনারায়ণমূর্ত্তি। স্কন্দগুপ্ত ভিটারি-লাটের উপর ৪৮০ খৃষ্টাব্দে যে নারায়ণমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন, ইহা সেই নারায়ণ-মূর্ত্তি। তিনি তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ ও হুণবিজয়ের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই নারায়ণমূর্ত্তিই পালরাজাদিগের সময়ে বাঙ্গালা দেশে খুব প্রচলিত ছিল।

বিষ্ণুমূর্ত্তির সঙ্গে দেবী-সংস্থানের ব্যবস্থা আছে। এই দেবী—লক্ষ্মী। ভূমি বা ভূদেবীও বিষ্ণুর পত্নী। বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মীর ইঙ্গিত বেদে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে আছে,—

"যঃ পূর্ব্ব্যায় বেধসে নবীয়সে সুমজ্জানয়ে
বিষ্ণবে দদাশতি।" ১।১৫৬।২

বিষ্ণুমূর্ত্তির সঙ্গে ভূদেবী পৃথিবীর কল্পনা বোধ হয়, বরাহ অবতার হইতে পাওয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ স্ত্রী বা লক্ষ্মী তাঁহার দক্ষিণে এবং মহী, পৃথ্বী বা ভূদেবী তাঁহার বামে থাকেন। পঞ্চরাত্রাগমে নীলাদেবীর কথা লিখিত হইয়াছে। এই লক্ষ্মীর আবার নানা ভেদ আছে—অষ্ট মহালক্ষ্মী নামে আট প্রকারের লক্ষ্মী আছেন। ইঁহাদের মধ্যে গজ-লক্ষ্মী খুব প্রচলিত। 'মানসার' ইঁহার নাম দিয়াছেন—সামান্যলক্ষ্মী; শিল্পসার-প্রদত্ত নাম ইন্দ্র-লক্ষ্মী। পদ্মপুরাণে বিষ্ণুর শক্তির নাম—শ্রী, ভূ, সরস্বতী, প্রীতি, কীর্ত্তি, শান্তি, তুষ্টি ও পুষ্টি। ইঁহাদের সকলেরই চারি হাত। বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারের সঙ্গে অপর দেবীর সংস্থানের বিধি আছে। যেমন রামের পার্শ্বে সীতা; কৃষ্ণ-দম্পতীরূপে—রুক্মিণী, সত্যভামা ও রাধা। কৃষ্ণভগিনী-সুভদ্রা—বিষ্ণুর অবতার জগন্নাথের পাশে অবস্থিত।

পুরাণ এবং সংহিতার মধ্যে বিষ্ণুর নানাবিধ মূর্ত্তিভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—এই তিনের অন্যতম বিষ্ণুকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিষ্ণু বলা যায়। বরাহ-মিহিরের বৃহৎসংহিতায় ইঁহার ত্রিবিধ মূর্ত্তির উল্লেখ আছে।—অষ্টভুজ, চতুর্ভুজ এবং দ্বিভুজ। অষ্টভুজ বিষ্ণুর প্রহরণ—শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়্গ, শর, অভয় মুদ্রা, কার্ম্মুক, খেটক। চতুর্ভুজ বিষ্ণুর—শঙ্খ, চক্র, গদা ও অভয় মুদ্রা। দ্বিভুজ বিষ্ণুর—শঙ্খ, অভয় মুদ্রা। সাধারণতঃ আমরা বিষ্ণুকে "শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারিণং"-রূপেই বর্ণিত এবং খোদিত দেখি। কিন্তু এখানে একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বরাহমিহিরের বর্ণিত বিষ্ণুর প্রহরণের মধ্যে "পদ্ম" নাই—তৎপরিবর্ত্তে অভয় মুদ্রা রহিয়াছে। ক্যানিংহাম সাহেব কর্তৃক আবিষ্কৃত একটি বিষ্ণুমূর্ত্তিতে পদ্মের সংস্থান দেখা যায় না। এই মুদ্রিত মূর্ত্তিটি খৃষ্টীয় ৩য় শতকের বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণেও অষ্টভুজ, চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ বিষ্ণুর উল্লেখ পাওয়া যায়,—

কচিদষ্টভুজং বিদ্যাচ্চতুর্ভুজমথাপরং।
দ্বিভুজশ্চাপি কর্ত্তব্যো ভবনেষু পুরোধসা॥—মৎস্যপুরাণম্।

বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনা অনুসারে অষ্টভুজ, ষড়্‌ভুজ, চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ—এই চারি প্রকার মূর্ত্তির উল্লেখ দেখা যায়। তন্মধ্যে ষড়্‌ভুজের প্রহরণ—শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ, শর, অসি। ইহার মধ্যেও বিষ্ণুর হাতে পদ্মের অবস্থান দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে পরবর্ত্তী অংশে পদ্মের উল্লেখ দেখা যায় বটে।

ইহার পরেই বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, বিষ্ণুর এই চতুর্ব্যূহ মূর্ত্তির বর্ণনা নানাবিধ পুরাণ, তন্ত্র ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। কালিকাপুরাণ,

অগ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ, হেমাদ্রিধৃত সিদ্ধার্থ-সংহিতা ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বাসুদেবের নানাবিধ মূর্ত্তিভেদের বর্ণনা আছে। কালিকাপুরাণে ইনি গরুড়ে সমাসীন, চতুর্ভুজ, দক্ষিণে লক্ষ্মী, বামে সরস্বতী, হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, বামকক্ষে বাণপূর্ণ তূণীর, দক্ষিণে কোষবদ্ধ খড়্গ ও শরাসন। কর্ণে কুণ্ডল, মস্তকে ও গলে আজানুলম্বিত স্বর্ণমালা, পীতবস্ত্র পরিধান। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ। কালিকাপুরাণেরই অপর এক বর্ণনায় বাসুদেব কেবল নীলোৎপলদলশ্যাম ও চতুর্ভুজরূপে বর্ণিত। অগ্নিপুরাণের এক বাসুদেবের বর্ণনায় ব্রহ্মা ও শিব দুই পার্শ্বে অবস্থিত আছেন। ঐ পুরাণের অন্যবিধ বাসুদেব এইরূপ—"শ্রী-পুষ্টী চাপি কর্ত্তব্যে পদ্মবীণাকরান্বিতে" অর্থাৎ বাসুদেবের পার্শ্বে পদ্মপাণি শ্রী ও বীণাপাণি পুষ্টি থাকিবেন। ঐ পুরাণের অপর এক মূর্ত্তিতে চারি হাতের এক হাতে বরদ মুদ্রার উল্লেখ আছে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বাসুদেবের বর্ণন খুব প্রকাণ্ড। নূতনের মধ্যে স্ত্রীরূপধারিণী পৃথিবী এবং চামরধারিণী গদাদেবী বাসুদেবের প্রতি চাহিয়া থাকিবেন এবং পৃথিবীর করতলে বাসুদেবের চরণ দুইখানি স্থাপিত থাকিবে। (২) সঙ্কর্ষণ বাসুদেবের স্বরূপ। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে ইঁহার বর্ণনা এইরূপ,—তিনি শুক্লবর্ণ, পরিধানে নীলবাস, গদা ও চক্রের পরিবর্ত্তে মুষল ও লাঙ্গল প্রহরণ। এই মুষল ও লাঙ্গল আবার "কর্ত্তব্যৌ নূরূপৌ রূপসংযুতৌ।" (৩) প্রদ্যুম্নের দ্বিবিধ মূর্ত্তি অগ্নিপুরাণে বর্ণিত আছে ;—চতুর্ভুজ আর দ্বিভুজ। চতুর্ভুজের প্রহরণ বজ্র, শঙ্খ, ধনু, গদা। দ্বিভুজের ধনু ও শর। হেমাদ্রির মতে ইনি দূর্ব্বাঙ্কুরশ্যাম এবং সিতবাসা। বৃহৎ-সংহিতার মতে প্রদ্যুম্ন চাপভৃৎ ও নিস্ত্রিংশধারিণী স্ত্রীর সহিত বর্ত্তমান। (৪) অনিরুদ্ধের মূর্ত্তি হেমাদ্রিতে এই,—পদ্মপত্রাভ বপুঃ, রক্তাম্বরধর, চক্র ও গদার পরিবর্ত্তে ইনি চর্ম্ম ও অসিধারী। অগ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও সিদ্ধার্থ-সংহিতায় (হেমাদ্রিধৃত) বিষ্ণুর চতুর্ব্বিংশতি মূর্ত্তির বর্ণনা পাওয়া যায়। তাহা এই—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, পুরুষোত্তম, অধোক্ষজ, নৃসিংহ, অচ্যুত, উপেন্দ্র, জনার্দ্দন, হরি, কৃষ্ণ। এই চতুর্ব্বিংশতি মূর্ত্তির প্রত্যেকেই চতুর্ভুজ এবং প্রত্যেকেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। ইঁহাদের মূর্ত্তির বিভিন্নতা বুঝিতে হইবে—বাম ও দক্ষিণহস্তের ঊর্দ্ধ অধঃক্রমে শঙ্খ-চক্রাদির অবস্থান-ভেদে। তদ্ভিন্ন এই মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে অপর কোন পার্থক্য দেখা যায় না। এতদ্ভিন্ন বিষ্ণুর আরও কতিপয় মূর্ত্তি আছে ; তাহা এই,—(১) ত্রৈলোক্যমোহন বিষ্ণু, (২) লক্ষ্মীনারায়ণ বিষ্ণু, (৩) যোগস্বামী বিষ্ণু, (৪) হরিশঙ্কর বিষ্ণু, (৫) নারায়ণ, (৬) লোকপাল বিষ্ণু। (১) ত্রৈলোক্যমোহন বিষ্ণুর আট হাত, দুই পার্শ্বে পদ্ম ও বীণাধারিণী লক্ষ্মী সরস্বতী, দক্ষিণে বিশ্বরূপ। (২) লক্ষ্মীনারায়ণ—হেমাদ্রি, পদ্মপুরাণ এবং অগ্নিপুরাণের মতে এই মূর্ত্তি ত্রিবিধ। প্রথম ইহাতে লক্ষ্মী, নারায়ণের বাম জঙ্ঘায় উপবিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকিবেন। লক্ষ্মীর হাতে পদ্ম ও চামর থাকিবে।

দ্বিতীয়—ইহাতে মাত্র লক্ষ্মী বাম অঙ্কে থাকিবেন। তৃতীয়—লক্ষ্মী ও নারায়ণের মূর্ত্তি সংলগ্ন হইবে। নারায়ণের বামহস্ত লক্ষ্মীর কুক্ষিদেশে এবং লক্ষ্মীর দক্ষিণহস্ত নারায়ণের কণ্ঠলগ্ন হইবে। চামরগ্রাহিণী সিদ্ধি সমীপে থাকিবেন। বাহন নিম্নে বামভাগে। সম্মুখে শঙ্খচক্রধারী দুইজন বামন পুরুষ থাকিবেন। ব্রহ্মা এবং শিব উপাসকভাবে নিকটে থাকিবেন। (৩) যোগস্বামী—ইনি চতুর্ব্বাহু, অল্প মীলিতলোচনে পদ্মাসন করিয়া শ্বেতপদ্মের উপর আসীন। শঙ্খ-চক্র-গদা-প ধারী। (৪) হরিশঙ্কর—ইনি বিংশবাহু, চতুর্মুখ, ত্রিনেত্র, বামপার্শ্বে জলশায়ী, লক্ষ্মী কর্ত্তৃক একটি চরণ ধৃত এবং বিমলাদি কর্ত্তৃক স্তুত। (৫) নারায়ণ—পদ্মাসীন, দক্ষিণে লক্ষ্মী বসুপাত্র, স্বর্ণপদ্ম ও মাতুলুঙ্গ ধারণ করিয়া থাকিবেন, বামে পৃথিবী ধান্যপাত্র ও রক্তোৎপল ধরিয়া থাকিবেন। বিমলাদি শক্তিগণ চামর ধরিয়া থাকিবেন। (৬) লোকপাল—ইনি "একবক্ত্রো দ্বিবাহুশ্চ গদাচক্রধরঃ প্রভুঃ।"

পুরাণে বিষ্ণুর অবতারের কথা আছে।* প্রথম প্রথম বিষ্ণুর অবতার অসংখ্য বলিয়াই কল্পিত হইত। তার পর ক্রমে সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিবার প্রচেষ্টা হইতে লাগিল। হরিবংশে (১ম অধ্যায়, ৪২ প্রভৃতি শ্লোক) আটটী অবতারের নাম পাওয়া যায়,—বরাহ, নৃসিংহ, বামন, দত্তাত্রেয়, জামদগ্ন্য (পরশুরাম), রাম, কৃষ্ণ ও কল্কি। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে (১) হংস, (২) কূর্ম্ম, (৩) মৎস্য, (৪) বরাহ, (৫) বামন, (৬) পরশু (রাম), (৭) রাম দাশরথি, (৮) সাত্বত (কৃষ্ণ) ও কল্কি, এই নয়টী অবতারের নাম আছে। দেবীপুরাণে (১অঃ, ৫ শ্লোক) বলা হইয়াছে যে, বিষ্ণুর অবতার ৬০টী। ভাগবত-পুরাণ (১।৩।১ ইত্যাদি) বিষ্ণুর অবতার অসংখ্য বলিয়া, পরে ২২টী অবতারের উল্লেখ করিয়াছেন; ২২টী অবতারের নাম, যথা—

১। পুরুষ	১১। কূর্ম্ম
২। বরাহ	১২। ১৩—ধন্বন্তরি
৩। নারদ	১৪। নরসিংহ
৪। নর অথবা নারায়ণ	১৫। বামন
৫। কপিল	১৬। পরশুরাম
৬। দত্তাত্রেয়	১৭। বেদব্যাস
৭। যজ্ঞ, যজ্ঞমূর্ত্তি অথবা যজ্ঞেশ	১৮। রাম
৮। ঋষভ	১৯। ২০—বলরাম ও কৃষ্ণ
৯। পৃথু	২১। বুদ্ধ
১০। মৎস্য	২২। কল্কি

* প্রথম প্রথম "অবতার" শব্দের প্রয়োগ ছিল না। অবতারকে "প্রাদুর্ভব" বলা হইত। হরিবংশে, মহাভারতে প্রাদুর্ভব শব্দ আছে। হরিবংশ "দশপ্রাদুর্ভবাঃ" স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু নাম করিবার সময় ৮টীর বেশী নাম করেন নাই।

ভক্তমাল ২৬টী এবং পঞ্চরাত্র ৩৯টী অবতারের কথা বলিয়াছেন। আমরা সাধারণতঃ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি—এই দশটীকে বিষ্ণুর দশাবতার বলিয়া থাকি। কিন্তু পুরাণাদিতে দশাবতারের মধ্যে ঠিক এই কয়টী নাম পাওয়া যায় না। ক্ষেমেন্দ্রের অবদানকল্পলতায় সর্ব্বপ্রথম দশাবতারের মধ্যে এই দশটী নাম পাওয়া যায়। অতঃপর কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দে পুনরায় এই নাম দশটী দেখিতে পাই। দশাবতারের তালিকায় এই দশটী নাম কেমন করিয়া কখন্ প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুসন্ধেয়। যাহা হউক. স্থাপত্যে আমরা দশাবতারের বহু প্রকার মূর্ত্তি যথেষ্টই দেখিতে পাই। সেগুলির সম্পূর্ণ তালিকা দিতে চেষ্টা না করিয়া, সাধারণ মূর্ত্তিগুলির একটী তালিকা দেওয়া হইল,—

অবতার—

১। মৎস্য—
- (ক) হয়গ্রীব

২। কূর্ম্ম—

৩। বরাহ—
- (ক) যজ্ঞ-বরাহ
- (খ) ভূ-বরাহ
- (গ) আদি-বরাহ
- (ঘ) প্রলয়-বরাহ

৪। নরসিংহ—
- (ক) উগ্র-নরসিংহ
- (খ) লক্ষ্মী-নরসিংহ
- (গ) যোগ-নরসিংহ
- (ঘ) কেবল-নরসিংহ
- (ঙ) গিরিজা-নরসিংহ
- (চ) স্থৌন-নরসিংহ
- (ছ) যানক-নরসিংহ

৫। **বামন—**
- (ক) ত্রিবিক্রম

৬। পরশুরাম—
- জামদগ্ন্য রাম

৭। রাম—
- (ক) রামচন্দ্র, রামভদ্র বা রাঘব রাম
- (খ) বলভদ্র রাম

৮। কৃষ্ণ-রুক্মিণী—
- (ক) গোপাল
- (খ) নবনীত নৃত্যমূর্ত্তি বা বালকৃষ্ণ নবনীত-নট
- (গ) সন্তান-গোপাল
- (ঘ) বটপত্রশায়ী
- (ঙ) কালীয়-কৃষ্ণ
- (চ) কালীয়াদিমর্দ্দক
- (ছ) বেণু-গোপাল
- (জ) গান-গোপাল
- (ঝ) মদন-গোপাল
- (ঞ) গোবর্দ্ধন-কৃষ্ণ
- (ট) গোবর্দ্ধনধর
- (ঠ) গোপীবস্ত্রাপহারক
- (ড) পার্থ-সারথি
- (ঢ) রাধাকৃষ্ণ

৯। বুদ্ধ—

১০। কল্কি—

আসনাদি অনুসারে বিষ্ণুমূর্ত্তির নামভেদও হইয়া থাকে। আসন অনুসারে বিষ্ণুর কিরূপ নাম-ভেদ হয়, তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল—

বিষ্ণু—(চতুর্ভুজ ও অষ্টভুজ)
মধ্যমযোগস্থানকমূর্ত্তি
ভোগস্থানক মূর্ত্তি
অধম " "
বীরস্থানকমূর্ত্তি
অভিচারিকাস্থানকমূর্ত্তি
স্থানকমূর্ত্তি
মধ্যমভোগস্থানকমূর্ত্তি
যোগস্থানকমূর্ত্তি
ভোগাসনমূর্ত্তি
মধ্যমভোগাসনমূর্ত্তি
অধমবীরাসনমূর্ত্তি
বীরাসনমূর্ত্তি
অভিচারিকাসনমূর্ত্তি
যোগশয়ানমূর্ত্তি
মধ্যমযোগশয়ানমূর্ত্তি
ভোগশয়ানমূর্ত্তি
উত্তমভোগশয়ানমূর্ত্তি
বীরশয়ানমূর্ত্তি
অভিচারিকাশয়ানমূর্ত্তি

এছাড়া বিষ্ণুর অন্যান্য মূর্ত্তিরও কয়েকটী উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

বিষ্ণুর অন্যান্য মূর্ত্তি

১। অনন্তশায়ী
২। বৈকুণ্ঠ-নারায়ণ (বৈকুণ্ঠ বা বৈকুণ্ঠনাথ)
৩। লক্ষ্মীনারায়ণ
৪। আদিমূর্ত্তি
৫। জলশায়ী
৬। কবিবরদ
৭। বরদরাজ
৮। বিট্‌ঠল
৯। জগন্নাথ
১০। রতি-মন্মথ
১১। গরুড-নারায়ণ
১২। ঐ এবং গজেন্দ্রমোক্ষ
১৩। যোগেশ্বর-বিষ্ণু
১৪। পাণ্ডুরঙ্গ বা বিঠোবা
১৫। গরুড়
১৬। পদ্মনাভ অথবা রঙ্গনাথ
১৭। দত্তাত্রেয়
১৮। হরিহর পিতামহ
১৯। ত্রৈলোক্যমোহন
২০। বিশ্বরূপ
২১। ধর্ম্ম
২২। বেঙ্কটেশ
২৩। হরিকৃষ্ণ

বিষ্ণুর গরুড়ধ্বজের উল্লেখ দেবীপুরাণের চতুর্থ অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েকজন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত গরুড়ধ্বজের ব্যাপারটী গ্রীক ভাগবত Diya বা

Heliodora সম্পর্কে সূচিত বলিয়া মনে করেন। দেবীপুরাণে আছে, ঘোর দৈত্য বিষ্ণুকে খড়্গ, চক্র ও গদাধারী বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন। আর একবার তিনি স্তবে বিষ্ণুকে শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়্গধারী বলিয়াছেন। এই উভয় স্তবে দেখা যাইতেছে যে, বিষ্ণুর হস্তে পদ্ম নাই। প্রথম স্তবে শঙ্খও নাই। বিষ্ণুর হস্তে যে পদ্ম থাকিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। তবে তাঁহার বক্ষঃস্থল কৌস্তভ-শোভিত হওয়া চাই। সকল বিষ্ণুমূর্ত্তিতেই তাহা থাকিবে। কেবল বঙ্গদেশের বিষ্ণুমূর্ত্তিতে কৌস্তভচিহ্ন প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বিষ্ণুমূর্ত্তির বক্ষে বা হস্তে শ্রীবৎসলাঞ্ছন থাকিতেও পারে, নাও পারে। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় (বঙ্গদর্শন, ১৩১০, পৃ: ৬৫, ৬৬) মনে করেন যে, বিষ্ণুর পূর্ব্বে গদা ছিল না। বিষ্ণু সম্ভবতঃ বৈদিক পূষার গদাটী কাড়িয়া রাখিয়াছিলেন। চক্রটী বিষ্ণুর পৈতৃক সম্পত্তি, এবং তাহা নিশ্চয়ই আদিত্যের চক্র। তিনি আরও বলেন যে, বিষ্ণু যে পদ্মপাণির পদ্মটী হাতে করিয়া উপস্থিত, তাহা তাঁহার শান্তিময় স্বরূপ-বর্ণনা হইতেও কতকটা বুঝিতে পারা যায়। এগুলি সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আমাদের উপযুক্ত উপাদান সংগ্রহ করা আবশ্যক। এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত উপাদান যথেষ্ট নহে। বৌদ্ধদিগের মধ্যেও বিষ্ণু স্থান পাইয়াছেন। তবে বিষ্ণুর স্থান তাঁহারা উচ্চ করেন নাই। সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৌদ্ধেরা বুদ্ধের চারি পাশের দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণুকে ধরেন নাই। কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে বিষ্ণুর (বেণ্ডুরে) উল্লেখ আছে। জৈনসূত্রভূমিকায়, (S. B. E. Vol. 22) বিষ্ণুর অবতার সম্বন্ধে আলোচনা আছে। (৫৩৭ সংখ্যক জাতক) সুতসোমজাতকে অমোঘসিদ্ধি ও বিষ্ণু অভিন্ন বলা হইয়াছে। সুতসোম গৌতমের কোন পূর্ব্বজন্মের নাম। যবদ্বীপে এই জাতকের অনুরূপ কাহিনী। যবদ্বীপবাসীরা বলে, বুদ্ধ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ঈশ্বর। আর সুতসোম সেই বুদ্ধের অবতার। ব্যাঙ্‌ককেও বিষ্ণুমূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। এই স্থানের রাজকীয় মন্দিরগুলিতে রামায়ণের বহু র্ত্তি ও চিত্র আছে। এখানে গরুড়ারূঢ় "নরৈ" বা নারায়ণ-বিষ্ণুর একটী মূর্ত্তি আছে। যবদ্বীপে বোরোবদর হইতে অল্পদূরে "প্রম্বনম্" মন্দিরমালা অবস্থিত। এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও নন্দীর স্বতন্ত্র চারিটী মন্দির আছে। বিষ্ণুর পূজা হয় না। তবে শিল্পে গরুড়ারূঢ় বিষ্ণুমূর্ত্তির সংখ্যা বড় কম নয়।

বলিদ্বীপে আমাদের যেমন হরি-হর মূর্ত্তি আছে, যবদ্বীপে তেমনই বিষ্ণু-বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। এখানে শিবের স্থান সর্ব্বোচ্চ—তাহার পর বিষ্ণুর স্থান। এইখানের "কমহাযানিকন" নামক একাদশ শতকের মহাযানিক গ্রন্থেও বিষ্ণু-বুদ্ধের কথা আছে।

চম্পার লোকেরা শৈব। তবে সেখানেও বিষ্ণুপূজার যে প্রভাব ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ৮১১ খৃষ্টাব্দের একটী শিলালিপিতে (Corpus II, pp. 229, 230) শঙ্করনারায়ণের মূর্ত্তির উল্লেখ আছে। এখানে গোবর্দ্ধনধারী নারায়ণের একটী মূর্ত্তি আছে। ১১৫৭ খৃষ্টাব্দের একখানি লিপিতে রাম ও কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়। ইহাতে

ক্ষোদিত আছে যে, প্রথম জয়হরিবর্মরাজ বিষ্ণুর অবতার (B. E. F. E. O., 1904, pp. 959, 960)। গরুড়বাহন বিষ্ণুমূর্ত্তি এখানে অতি অল্পই আছে (B. E. F. E. O., p. 1901, p. 18)। সিংহলের অধিবাসীর প্রায় চতুর্থাংশ হিন্দু তামিল। উত্তরাঞ্চলে দ্রাবিড়-রীতিতে নির্ম্মিত অনেকগুলি হিন্দু-মন্দির আছে। এখানকার বৌদ্ধ-মন্দিরেও হিন্দুদেবতা স্থান পাইয়াছেন। এই সমস্ত মন্দিরের মধ্যে দক্ষিণদিকের শ্রেণীতে প্রায়ই বুদ্ধমূর্ত্তি থাকে এবং বামদিকের শ্রেণীতে মহাব্রহ্মা, বিষ্ণু, কার্ত্তিকেয় ও মহাসামনের মূর্ত্তি থাকে। তন্মধ্যে বিষ্ণুমূর্ত্তির বিশেষ পূজা ও সম্মান করা হয়। এইখানকার বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করে যে, বিষ্ণু বুদ্ধের সম্মান করিয়া থাকেন (Ceylon, Ant. July, 1916)। সম্প্রতি অনগারিক ধম্মপাল-প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধবিহারেও একটী সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থান পাইয়াছে।

তিব্বতে হয়গ্রীবকে বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা হয় (Journal (Bxddhist text society, Voll. II, pt. II, Appendix II. p. 6, 1904)। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, ভারতের বাহিরেও এক সময়ে বিষ্ণুর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। *

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

---

* উপসংহারে বক্তব্য যে, প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাদি ব্যতীত যে সমস্ত পুস্তক হইতে বা যাঁহাদের নিকট সাহায্য লইয়াছি, সেই সমস্ত গ্রন্থ ও ব্যক্তির নাম নিম্নে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি,—

১। R. G. Bhandarkar—Vaishnavism, Saivism &c.

২। Binodebihari Kavyatirtha—Varieties of Vishnu Image.

৩। Sir Charles Eliot—Hinduism & Buddhism.

৪। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় সরস্বতী, বি ই।

৫। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

মহাদেব*

রবিবার দিন শ্রীমান্ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন, মঙ্গলবার দিন শ্রীমান্ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ বিষ্ণু সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন; আজ বৃহস্পতিবার—আমার পালা। শেষ পালা, মধুরেণ সমাপয়েৎ—শিবের পালা। বিনয় ও অমূল্যর কাজ একটু সোজা—কারণ, বেদে ব্রহ্মাও আছেন, বিষ্ণুও আছেন। আমার পালা কঠিন—কারণ, শিব বেদে নাই, অথচ এখনকার ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে তিনি একজন প্রধান। শিব বড়, কি বিষ্ণু বড়, এ বিষয়ে অনেক ঝগড়া আছে। সে ঝগড়ায় মাথা দিবার আমার দরকার নাই, তবে তারা দু'জনাই যে ব্রহ্মার চাইতেও বড়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—কারণ, ব্রহ্মার পূজা বড় একটা নাই।

আমাদের ত্রিমূর্ত্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। ব্রহ্মার লোক আছে, ভুবন আছে; বিষ্ণুরও লোক আছে, ভুবন আছে। ব্রহ্মার ভুবন ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুর ভুবন বিষ্ণুলোক—গোলোক বা বৈকুণ্ঠ। ব্রহ্মার দাস আছে, দাসী আছে, অনুচর আছে, অট্টালিকা আছে, উদ্যান আছে। বিষ্ণুরও দাস আছে, দাসী আছে, অনুচর আছে, অট্টালিকা, উদ্যান—সবই আছে। শিবের কিছুই নাই, তিনি থাকেন পরের দেশে, কুবের কৈলাসের অধিপতি—তিনি কৈলাসের বাহিরে একটা বাগানে পড়ে' থাকেন। তাঁহার বাড়ী নাই, ঘর নাই—প্রায়ই ঘুরে বেড়ান—প্রায়ই থাকেন শ্মশানে-মশানে। ব্রহ্মার বেশ আছে, ভূষা আছে; বিষ্ণুরও বেশ আছে, ভূষা আছে, শিবের কিছুই নাই—আছে কেবল বাঘের ছাল। কোন সময়ে তাহাও থাকে না—তিনি দিক্‌গুলি জড়িয়ে কাপড় বলিয়া পরেন, অর্থাৎ দিগম্বর বা নেংটা থাকেন। দেবতা হ'বার যা-কিছু আনুষঙ্গিক, তা সবই ব্রহ্মারও আছে, বিষ্ণুরও আছে। শিবের নাই, অথচ শিব ত্রিমূর্ত্তির এক মূর্ত্তি। এর মানে কি?

বেদে অনেক দেবতা আছেন। অগ্নি আছেন, ইন্দ্র আছেন, বায়ু আছেন, বরুণ আছেন, সূর্য্য আছেন, সবিতা আছেন, ভগ আছেন, পূষা আছেন, অর্য্যমা আছেন, কিন্তু শিব নাই। যজ্ঞে সব দেবতার ভাগ আছে, শিবের নাই। শিব তা হইলে এলেন কোথা থেকে?

এখনকার পণ্ডিতেরা বলেন, শিব রুদ্র। ঋগ্বেদে কিন্তু রুদ্র শব্দ বহুবচনে ব্যবহার হয়, অর্থাৎ রুদ্রেরা একটা গণ। অমরকোষ বলেন, "রুদ্রাশ্চ গণদেবতাঃ।" চীৎকার করিয়া আকাশে ঘুরিয়া বেড়ান বলিয়া তাঁহাদের নাম হইয়াছে রুদ্র। তাঁরা দল বাঁধিয়া বেড়ান। তাঁহাদের মনিব ইন্দ্র। ইন্দ্র তাঁহাদের বড় ভালবাসেন। আর একটা

---

* ১৩২৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্দ্দশ বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

গণ—সেও ইন্দ্রের। তার নাম মরুৎগণ। তারাও অন্তরীক্ষে ঘুরিয়া বেড়ায়। সকলেই মনে করে, রুদ্রগণ ও মরুৎগণ এক। ঝড়-বৃষ্টি হইলেই সঙ্গে সঙ্গে বজ্র ও বিদ্যুৎ থাকে। ঝড়-বৃষ্টির দেবতা হলেন রুদ্রগণ। সুতরাং উভয়েই এক।

ঋগ্বেদে একবচনেও রুদ্র আছে। তিনি এই রুদ্রদের পিতা এবং পৃশ্নি বা পৃথিবী তাহাদের মাতা; কিন্তু অন্যান্য জায়গায় রুদ্রদিগের উৎপত্তি অন্যরূপে বর্ণিত আছে। রুদ্র ও মরুৎগণ হইতেই বোধ হয়, অতি প্রাচীনকালে রুদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। মরুৎগণ ও রুদ্রগণ গণদেবতা ছিলেন, কিন্তু তাঁদের ত একজন কর্ত্তা থাকা চাই—সেই কর্ত্তাই রুদ্র। বৈদিক ঋষিরা রুদ্রের ভয়েই অস্থির। তাঁহাদের কেবল কথা—ওগো, আমাদের মেরো না, আমাদের মেরো না; ছেলে মেরো না, গরু মেরো না, বাছুর মেরো না, পশু মেরো না। তোমাদের হাতের অস্ত্র-শস্ত্রগুলি আমাদিগের দিকে ছুড় না—অন্য দিকে ছোড়। রুদ্র খুসী হইলে ভালও করিতে পারেন, অনেক সময় ব্যারাম আরাম করিয়া দিতেও পারেন। ঋগ্বেদে বহুবচনে রুদ্রই বেশী; একবচনে তিনটি মাত্র সূক্ত আছে। যজুর্ব্বেদে এ সব শাখারই একটি করিয়া রুদ্রাধ্যায় বা শতরুদ্রীয় আছে। অমঙ্গল নিবারণের জন্য বাঙ্গালা ভিন্ন সর্ব্বত্রই রুদ্রাধ্যায় পঠিত হয়। সব ব্রাহ্মণ যজুর্ব্বেদের অন্য অংশ মুখস্থ করুন আর না করুন, রুদ্রাধ্যায়টি মুখস্থ করেন। এই রুদ্র আমাদের শিব হইতে পারেন না। কারণ, আমাদের শিব যদিও সংহারের দেবতা বটেন, তথাপি তিনি নিরন্তর লোকের অমঙ্গল করিয়া বেড়ান না। সুতরাং যজুর্ব্বেদের রুদ্র আমাদের শিব হওয়া বড়ই কঠিন। সামবেদীয় সন্ধ্যায় আমরা এক রুদ্রের কথা পাই, তাহার মন্ত্র এই,—

"ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং।
ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো নমঃ।

আমাদের শিব দেখুন,—

"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈঃ ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥"

প্রথমতঃ রঙ্গেই তফাৎ। রুদ্র হইলেন কৃষ্ণ-পিঙ্গল; শিব হইলেন—রজতগিরিনিভ। আমাদের শিব পঞ্চবক্ত্র—রুদ্র পঞ্চবক্ত্র নহেন, রুদ্র ঊর্দ্ধলিঙ্গ—আমাদের শিব তাহা নহেন, সুতরাং রুদ্র শিব হইতে পারিলেন না। আমাদের শিবের পূজা করিতে গেলে অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিতে হয়। রুদ্রের পূজায় অষ্টমূর্ত্তি নাই। সুতরাং রুদ্র ও শিব এক হইতে পারেন না। ঋগ্বেদে শিব শব্দ অনেক জায়গায় আছে বটে, কিন্তু সব জায়গায় বিশেষণ—বিশেষ্য নহে। যজুর্ব্বেদ সামবেদেও তাই। ঋগ্বেদে মহাদেব শব্দ একেবারেই নাই। মহাদেব যে দু'টি নামে আমাদের নিকট পরিচিত, সে দু'টির একটিও নাই।

শিবও নাই—শম্ভুও নাই, তবে এ শিবই বা কে, মহাদেবই বা কে, শম্ভুই বা কে? অথর্ব্ববেদে একটি অধ্যায় আছে, সেটির সংখ্যা ১৫; সেটিকে যেই পড়ে, সেই বলে, অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। ইহা একটি কোন রহস্যময় পদার্থ,—চারিদিকে পদ্য, কিন্তু এ অধ্যায়টি গদ্য; চারিদিকে অতি প্রাচীন বৈদিক ভাষা, কিন্তু এটি যেন সংস্কৃত ভাষা। চারিদিকে মন্ত্র, যাদুবিদ্যা, ঝাড়-ফুকের মন্ত্র, মধ্যে বেশ একটু ঘোরাল কবিকল্পনা; চারিদিকে সমস্তই অতি প্রাচীন পদার্থ, মধ্যে একটু নূতন জিনিস। চারিদিকে যজ্ঞের আয়োজন, মধ্যে বেশ একটু স্ফুর্ত্তির কল্পনা। যেই পড়ে, সেই মুগ্ধ হয়—আশ্চর্য্য হয়, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারে না। সব অধ্যায়টিই ব্রাত্যকে বাড়াইবার জন্য লেখা হইয়াছে। কিন্তু ব্রাত্য বলিতে কি বুঝায়? মনু বলিয়াছেন, "সাবিত্রী-পতিতা ব্রাত্যাঃ।" আর্য্যদের মধ্যে যদি কেহ সাবিত্রী হইতে পতিত হন, তিনিই ব্রাত্য। কিন্তু এখানে ব্রাত্য বলিতে তাহা বুঝায় না; যদি তাহাই বুঝাইত, তাহা হইলে, মানেটা আরও জটিল হইয়া যাইত। যে পতিত, তাহাকে আবার বাড়ান? কোন যেমন তেমন বাড়ান নহে—আকাশ পাতাল বাড়ান। সুতরাং ব্রাত্য শব্দের মানে খুঁজিতে হইল; দেখিলাম, ব্রত পতিত হইলে ব্রাত্য হয় না। পতিত অর্থে শব্দের উত্তর তদ্ধিত-প্রত্যয় হয় না। ঋগ্বেদে দেখিলাম, ব্রাত শব্দ আট বার ব্যবহার আছে। ব্রাত বলিতে দল বুঝায়। যে দলের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই, তাহাকেই ব্রাত বলে। ব্রাতরা ঋষিদের শত্রু ছিলেন। ঋষিদের অনেক সময় ব্রাতদিগের সহিত লড়াই করিতে হইত। এক জায়গায় আছে যে, ঋষিরা দেবতাদের কাছে এমন রথ প্রার্থনা করিতেছেন, যেন, তাঁহারা ব্রাতদের আক্রমণ সহ্য করিতে পারেন। সুতরাং ব্রাত বলিতে ঋষিদের বিরুদ্ধ কোন যাযাবর জাতি বুঝাইত। ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না; দু'চার দিন কোথাও বাস করিত, তাহার পর উঠিয়া যাইত। দু'চারি দিন যেখানে বাস করিত, তাহার নাম ব্রাত্যা। সামবেদের পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের ১৭শ অধ্যায়ে ব্রাত্যা শব্দ আছে। ব্রাত্যেরা ব্রাত্যায় থাকিত। তাহারা ব্রহ্মচর্য্য করিত না, কৃষি করিত না, বাণিজ্য করিত না। করিত কি?—পশুপালন। ঋষিদের মতন তাহাদের ধনুকও ছিল না, বাণও ছিল না, কিন্তু ইহাদের বাঁক ছিল; ধনুকের "জ্যা" ছিল না, এমন এক ধনুক ছিল; তীর ছিল না, বাঁকের বাড়ি মারিত। ঋষিদের ভাল ভাল রথ ছিল,—ব্রাত্যদের গরুর গাড়ী ছিল। ঋষিদের চাবুক ছিল,—ওদের পাচনবাড়ী ছিল। ঋষিদের ঘোড়া খুব সায়েস্তা ছিল,—এদের ঘোড়া একবার এদিকে যাইত, এক বার ওদিকে যাইত। ঋষিদের রথের তক্তা আটা থাকিত,—ইহাদের গরুর-গাড়ীতে তক্তা বিছান থাকিত। উহারা তেরচা করিয়া টুপি মাথায় দিত, কোমরে দুইগাছা দড়ি দিয়া কাপড় বাঁধিয়া রাখিত। তাহারা কালাপেড়ে কাপড় পরিত, চামড়া দেওয়া খড়ম পরিত।

এই ত গেল ব্রাত্যদের কথা। ইহাদের বাড়াইবার জন্যই কি অথর্ব্ববেদের ১৫শ

অধ্যায় লেখা হইয়াছিল ? সে কথার বিচারের পূর্ব্বে দেখা যাউক, ব্রাত্যরা কোন্ বংশ ? পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে বলে, ব্রাত্যেরাও ঋষিদের মতন দৈব প্রজা, অর্থাৎ দেবতাদিগের উপাসক। তবে তাহাদের দেবতারা স্বর্গে গিয়াছিলেন, উহারা দেবতাদের খুজিয়া পাইত না; চারিদিকে খুজিয়া বেড়াইত—পাইত না। মরুৎ-দেবতারা তাহাদিগকে কতকগুলি সামগান শিখাইয়া দিয়াছিল, সেই গান করিলে, তাহারা দেবতাদের খুজিয়া পাইত। সেই গানগুলির নাম ব্রাত্যস্তোম। যে যজ্ঞে ব্রাত্যস্তোম হইত, তাহার নামও ব্রাত্যস্তোম। অন্য অন্য যজ্ঞে ঋত্বিক্ ছাড়া একজন মাত্র যজমান থাকে, দু'জন যজমানের কথা বড় দেখা যায় না, কিন্তু ব্রাত্যস্তোমে যজমান হাজার হাজার হইতে পারে। আর সকলেই ব্রাত্যস্তোম করিয়া পবিত্র হইয়া যাইত ও ঋষিদের সঙ্গে সমান হইয়া যাইত। ব্রাত্য-স্তোমের পর ঋষিরা ব্রাত্যদিগের সঙ্গে একত্রে খাইতেন, তাহাদের হাতের রান্না খাইতেন, তাহাদিগকে বেদ পড়িতে দিতেন,—তিন বেদই পড়িতে দিতেন, তাহাদের ঋত্বিক্ হইতে দিতেন; মোটামুটি তাহাদিগকে আপনাদের সমান করিয়া লইতেন। কিন্তু তাহাদের ব্রাত্য অবস্থার কোন সম্পত্তি আনিতে দিতেন না। তাহারা সেগুলি হয় ব্রাত্যদের দান করিত, না হয় মগধদেশের ব্রাহ্মণদের দান করিয়া আসিত। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, তাহারা আর্য্যবংশীয় ছিল, যতক্ষণ যাবাবর থাকিত, ততক্ষণ ঋষিরা তাহাদের সঙ্গে আহার-ব্যবহার করিতেন না; ব্রাত্যস্তোম করিয়া কোন স্থানে স্থায়িভাবে বাস করিলে, তাহাদিগকে আপনাদের সমান করিয়া লইতেন। তখন তাহারা সামগান রচনা করিত, মন্ত্রদর্শন করিত —এমন কি, বেদের শাখাও সংগ্রহ করিত। তাহারা ঋষিদের সমাজে নবজীবন সঞ্চার করিয়া দিত; ঋষিরা যে স্থানে বাস করিতেন, সে স্থানের নাম ছিল অন্তর্দ্দেশ। ব্রাত্যেরা অন্তর্দ্দেশেও থাকিত, বাহিরেও থাকিত। অন্তর্দ্দেশ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থান, গঙ্গা-যমুনার অপর পারেও খানিকটা ছিল। বাত্যেরা অন্তর্দ্দেশেও ঘুরিয়া বেড়াইত, আর উহার চারিদিকেও ঘুরিয়া বেড়াইত।

আমরা পূর্ব্বে জানিতাম যে, পতিত না হইলে ব্রাত্য হয় না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, ব্রাত্য ও ঋষিরা একবংশীয়। ব্রাত্যেরা যাযাবর এবং ঋষিরা স্থায়ী। ব্রাত্যেরা স্থায়ী হইলে ঋষিদের সমান হইত। এত দিন ব্রাত্যশব্দের এই অর্থ বুঝা যায় নাই বলিয়া, অথর্ব্ববেদের ১৫ সংখ্যক অধ্যায়টী ভাল বুঝা যায় নাই। অথর্ব্ববেদের এই অধ্যায়টী ব্রাত্যদিগের প্রশংসাই বটে। কিন্তু সে যে-সে ব্রাত্য নহে। ব্রাত্যেরা প্রজাপতির নিকট গিয়া বলিলেন, আপনি আপনার ভিতরে লক্ষ্য করিয়া দেখুন। প্রজাপতি দেখিলেন, একটা আলো,—একটা "সু" বর্ণ রহিয়াছে। সে আলো তিনি জন্মাইয়া দিলেন, অর্থাৎ আপনার শরীর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। সে এক হইল, শ্রেষ্ঠ হইল, মহৎ হইল, ব্রহ্মা হইল, সে তপ হইল, সে সত্য হইল, সে বাড়িতে লাগিল, সে "মহাদেব" হইল, সে দেবগণের কর্ত্তৃত্ব পাইল, সে ঈশান হইল, সে একব্রাত্য হইল। অর্থাৎ ব্রাত্যগণের দেবতা হইলেন। ব্রাত্যগণ যেন সব

'শিবা তনু' 'দক্ষিণ মুখের' উল্লেখ পাই। অর্থাৎ তখন ঋষি-সমাজে রুদ্র ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয় এই যে ভব প্রভৃতি সপ্ত বা অষ্ট মূর্ত্তির উল্লেখ করিলেন, তাহাতে মনে হয় যে, ঐরূপ আখ্যা দেওয়ার পূর্ব্বে এই অষ্টমূর্ত্তি ঋষি-সমাজে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। কিরূপে হইল, এ তথ্য আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনিতে চাই। যাহা হউক, শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপভাবে মহাদেবের আলোচনা করিলেন, এরূপ আলোচনা অন্যত্র কেহ করেন নাই। আজ অনেক নূতন বিষয় শিখিলাম এবং গবেষণার এক নূতন ভবিষ্যৎ আমাদের চক্ষের সাম্‌নে খুলিয়া গেল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

এক হইয়া দেবতারূপে আবির্ভাব হইল। ইন্দ্রধনু উহার ধনু হইল; কারণ, ইন্দ্রধনুর ছিলা নাই, সুতরাং সে ব্রাত্যদিগের ঠিক ধনু হইল। সেই ধনুর উদর নীল, পৃষ্ঠ লোহিত। নীল অংশের দ্বারা উহারা শত্রুদিগকে অভিভূত করে এবং লোহিত অংশের দ্বারা শত্রুদিগকে বিদ্ধ করে।

সুতরাং এই অধ্যায়ে ব্রাত্যকে বাড়ান হইল না, ব্রাত্যের দেবতাকেই বাড়ান হইল। সেই দেবতাই আমাদের শিব। তিনি মহাদেব; তিনিই ঈশান। মহাদেব শব্দ ঋগ্বেদে নাই, যজুর্ব্বেদে নাই; সামবেদে আছে—কিন্তু সেখানেও নাম বলিয়া বোধ হয় না; একটা বিশেষণ বলিয়া বোধ হয়। ইনি যে শিব, ইহার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। ইনি পূর্ব্বদিকে চলিলেন, কতকগুলি সাম, কতকগুলি দেবতা সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। শ্রদ্ধা তাঁহার প্রিয়তমা, মাগধ তাঁহার পরামর্শদাতা হইল, বিজ্ঞান তাঁহার কাপড় হইল, দিন উষ্ণীষ হইল; রাত্রি কেশ হইল ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপে তিনি দক্ষিণদিকে চলিলেন, পশ্চিমদিকে চলিলেন ও উত্তরদিকে চলিলেন—সঙ্গে সঙ্গে দেবতা, সাম ইত্যাদি চলিলেন। তাহার পর ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া এক বৎসর দাঁড়াইয়া রহিলেন। এইরূপে দেখা গেল, তাঁহার পাঁচ মাথা হইল। তিনি একবৎসর ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া থাকিলে, দেবতাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাত্য! তুমি দাঁড়াইয়া আছ কেন? তিনি বলিলেন, আমায় আসন্দী (চারপাই) দাও। দেবতারা দিলেন। চারিটি সাম উহার দুইটি বাজু ও দুইটি আড়ানি হইল। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত চারিটি পায়া হইল। ঋক্‌গুলি লম্বা দড়ি হইল, যজুগুলি ছোট দড়ি হইল, বেদগুলি বিছানার চাদর হইল, মন্ত্রগুলি বালিস হইল, সামবেদ উঁহার বসিবার স্থান হইল, উদ্গীথ ঠেসান দিবার তাকিয়া হইল। দেবতারা তাঁহার অনুচর হইলেন ও তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। একব্রাত্য মহাদেব "স্তুতমমরগণৈঃ" হইলেন। যে বেদ বিশ্বের আদ্য—বিশ্বের বীজ, তিনি তাহাতেই চাপিয়া বসিলেন। কিন্তু এখনও ইনিই যে শিব, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না, কিন্তু ঐ অধ্যায়ের পঞ্চম খণ্ডে যাহা আছে, তাহা পড়িলে আর বিশেষ সন্দেহ থাকে না। তিনি অন্তর্দ্দেশ হইতে পূর্ব্ব দিকে চলিলেন, পূর্ব্বদিক্ তাঁহাকে ভব নামে এক অনুচর দিলেন; দক্ষিণদিক্ হইতে সর্ব্ব, পশ্চিমদিক্ হইতে পশুপতি নামে এক অনুচর পাইলেন, উত্তরদিক্ তাঁহাকে উগ্র নামে এক অনুচর দিল, ধ্রুবা দিক্ তাঁহাকে রুদ্র নামে এক অনুচর দিলেন। ঊর্দ্ধদিক্ তাঁহাকে মহাদেব নামে এক অনুচর দিল, অন্তর্দ্দেশ তাঁহাকে ঈশান নামে এক অনুচর দিল। আমাদের শিবের পূজায় যে অষ্টমূর্ত্তি পূজা করিতে হয়, একব্রাত্য তাহার সাতটি মূর্ত্তি এখানে পাইলেন। ব্রাত্যেরা ঋষি-সমাজে আসিলে, ব্রাত্যদের দেবতা শিবও ঋষি-সমাজে আসিয়া মিলিলেন। ব্রাত্যেরা যাযাবর ছিল, শিবও যাযাবর; তিনি কোথায় যান, কোথায় থাকেন—কিছু ঠিক নাই। তিনি শ্মশানে থাকেন—মশানে থাকেন—নদীতীরে থাকেন—বনে থাকেন। যাযাবরেরা আমাদের ন্যায় পাপের ভয় করে না; শিবও করেন না; তিনি

ঠিক যাযাবরদিগের দেবতা—গৃহস্থদিগের নহেন। যাযাবরদিগের অনেক স্বভাব-চরিত্র এখনও তাঁহাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

ঐ অধ্যায়ে লেখা আছে, ব্রাত্য যদি কোন অগ্নিহোত্রীর বাড়ী অতিথি হন এবং সে তখন অগ্নিহোত্র করিতে থাকে, সে তখন অগ্নিহোত্র ছাড়িয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে এবং বলিবে, আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে আমি অগ্নিহোত্র সমাধা করি। তিনি অনুমতি দিলে, করিবে—না দিলে, করিবে না; যদি করে, তাহার ফল মন্দ হইবে। সুতরাং শিব যাগযজ্ঞের অতীত। লোকে তাঁহাকে ভাগ দিক, বা না দিক, তাঁহার তাতে আসেও না, যায়ও না। সুতরাং দক্ষযজ্ঞে তাঁহার শ্বশুর যে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু পার্ব্বতী উপেক্ষা করেন নাই বলিয়া, তাঁহাকে দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিতে হইয়াছিল। এত বড় একটা কাণ্ড হইল, তবে শিবের যজ্ঞে ভাগ হইল। এই কাণ্ডে ত্রিভুবন বিধ্বংস হইতে বসিয়াছিল। দক্ষযজ্ঞ নষ্ট হইয়াছিল, দক্ষের কাটা মাথায় একটী ছাগমুণ্ড বসিয়াছিল, দেবগণ পলায়ন করিয়াছিলেন,—সতী মারা গিয়াছিলেন। এত করিয়া মহাদেবের ভাগ সাব্যস্ত হইয়াছিল।

অথর্ব্ববেদের ১৫শ অধ্যায়ে যে একব্রাত্যকে বাড়ান হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বুঝান যায় না। সমস্তটি বারংবার না পড়িলে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না। একব্রাত্য কেবল ঘুরিতেছেন, কখনও উত্তরদিকে যাইতেছেন, কখনও দক্ষিণদিকে যাইতেছেন, কখনও পূর্ব্বদিকে যাইতেছেন, কখনও পশ্চিমদিকে যাইতেছেন, কখনও ধ্রুবাদিকে যাইতেছেন, কখনও পরমাদিকে যাইতেছেন, কখনও উর্দ্ধদিকে যাইতেছেন, কখনও অন্তর্দ্দেশের মধ্যে ঘুরিতেছেন, কখনও অনাবৃত্তদিকে যাইতেছেন, কখনও অনাদিষ্টা দিকে যাইতেছেন, কখনও বৃহতি দিকে যাইতেছেন, কখনও পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমুদ্র হইতেছেন। একব্রাত্য ঠিক একটি বেদে, ঘর নাই, বাড়ী নাই—যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাচ্ছেন। যাযাবরেরা প্রায়ই চোর হয়, সেই জন্যই শিবের ছেলে (কার্ত্তিক) চোর-চক্রবর্ত্তী, তিনি চৌরশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক, চোরেদের আদি গুরু। চোরেরা তাঁহাকে প্রণাম না করিয়া সিঁধকাটী ছোঁয় না। চোরেদের যে বই আছে, তাহার নাম "ষণ্মুখকল্প"।

শিবকে ধরিবার প্রধান উপায়, তাঁহার অষ্টমূর্ত্তির পূজা। অথর্ব্ববেদে কিন্তু তাঁহার সাত অনুচর আছেন, সর্ব্ব, ভব, পশুপতি, উগ্র, রুদ্র, মহাদেব, ঈশান। আমরা যে অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকি, তাহার মধ্যে কেবল ভীম নাই। এই যে সাত অনুচর আসিয়াছেন, তাঁহারা দিক্ হইতে আসিয়াছেন, ইঁহারা যে কি—তাহার কিছু ঠিক নাই। কিন্তু শতপথব্রাহ্মণে যে গল্পটী আছে, তাহাতে অষ্টমূর্ত্তিই আছে। প্রথমে প্রতিষ্ঠা হইল, প্রতিষ্ঠা হইতে ভূমি হইল, ভূমি বিস্তৃত হইতে লাগিল—পৃথিবী হইল। ভূতগণ, ভূতপতি—এই প্রতিষ্ঠায় সম্বৎসর ধরিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ভূতপতি গৃহস্থ ছিলেন। উষা তাঁহার স্ত্রী—ঋতুবাহ ভূতগণ; ভূতপতি সম্বৎসর তাঁহার স্ত্রী

উষাই ঔষধী। ভূতগণ ও ভূতপতির পুত্র হইল—কুমার। সে কাঁদিতে লাগিল। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাঁদ কেন? অনেক তপস্যা, অনেক শ্রম করিয়া তোমায় পাওয়া গিয়াছে, তুমি কাঁদ কেন?" সে বলিল, "আমার পাপ যায় নাই; আমার একটা নাম দাও।" ছেলে হ'লে তার একটা নাম দিতে হয়, নইলে তার পাপ যায় না। প্রজাপতি বলিলেন, "তোমার নাম রুদ্র।" যেহেতু, অগ্নিই রুদ্র, সেহেতু কুমারও অগ্নি হইলেন। কুমার আবার বলিলেন, "নাম দাও"। প্রজাপতি বলিলেন, "তোমার নাম—"সর্ব্ব"।" সর্ব্ব—জল; কুমার জল হইলেন। কুমার আবার নাম চাহিলেন। এবার হইলেন, "পশুপতি"। পশুপতি হইলেন—ওষধি; কুমার ওষধি হইলেন। আবার নাম চাহিলেন, এবার হইলেন, "উগ্র"। কুমার বায়ু হইলেন। কুমার নাম চাহিলেন। প্রজাপতি বলিলেন, তুমি "অশনি"। বিদ্যুৎই অশনি—কুমার বিদ্যুৎ হইলেন। ফের নাম চাহিলেন। এবার হইলেন "ভব"। ভব মেঘ; কুমার মেঘ হইলেন। ফের নাম চাহিলেন। কুমার "মহাদেব" হইলেন—মহাদেব চন্দ্রমা; কুমার চন্দ্রমা হইলেন। ফের নাম চাহিলেন, এবার হইলেন "ঈশান"। ঈশান হইলেন "আদিত্য"; কুমার আদিত্য হইলেন। কুমার বলিলেন, আর নাম চাহি না। শতপথব্রাহ্মণে বলে—কুমার অগ্নি; এ সকল অগ্নির নাম। মেয়ার (Muir) সাহেব বলিয়াছেন, ইহাতে রুদ্রের উৎপত্তির কথা বলা হইল, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, ইহাতে কুমারের উৎপত্তির কথা বলা হইল। কুমারের এক মূর্ত্তি রুদ্র, কিন্তু কুমারের আরও সাত মূর্ত্তি আছে। সব ক'টাই অগ্নির মূর্ত্তি। এই কুমারই শেষে পার্ব্বতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবসেনাপতি হইয়াছিলেন। কিন্তু শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণে এই অষ্টমূর্ত্তি মহাদেবের বলা হইয়াছে। প্রজাপতি সৃষ্টি ইচ্ছা করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন, তপস্যা হইতে অগ্নি, বায়ু, চন্দ্রমা, আদিত্য, উষা জন্মগ্রহণ করিলেন। প্রজাপতি বলিলেন, তোমরাও তপস্যা কর। তাঁহাদের তপস্যা হইতে এক পদার্থ নির্গত হইল। তাহার সহস্রাক্ষ, সহস্র পদ এবং সহস্র বাণ—সে প্রজাপতির নিকট আসিয়া বলিল, আমার একটি নাম দাও নহিলে কিছু খাইব না। প্রজাপতি প্রথম নাম দিলেন—ভব অর্থাৎ জল। তাহার পর নাম দিলেন, সর্ব্ব অর্থাৎ অগ্নি; তার পর পশুপতি—অর্থাৎ বায়ু। চতুর্থ নাম দিলেন, উগ্রদেব অর্থাৎ ওষধি এবং বনস্পতি; তার পর নাম দিলেন, মহান্ দেব অর্থাৎ আদিত্য; তার পর নাম দিলেন, রুদ্র অর্থাৎ চন্দ্র। তার পর নাম দিলেন, ঈশান অর্থাৎ অন্ন। তাহার অষ্টম নাম হইল, অশনি অর্থাৎ ইন্দ্র। এই আটটি নাম দিয়া কৌষীতকী ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, ইনিই মহাদেব—ইঁহারই আটটি নাম আটটি মূর্ত্তি। রুদ্র তাঁহার এক মূর্ত্তি মাত্র। সুতরাং শিব, শম্ভু, মহাদেব, রুদ্র হইতে পারেন না। অমরকোষে মহাদেবের ৪৮টি নাম আছে, তাহার শেষাশেষি একটি নাম রুদ্র। কিন্তু অমরকোষে কিছু বিশেষ থাকিলেও, অনেক শব্দ এক অর্থে এক পর্য্যায়ে ব্যবহার হয়। আমরা

এতক্ষণ দেখাইলাম, শিব, শম্ভু, মহাদেব ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ইত্যাদিতে যখন নাই, তখন উনি আর্য্য ঋষিদের দেবতা নহেন। যাযাবর ব্রাত্যদিগের দেবতা। ব্রাত্যেরা ঋষি-সমাজে স্থান পাইল; উনিও ব্রাত্যদের সঙ্গে সঙ্গে ঋষিদের মধ্যে স্থান পাইলেন। কিন্তু স্থানটা অনেক দিন ধরিয়া পাকাপাকি হয় নাই। শতপথব্রাহ্মণে অগ্নির মূর্ত্তি বলিয়াছে, কৌষীতকী ব্রাহ্মণে উঁহাকে নূতন দেবতা বলিয়াছে; অথর্ব্ববেদে উঁহাকে একব্রাত্য, অর্থাৎ, সকলের বড় ব্রাত্য অর্থাৎ ব্রাত্যদের Spirit বা দেবতা বলিয়াছে। তাঁহার যে অষ্টমূর্ত্তি, অথর্ব্ববেদে তাহার একটি নাই—বাকী সাতটির ব্যাখ্যা দিক্ হইতে আসিয়াছে। শতপথ ও কৌষীতকীতে মহাভূত হইতে আসিয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা দেখিয়া শুনিয়া বলিয়াছেন,—

১। সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। ২। ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৩। রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৪। উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৫। ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৬। পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৭। মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৮। ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ। মধ্যে নমঃ শিবায়।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

"মহাদেব" প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় যে সকল বিষয়ের অদ্য আলোচনা করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন। যাঁহারা এখানে বা পশ্চিমদেশে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও এ কথা বলিতে বাধ্য হইবেন যে, শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় শিবতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা গবেষণার নূতন বীজ বুনিয়া দিয়াছেন। ইঁহার সকল উক্তিই এখনও অবিসংবাদী সত্যতে পরিণত না হইলেও, তাঁহার অপূর্ব্ব গবেষণার ফলে যে শিবতত্ত্ব নিষ্কাষিত হইয়াছে, সকলেই তাহার ফলভাগী হইবেন। আশা করি, ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা হইবে। শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাত্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন। ব্রাত্য শব্দ খুব প্রাচীন। ইহা বেদ ও উপনিষদে ব্যবহৃত হইয়াছে। উপনিষদে প্রাণকে ব্রাত্য বলিয়া সম্বোধন করা আছে।

শঙ্করাচার্য্য প্রাণকে হিরণ্যগর্ভ বলিয়াছেন। "সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যাঃ।" এখন প্রাণের এই অর্থই চলিত। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ব্রাত্যের অন্য অর্থ প্রচলিত ছিল।

অথর্ব্ববেদ ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ হইতে শাস্ত্রী মহাশয় সেই প্রাচীন অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন।

রুদ্রের সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপ বলিলেন, তাহাতে চিত্তে একটু সংশয় উঠিল। যজুর্ব্বেদের শতরুদ্রীয় অধ্যায়ে দেখা যায় যে, রুদ্র পশুপতি, গিরিশ ইত্যাদি। তাঁহার